কেনোপনিষৎ

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য—
শঙ্কর ভগবৎকৃত্য ভাষ্য সহিত

মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদসহ

ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি সম্পাদিত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সামবেদীয়া

কেনোপনিষৎ

শ্রীমৎ শঙ্করভগবৎকৃত-পদভাষ্য সহিতা।

মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা, শাঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ সহ।
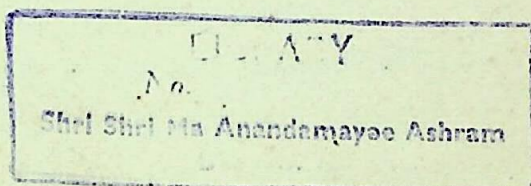
সম্পাদক ও অনুবাদক
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি
ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম
লালতারাবাগ, হরিদ্বার

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

1/4

কেনোপনিষৎ

মঙ্গলাচরণম্

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-চিত্তাহঙ্কারবায়বঃ ।
যমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে তস্মৈ চিদাত্মনে নমঃ ॥১॥
বশীকৃত্যাপরাশক্তিম্ যঃ সর্ব্বজ্ঞো নিয়ামকঃ ।
কর্ম্মফলং দদাত্যেব তস্মৈ সদ্ ব্রহ্মণে নমঃ ॥২॥
চিচ্ছক্ত্যা পরয়া সার্দ্ধমভেদেনৈব বর্ত্তয়ন্ ।
পরানন্দং সদাশ্নাতি তস্মৈ শিবাত্মনে নমঃ ॥৩॥
সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্ কার্য্যকারণ-বর্জ্জিতম্ ।
চৈতন্যং পরমানন্দং ভোলানন্দং নমাম্যহম্ ॥৪॥
শান্তং মহাদেবানন্দম্ চৈতন্যঘনরূপিণম্ ।
যোগীশ্বরং মহেশানম্ স্বগুরুং প্রণমাম্যহম্ ॥৫॥

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ

অথ সামবেদীয়া কেনোপনিষৎ ॥

ভূমিকা

কেনোপনিষৎ সামবেদীয় তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম আট অধ্যায়ে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। সকাম ও নিষ্কামভেদে কর্ম্ম ও উপাসনা দুই প্রকার। সকাম কর্ম্ম ও উপাসনা আবার দেবতা-বিজ্ঞান-সমুচ্চিত কর্ম্ম ও কেবল কর্ম্ম এই দুই প্রকারে বিভক্ত। বিবেক-বিচারহীন অশাস্ত্রীয় কর্ম্মও স্বাভাবিক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিহিত দেবতা-বিজ্ঞান-সমুচ্চিত সকাম কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা দেবলোক লাভ হয়। শাস্ত্রবিহিত কেবল কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকপ্রাপ্তি এবং অশাস্ত্রীয় স্বাভাবিক কর্ম্ম দ্বারা "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" রূপ ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গাদি-যোনি-প্রাপ্তি ঘটে। নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহাদের চিত্তে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হওয়া হেতু ব্রহ্মলোকেও তুচ্ছবুদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহারা যে বস্তু স্বভাবতঃ উৎপত্তি-বিনাশহীন, অজর, অমর, অভয় সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হন। এইরূপ বিবেক বৈরাগ্যবান্ শমদমাদিগুণসম্পন্ন কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী মুমুক্ষুই উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণের অধিকারী। নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতীত উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যাশ্রবণের যোগ্যতালাভ করা যায় না। সব উপনিসদে আত্মৈকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আত্মৈকত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হইবে। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ

বলিয়াছেন, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদং আয়াৎ নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" "মানুষ যখন স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে অভিলাষী হয় তখন সে কর্ম্ম-লব্ধ লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখে যে কর্ম্মদ্বারা নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতির জন্য তখন সে উপহার হস্তে বিনীত হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের শরণাপন্ন হয়।" আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। উপনিষৎ হইতেছে সেই বিদ্যা যে বিদ্যা সংসার-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, যে বিদ্যা মুমুক্ষুকে স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। সেই বিদ্যা হইতেছে উপনিষৎ, যাহা আত্মবিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া মুমুক্ষুকে স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কেনোপ-নিষদেও আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষৎ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণদ্বারা অনধিগত ব্রহ্ম হইতেছেন এই উপনিষদের বিষয়; দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিই প্রয়োজন, বিশুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষু-মাত্রই অধিকারী, গ্রন্থের সহিত বিষয়ের উপায়-উপেয় সম্বন্ধ। গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকেও গৌণভাবে উপনিষৎ বলা হয়। ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া সহজে বুদ্ধিগম্য করিবার নিমিত্ত গুরুশিষ্যসংবাদ রূপ প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর ছলে কেনোপনিষদে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভূমিকা

কেনেষিতমিত্যাদ্যোপনিষৎ পরব্রহ্ম-বিষয়া বক্তব্যেতি নবমস্যাধ্যায়স্যা-রম্ভঃ। প্রাগেতস্মাৎ কর্ম্মাণ্যশেষতঃ পরিসমাপিতানি, সমস্তকর্ম্মাশ্রয়ভূতস্য চ প্রাণস্য উপাসনানি উক্তানি কর্ম্মাঙ্গসামবিষয়াণি চ। অনন্তরঞ্চ গায়ত্র-

সামবিষয়ং দর্শনং বংশান্তমুক্তং কার্য্যম্। সর্ব্বমেতদ্ যথোক্তং কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ সম্যগনুষ্ঠিতং নিষ্কামস্য মুমুক্ষোঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং ভবতি; সকামস্য তু জ্ঞানরহিতস্য কেবলানি শ্রৌতানি স্মার্ত্তানি চ কর্ম্মাণি দক্ষিণমার্গপ্রতিপত্তয়ে পুনরাবৃত্তয়ে চ ভবন্তি। স্বাভাবিক্যাত্বশাস্ত্রীয়য়া প্রবৃত্ত্যা পশ্বাদিস্থাবরান্তাধোগতিঃ স্যাৎ। "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি। জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্"। ইতি শ্রুতেঃ। "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাদ্ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তু নিষ্কামস্যৈব বাহ্যাদনিত্যাৎ সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধাৎ ইহকৃতাৎ পূর্ব্বকৃতাদ্ বা সংস্কারবিশেষোদ্ভবাদ্ বিরক্তস্য প্রত্যগাত্ম-বিষয়া জিজ্ঞাসা প্রবর্ত্ততে। তদেতদ্বস্তু প্রশ্ন-প্রতিবচনলক্ষণয়া শ্রুত্যা প্রদর্শ্যতে কেনেষিতমিত্যাদ্যয়া। কাঠকে চোক্তম্—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"। ইত্যাদি। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদ্যাথর্ব্বণে চ। এবং হি বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শ্রোতুং মন্তুং বিজ্ঞাতুঞ্চ সামর্থ্যমুপপদ্যতে, নান্যথা। এতস্মাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সংসারবীজমজ্ঞানং কাম-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-কারণমশেষতো নিবর্ত্ততে; "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ।

কর্ম্মসহিতাদপি জ্ঞানাদেতৎ সিধ্যতীতি চেৎ, ন, বাজসনেয়কে তস্য অন্যকারণত্ববচনাৎ। "জায়া মে স্যাৎ" ইতি—প্রস্তুত্য "পুত্রেণায়ং লোকো জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা। কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইত্যাত্মনোঽন্যস্য লোকত্রয়স্য কারণত্বমুক্তং বাজসনেয়কে। তত্রৈব চ

পারিব্রাজ্যবিধানে হেতুরুক্তঃ ;—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়-মাত্মাঽয়ং লোকঃ"। ইতি। তত্রায়ং হেত্বর্থঃ ;—প্রজা-কর্ম্ম-তৎসংযুক্ত-বিদ্যাভির্মনুষ্য-পিতৃ-দেব-লোকত্রয়-সাধনৈঃ অনাত্মলোকপ্রতিপত্তি-কারণৈঃ কিং করিষ্যামঃ। ন চাস্মাকং লোকত্রয়মনিত্যং সাধনসাধ্যমিষ্টং যেষামস্মাকং স্বাভাবিকোঽজোঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কণীযান্নিত্যশ্চ লোক ইষ্টঃ। স চ নিত্যত্বান্নাবিদ্যানিবৃত্তিব্যতিরেকেণ অন্যসাধননিষ্পাদ্যঃ। তস্মাৎ প্রত্যগাত্ম-ব্রহ্মবিজ্ঞানপূর্ব্বকঃ সর্ব্বৈষণাসন্ন্যাস এব কর্ত্তব্য ইতি।

কর্ম্ম-সহভাবিত্ববিরোধাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানস্য। নহ্যপাত্তকারক-ফলভেদবিজ্ঞানেন কর্ম্মণা প্রত্যস্তমিতসর্ব্বভেদদর্শনস্য প্রত্যগাত্মব্রহ্ম-বিষয়স্য সহভাবিত্বমুপপদ্যতে। বস্তুপ্রাধান্যে সতি অপুরুষতন্ত্রত্বাদ্ব্রহ্ম-বিজ্ঞানস্য। তস্মাৎ দৃষ্টাদৃষ্টেভ্যোবাহ্যসাধনসাধ্যেভ্যো বিরক্তস্য প্রত্যগাত্ম-বিষয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসেয়ং কেনেষিতমিত্যাদিশ্রুত্যা প্রদর্শ্যতে। শিষ্যাচার্য্য-প্রশ্নপ্রতিবচনরূপেণ কথনন্তু সূক্ষ্মবস্তুবিষয়ত্বাৎ সুখপ্রতিপত্তিকারণং ভবতি, কেবলতর্কাগম্যত্বঞ্চ দর্শিতং ভবতি ; "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইতি শ্রুতেশ্চ, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ" ইতি, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি-নিয়মাচ্চ। কশ্চিদ্ গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং বিধিবদুপেত্য প্রত্যগাত্মবিষয়াদন্যত্র শরণমপশ্যন্নভয়ং নিত্যং শিবমচলমিচ্ছন্ পপ্রচ্ছেতি কল্প্যতে—কেনেষিতমিত্যাদি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ

সামবেদের তলবকারাখ্য ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় হইতেছে কেনোপনিষৎ। ইহার প্রথম আট অধ্যায়ে কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সমস্ত কর্ম্মাশ্রয়ভূত প্রাণের উপাসনার এবং কর্ম্মাঙ্গ সামের

উপাসনা অতঃপর 'গায়ত্র' সাম বিষয়ক উপাসনা এবং শিষ্যপরম্পরাগত ঋষিবংশ পর্য্যন্ত বলিয়া নবম অধ্যায়ে জ্ঞানমূলক পরব্রহ্মবিষয়িণী কেনোপনিষৎ বলিতেছেন। পরব্রহ্মপ্রতিপাদক 'কেন' উপনিষৎ বলিবার জন্য "কেনষিতম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নবম অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে কর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু সব নিঃশেষে বলা হইয়াছে, সমস্ত কর্ম্মের আশ্রয়ভূত প্রাণের উপাসনা ও কর্ম্মাঙ্গ সামের উপাসনাও উক্ত হইয়াছে। তাহার পর গায়ত্র সাম বিষয়ক চিন্তন ও শিষ্যপরম্পরাগত ঋষিবংশ পর্য্যন্ত যাহা বক্তব্য তৎসমস্তই বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে সে সব সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদির দাসত্ব হইতে মুক্তি-ইচ্ছুক নিষ্কাম ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয়; আর জ্ঞানহীন সকাম ব্যক্তির পক্ষে কেবল বেদ-বিহিত শ্রৌত এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসকল দক্ষিণমার্গে (ধূমাদিমার্গে) গমন ও প্রত্যাগমনের অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহের কারণ হয়। আর বিবেকবিচারহীন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে কৃত কর্ম্মসকল দ্বারা পশুজন্ম হইতে স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত অধোগতি হয়। এইরূপ কর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "ইহারা অসকৃদাবর্ত্তী বা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল; এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিগণ মশক, ডাঁশ প্রভৃতি রূপে জন্মে ও মরে এবং দেবযান ও পিতৃযান এই উভয় পথের কোনওটাতেই যায় না; তাহারা কেবল "জন্মাও ও মরো" রূপ তৃতীয় শ্রেণীর জীব।" "আর জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ্ এই তিন প্রকারের জীব দেবযান ও পিতৃযান অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।" এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে বিশুদ্ধচিত্ত, নিষ্কাম এবং ইহ বা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের শুভসংস্কারোদয় বশতঃ বাহ্য, অনিত্য, সাধ্য-সাধনসম্বন্ধযুক্ত, ভোগসাধনে বীতস্পৃহ ব্যক্তিরই আত্মবিষয়ে জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি হয়। সেই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু প্রশ্নোত্তরছলে শ্রুতি "কেনেষিতম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। কঠোপনিষদে

উক্ত হইয়াছে—"পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেইজন্য তাহারা বাহ্যবস্তুই দর্শন করে অন্তঃস্থিত আত্মাকে দর্শন করে না। কোনও কোনও ধীর মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখ করতঃ পরমাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছেন।" অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে, "কর্ম্মলভ্য লোকসকল পরীক্ষা করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মফলের অনিত্যতা জ্ঞাত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে, কেন না কর্ম্মদ্বারা অকৃত অর্থাৎ নিত্য পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না।" তাঁহাকে জানিবার জন্য তিনি (অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তি) সমিৎপাণি হইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে গমন করিবেন। এইরূপ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রত্যগাত্মবিষয়ক-বিজ্ঞান, শ্রবণ, মনন ও অনুভব করিবার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়, অপর কোন উপায়ে হয় না। এইরূপ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান হইতেই কাম ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ এবং সংসারের বীজস্বরূপ অজ্ঞান, নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়। "একত্বদর্শীর মোহই বা কি শোকই বা কি!" "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন" এবং "ব্রহ্মলাভের পর হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ চৈতন্য ও অন্তঃকরণের গ্রন্থি যাহাকে চিজ্জড়-গ্রন্থি বলে তাহা খুলিয়া যায় এবং সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সাধকের সর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় হয়" এই সব শ্রুতিবাক্য হইতেও এই কথা প্রমাণিত হয়।

যদি বল কর্ম্ম-সমুচ্চিত জ্ঞান হইতেও মুক্তি সিদ্ধ হয়, তাহার উত্তর এই যে—না, তাহা হয় না। কারণ যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় (বৃহদারণ্যক) উপনিষদে কর্ম্ম-সহকৃত জ্ঞানের ফল অন্যপ্রকার বলা হইয়াছে। 'আমার পত্নী হউক', হইতে আরম্ভ করিয়া "পুত্রের দ্বারা মনুষ্যলোক জয় করা যায় অন্য কর্ম্ম দ্বারা নহে, কেবল কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক, বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় করিতে পারা যায়" এই সব বাক্যদ্বারা কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানকে লোকত্রয়লাভের উপায়ই বলা হইয়াছে। সেই বাজসনেয় ব্রাহ্মণে সন্ন্যাস-বিধান বিষয়ে আবার বলা হইয়াছে—'যে সন্তানের দ্বারা আমাদের

অভীষ্ট আত্মলোক লাভ হইবে না তাহা দ্বারা আমরা কি করিব?' এই কথা বলিবার হেতু এই যে প্রজা, কর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট দেবতাবিজ্ঞান-সমুচ্চিত কর্ম্ম দ্বারা কেবল মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক লাভ হয়, আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। এই সব অনাত্মলোকপ্রাপ্তির কারণভূত কর্ম্ম দ্বারা আমরা কি করিব? কেননা সাধ্যসাধনবিশিষ্ট অনিত্য এই সব লোক আমাদের অভীষ্ট নহে, যেহেতু যাহা স্বাভাবিক অজর, অমৃত, অভয়, যাহা কার্য্য দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না সেই নিত্য আত্মলোকই আমাদের ইষ্ট। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত লোকত্রয়সাধনহেতু কর্ম্মে আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। আমাদের ঈপ্সিত যে আত্মলোক তাহা অবিদ্যা নিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে নিষ্পাদ্য নহে। সেই জন্য জীবাত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব-জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববাসনা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধ কর্ম্মের সহিত সমুচ্চিত হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলতঃ ভেদ এই যে ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বভেদের বিলোপ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকভেদ এবং স্বর্গলোকাদি ফলভেদ সূচিত হয়। এই হেতু ব্রহ্মবিজ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অবস্থান হইতে পারে না। ব্রহ্মবিজ্ঞান পুরুষতন্ত্র নহে, অর্থাৎ উহা কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে না, ইহা বস্তুপ্রধান, অর্থাৎ বস্তুর সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ত্তা যেরূপই হউক, অনুকূল অবস্থায় বস্তুর একটা জ্ঞান হইবেই। এই হেতু দৃষ্ট, অদৃষ্ট, বাহ্যসাধ্যসাধন প্রভৃতি হইতে উপরত ব্যক্তির অভয়, অজর, অশোক, অমর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা 'কেনেষিতম্' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। বিষয়টী অতি সূক্ষ্ম এই জন্য বোধ-সৌকর্য্যার্থ শিষ্য ও গুরুর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কথিত হইয়াছে। আর এই বিষয় যে কেবল স্বকল্পিত তর্ক দ্বারা বোধগম্য হয় না তাহা 'এই

আত্মবিষয়াবুদ্ধি তর্কের দ্বারা লভ্য হয় না'; 'অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা এই আত্মজ্ঞান অপনীত করিবে না', 'পুরুষ উপযুক্ত আচার্য্য পাইলে এই ব্রহ্ম-বিদ্যা অবগত হইতে পারে', 'বিদ্যা আচার্য্য হইতে জ্ঞাত হইলে সুফল প্রাপ্ত করায়', এই সব শ্রুতিবাক্য হইতে এবং 'গুরুর নিকট হইতে প্রণি-পাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা এই বিদ্যালাভ কর' এই স্মৃতিবাক্য হইতে প্রতীয়মান হয়। অতএব মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই আশ্রয় না পাইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বিধিবৎ উপস্থিত হইয়া অভয়, নিত্য, পরম নিঃশ্রেয়স্, পরমকল্যাণ, পরমানন্দ যাহা অচল সেই ব্রহ্মের শরণ লইবার আশায় তদ্বিষয়ে "কেনেষিতম্" বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন এইরূপ বাক্য হইতে অনুমান করা যাইতে পারে।

———
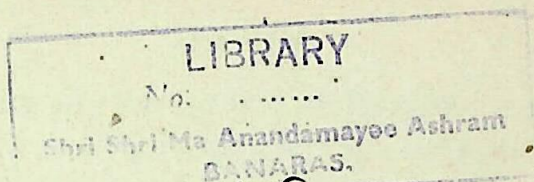
কেনোপনিষৎ

গুরু ও শিষ্য প্রথমেই বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধকসমূহদূরীকরণের জন্য বলিতেছেন—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্ মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

অন্বয় ঃ—ওঁ (ব্রহ্ম বা আত্মার সোপাধিক এবং নিরুপাধিক রূপ স্মরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করি) মম (মুমুক্ষু আমার) অঙ্গানি (হস্ত পদাদি অঙ্গসমূহ) বাক্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ) প্রাণঃ (পঞ্চপ্রাণ) চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ (জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) অথো (এবং) বলং (আত্মাভিমুখী ইচ্ছা শক্তি) ইন্দ্রিয়াণিচ সর্ব্বাণি সমস্ত ইন্দ্রিয়) আপ্যায়ন্তু (পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিতে করিতে ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ গভীর ও নিবিড় ভাবে মনন করিতে করিতে ব্রহ্মৈকতানতা প্রাপ্ত হউক)। সর্ব্বং (যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সে সমস্তই) ঔপনিষদং (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম (পরমেশ্বর অর্থাৎ সমুদয় জগতের ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই) অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্য্যাং (যেন তিরস্কার না করি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্ম হইতে জগৎ একটী স্বতন্ত্র বস্তু কিংবা ব্রহ্ম নাই ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে যেন প্রত্যাখ্যান না করি) মা মা ব্রহ্ম

নিরাকরোৎ (পরমেশ্বর যেন আমাকে তাঁহা হইতে বিযুক্ত করিয়া সংসার সাগরে পাতিত না করেন) অনিরাকরণং অস্তু (আমি ও পরমেশ্বর আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন প্রীতি থাকে) তদাত্মনি (সেই দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধভেদরহিত অখণ্ডৈকরস আত্মতত্ত্বে) নিরতে ময়ি (সর্ব্বদা অনুরক্ত আমাতে) উপনিষৎসু যে ধর্ম্মাঃ (বেদান্তসমূহে উপদিষ্ট শমদমাদি যে সদ্‌গুণসমূহ) তে ময়ি সন্তু (সেই সদ্‌গুণসমূহ আমাতে অভিব্যক্ত হউক) পুনরুক্তি আগ্রহাতিশয্যসূচক। ব্রহ্মবিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমূহ উপশান্ত হউক।

অনুবাদ :—ব্রহ্ম বা আত্মার সোপাধিক এবং নিরুপাধিক রূপ স্মরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করি মুমুক্ষু আমার হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিতে করিতে ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ গভীর ও নিবিড়ভাবে মনন করিতে করিতে ব্রহ্মৈকতানতা প্রাপ্ত হউক। যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সে সমস্তই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ সমুদয় জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আমি পরমেশ্বরকে যেন তিরস্কার না করি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্ম হইতে জগৎ একটি স্বতন্ত্র বস্তু কিংবা ব্রহ্ম বলিয়া কোন নিত্যচৈতন্যস্বরূপ বস্তু নাই ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে যেন প্রত্যাখ্যান না করি। পরমেশ্বর যেন আমাকে তাঁহা হইতে বিযুক্ত করিয়া সংসার সাগরে পাতিত না করেন। আমি ও পরমেশ্বর আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন প্রীতি-প্রেম অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান থাকে। সেই দেশকাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধভেদরহিত, অখণ্ডৈকরস আত্মতত্ত্বে সর্ব্বদা অনুরক্ত আমাতে বেদান্তসমূহে উপদিষ্ট শমদমাদি যে সদ্‌গুণসমূহ সেই সদ্‌গুণসমূহ অভিব্যক্ত হউক। পুনরুক্তি আগ্রহাতিশয্য-সূচক। ব্রহ্মবিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমূহ উপশান্ত হউক।

পরমার্থ সত্য বস্তু নির্ণয় করিবার জন্য গুরুশিষ্যসংবাদ আরম্ভ হইতেছে। বিবেক-বৈরাগ্যবান্ শমদমাদিগুণসম্পন্ন মুমুক্ষু শিষ্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া বিনম্র বচনে বলিলেন—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১॥

অন্বয় ঃ—কেন (কাহার দ্বারা) ইষিতং (অভিলষিত) প্রেষিতং (এবং প্রেরিত হইয়া) মনঃ পততি (মন স্বীয় বিষয়ে ব্যাপৃত হয়। যদিও নিত্য কূটস্থ পরমার্থ সদ্বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাই শিষ্যের উচিত, তথাপি এই প্রশ্ন হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে শিষ্যের মনে সংশয় থাকা হেতুই ঐরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টি,বিকারী দেহই কি মনের প্রেরক কিংবা মন নিজেই বিষয়ে প্রবৃত্তি ও বিষয় হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে স্বাধীন কিংবা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে এমন কোন স্বতন্ত্র বস্তু আছে কি যাহার সান্নিধ্যমাত্রেই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ? জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলদেহ মনের প্রেরক হইতে পারে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ত স্থূলদেহ মনের প্রেরক নহে ; ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন বলিয়া তাহারাও মনের প্রেরক হইতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ে মন যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়াও মন দুঃখপ্রদ অনিষ্টকর কার্য্যে রত হইত না। আরও দেখা যায় যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চপ্রাণ ও স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড় ; সুতরাং জড় কখনও চেতনাধিষ্ঠিত না হইয়া প্রেরক হইতে পারে না। সেইজন্য শিষ্যের এইরূপ প্রশ্ন সমীচীন হইয়াছে।) কেন (কাহার দ্বারা) যুক্তঃ (প্রযুক্ত বা প্রেরিত

হইয়া) প্রথমঃ (মুখ্য) প্রাণঃ (প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়াশক্তিরূপ-প্রাণ) প্রৈতি (ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই শরীর হইতে উর্দ্ধাদি প্রদেশে গমন করে) কেন ইষিতাম্ (কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া) ইমাং বাচং (তালু-কণ্ঠাদি অষ্ট স্থানে স্থিত এই বাক্ বা শব্দ লোকে উচ্চারণ করে ?) কঃ (কোন্) উ (সেই) দেবঃ (চৈতন্যময় পুরুষ) চক্ষুঃ শ্রোত্রং (দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করেন ?) ॥১॥

অনুবাদ ঃ—কাহার দ্বারা অভিলষিত এবং প্রেরিত হইয়া মন স্বীয় বিষয়ে ব্যাপৃত হয় ? (যদিও নিত্য কূটস্থ পরমার্থ সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাই শিষ্যের উচিত, তথাপি এই প্রশ্ন হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিষ্যের মনে সংশয় হেতুই ঐরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি, বিকারী দেহই কি মনের প্রেরক কিংবা মন নিজেই বিষয়ে প্রবৃত্তি ও বিষয় হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে স্বাধীন ? কিংবা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে এমন কোন স্বতন্ত্র বস্তু আছে কি যাহার সন্নিধিমাত্রেই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ? জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল দেহ মনের প্রেরক হইতে পারে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ত স্থূল দেহ মনের প্রেরক নহে। ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন বলিয়া তাহারাও মনের প্রেরক হইতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ে মন যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়াও মন দুঃখপ্রদ অনিষ্টকর কর্ম্মে রত হইত না। আরও দেখা যায় যে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চপ্রাণ ও স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড় ; সুতরাং জড় কখনও চেতনাধিষ্ঠিত না হইয়া কাহারও প্রেরক হইতে পারে না। সেইজন্য সংশয়যুক্ত শিষ্যের এইরূপ প্রশ্ন সমীচীন হইয়াছে)। কাহার দ্বারা প্রযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই শরীর মধ্যে উর্দ্ধাদি প্রদেশে গমনকারী প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়াশক্তিরূপ মুখ্য প্রাণ স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ? কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া তালু

কণ্ঠাদি অষ্ট স্থানে স্থিত এই বাক্ বা শব্দ লোকে উচ্চারণ করিয়া থাকে? কোন্ সেই চৈতন্যময় পুরুষ দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করেন? ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্

কেনেষিতমিতি। কেন কর্ত্রা ইষিতম্ ইষ্টম্ অভিপ্রেতং সৎ মনঃ পততি গচ্ছতি স্ববিষয়ং প্রতীতি সম্বধ্যতে। ইষেরাভীক্ষ্ণ্যার্থস্য গত্যর্থস্য চ ইহাসম্ভবাৎ ইচ্ছার্থস্যৈব এতদ্রূপমিতি গম্যতে। ইষতমিতি ইট্ প্রয়োগস্তু ছান্দসঃ,তস্যৈব প্রপূর্ব্বস্য নিয়োগার্থে প্রেষিতমিত্যেতৎ। তত্র প্রেষিতমিত্যেবোক্তে প্রেষয়িতৃপ্রেষণ-বিশেষ-বিষয়াকাঙ্ক্ষা স্যাৎ; কেন প্রেষয়িতৃ-বিশেষেণ, কীদৃশং বা প্রেষণমিতি। ইষিতমিতি তু বিশেষণে সতি তদুভয়ং নিবর্ত্ততে। কস্য ইচ্ছামাত্রেণ প্রেষিতমিত্যর্থবিশেষনির্দ্ধারণাৎ।

যদ্যেষোঽর্থোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ, কেনেষিতমিত্যেতাবতৈব সিদ্ধত্বাৎ প্রেষিতমিতি ন বক্তব্যম্। অপি চ শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যং যুক্তমিতীচ্ছয়া কর্ম্মণা বাচা বা কেন প্রেষিতমিত্যর্থবিশেষোঽবগন্তুং যুক্তঃ।—ন; প্রশ্ন-সামর্থ্যাৎ; দেহাদিসংঘাতাৎ অনিত্যাৎ কর্ম্মকার্য্যাৎ বিরক্তঃ অতোঽন্যৎ কূটস্থং নিত্যং বস্তু বুভুৎসমানঃ পৃচ্ছতীতি সামর্থ্যাদুপপদ্যতে। ইতরথা ইচ্ছাবাক্কর্ম্মভিঃ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য প্রেরয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি প্রশ্নোঽনর্থক এব স্যাৎ। এবমপি প্রেষিতশব্দস্যার্থো ন প্রদর্শিত এব? ন, সংশয়বতোঽয়ং প্রশ্ন ইতি প্রেষিতশব্দস্যার্থবিশেষ উপপদ্যতে। কিং যথাপ্রসিদ্ধমেব কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য প্রেষয়িতৃত্বং,কিংবা সঙ্ঘাতব্যতিরিক্তস্য স্বতন্ত্রস্য ইচ্ছামাত্রেণৈব মন-আদিপ্রেষয়িতৃত্বম্, ইত্যস্য অর্থস্য প্রদর্শনার্থং "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইতি বিশেষণদ্বয়মুপপদ্যতে।

ননু স্বতন্ত্রং মনঃ স্ববিষয়ে স্বয়ং পততীতি প্রসিদ্ধম্। তত্র কথং প্রশ্ন উপপদ্যত ইতি? উচ্যতে। যদি স্বতন্ত্রং মনঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ে স্যাৎ,

তর্হি সর্ব্বস্য অনিষ্ট-চিন্তনং ন স্যাৎ, অনর্থং চ জানন্ সংকল্পয়তি,অত্যুগ্রদুঃখে চ কার্য্যে বার্য্যমাণমপি প্রবর্ত্তত এব মনঃ। তস্মাদ্ যুক্ত এব কেনেষিত-মিত্যাদি প্রশ্নঃ। কেন প্রাণো যুক্তো নিযুক্তঃ প্রেরিতঃসন্ প্রৈতি গচ্ছতি স্বব্যাপারং প্রতি। প্রথম ইতি প্রাণবিশেষণং স্যাৎ, তৎপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বে-ন্দ্রিয় প্রবৃত্তীনাম্। কেন ইষিতাং বাচমিমাং শব্দলক্ষণাং বদন্তি লৌকিকাঃ। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ স্বে স্বে বিষয়ে ক উ দেবো দ্যোতনবান্ যুনক্তি নিযুঙ্ক্তে প্রেরয়তি ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ

কেনেষিতমিতি। মন কোন্ কর্ত্তা দ্বারা অভিলষিত ও কাহাদ্বারা নিয়োজিত হইয়া স্বাভীষ্ট বিষয়ে ধাবিত হইতেছে? 'ইষ্' ধাতুর অর্থ পৌনঃপুন্য, গতি ও ইচ্ছা। এখানে পৌনঃপুন্য ও গতি ইহার অর্থ হইতে পারে না, সুতরাং এখানে 'ইষ্' ধাতুর অর্থ ইচ্ছা ইহাই বুঝিতে হইবে। 'ইষিতম্' এই শব্দে ইট্প্রয়োগ ছন্দের জন্য, তাহাতে প্র উপসর্গ যোগ করিয়া 'প্রেষিতম্' পদ 'নিয়োগ করা' অর্থে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই মন্ত্রে 'ইষিতম্' না বলিয়া যদি কেবল 'প্রেষিতম্'ই বলা হইত, তাহা হইলে প্রেষয়িতা ও প্রেষণ বিষয়ে বিশেষ জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যাইত, যাঁহার প্রেষণায় মন ধাবিত হয় তিনি কে এবং তাঁহার প্রেষণই বা কিরূপ! কিন্তু 'ইষিতম্' এই বিশেষণ থাকায় কাহার ইচ্ছামাত্রেই প্রেষিত এই বিশেষার্থ নির্দ্ধারিত হওয়ায় এই দুই প্রকার আকাঙ্ক্ষাই নিবৃত্ত হইতেছে।

ইহাই যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হয় তখন 'ইষিতম্' এই পদদ্বারা যখন তাহা সাধিত হইল তখন 'প্রেষিতম্' এই পদের ব্যবহার অকর্ত্তব্য ; আবার শব্দাধিক্য থাকিলে অর্থাধিক্য থাকাও যুক্তিযুক্ত, সেই জন্য ইচ্ছা, কর্ম্ম, বাক্য দ্বারা যিনি মনকে প্রেষিত করেন তিনি কে? এই অর্থও ত

প্রতীত হইতে পারে ? না, প্রশ্নের শব্দার্থ হইতে এই প্রতীতি যুক্তিযুক্ত হয় না। কেন না উক্ত প্রশ্ন হইতে মনে হয় যে ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত, অনিত্য, কর্ম্মের ফলস্বরূপ দেহাদি হইতে বিরক্ত (বৈরাগ্যবান্) কোনও ব্যক্তি এই দেহাদির অতিরিক্ত কূটস্থ কোনও নিত্যবস্তুকে জানিতে উৎসুক হইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি-মূলক প্রশ্ন করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্ঘাতরূপ এই দেহ যে ইচ্ছা, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা মনকে প্রেরণ করে ইহা সকলেই জানে, অতএব এরূপ প্রশ্ন অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলেও ত প্রেষিতশব্দের অর্থ-বিশেষ উপপন্ন হইল না ? না, এইরূপ প্রশ্নও যৌক্তিক হইল না, কেন না যাহার মনে প্রেষণ ও প্রেষয়িতা সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যমান তাহার সংশয়ের নিরাকরণ উদ্দেশ্যে 'প্রেষয়িতা' পদের সার্থকতা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি এই দেহই প্রেষয়িতা ইহাই সর্ব্বজনবিদিত; বস্তুতঃ এই দেহই কি মনের প্রেরক, না এই দেহাদিব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র কেহ আছেন যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই মন আদি প্রেষিত হয় এই বিশেষার্থ প্রদর্শনের জন্য 'ইষিতং' ও 'প্রেষিতং' এই দুইটী বিশেষণের ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—মনই স্বয়ং স্বাধীনভাবে নিজবিষয়ে ধাবিত হয় ইহাই ত সকলে জানে ; তবে এইরূপ প্রশ্নের সঙ্গতি কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মন যদি স্বীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে স্বাধীন হইত তবে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা আসিতে পারিত না। মন জ্ঞাতসারে অপরের অনিষ্ট কল্পনা করে, বাধা সত্ত্বেও মন অতিশয় দুঃখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, মন যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলে এরূপ হইত না। অতএব 'কেনেষিতম্' ইত্যাদি প্রশ্ন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত, প্রেরিত হইয়া স্বব্যাপারে গমন করে অর্থাৎ স্বকার্য্য সাধন করে ? প্রাণই সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তির প্রথমোৎপন্ন সেইজন্য 'প্রথম' কথাটীকে প্রাণের

বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধারণ লোক কাহার ইষিত শব্দ উচ্চারণ করে? এবং কোন্ (দ্যুতিসম্পন্ন) দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত বা প্রেরিত করেন?। ১।

শিষ্য কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরু বলিলেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥২॥

অন্বয় :—যৎ (যে বস্তু) শ্রোত্রস্য (শ্রবণেন্দ্রিয়ের) শ্রোত্রম্ (শব্দগ্রহণের সামর্থ্যের কারণ। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দজ্ঞানের অসাধারণ কারণ; শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দকে প্রকাশ করে,কিন্তু শব্দকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্যের কারণ যিনি, তিনিই মন ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক) মনসঃ (সর্ব্ববিষয়োপলব্ধির সাধারণ কারণ মনের) মনঃ (মন্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তির সামর্থ্যের কারণ) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বাচম্ (শব্দোচ্চারণ সামর্থ্যের কারণ। 'বাচম্' এই দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত পদটী প্রথমান্ত 'বাক্' হইবে যথা বাচোহ বাক্ এইরূপ) হ (নিশ্চয়ই) সঃ উ (তিনিই) প্রাণস্য (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণের) প্রাণঃ (শরীরধারণসামর্থ্যের কারণ) চক্ষুষঃ চ (এবং দর্শণেন্দ্রিয়ের) চক্ষুঃ (রূপজ্ঞান-সামর্থ্যের কারণ। মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড়; সুতরাং ইহাদের নিজ নিজ বিষয়-সমূহকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ দেখা যায় মন বিষয়সমূহ চিন্তা করে, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ প্রকাশ করে, দর্শনেন্দ্রিয় রূপকে প্রকাশ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধকে, রসনেন্দ্রিয় রসকে, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শকে প্রকাশ করিয়া থাকে। বাক্ শব্দ উচ্চারণ করে, হস্ত আদান প্রদান, চরণ গমনাগমন, পায়ু মলত্যাগ, উপস্থ মূত্রত্যাগ ও প্রজননাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। মন

ও ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির এবং বিষয়প্রকাশের সামর্থ্যের কারণভূত এবং দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ হইতে বিলক্ষণ চেতন বস্তু নিশ্চয়ই আছে, যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া ইহারা চৈতন্যময় হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। যেরূপ ইষ্টক, লৌহ, কাষ্ঠাদি, কোন চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া একত্রিত হয় এবং প্রাসাদরূপ ধারণ করিয়া নিজেদের হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণাদি সংহত হইয়া ইহাদিগের হইতে বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। সেই চেতন পুরুষের কেবল সান্নিধ্যমাত্রেই, চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহচূর্ণের ন্যায়, দেহেন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চেতন পুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে জানিয়া) ধীরাঃ (ধীমান্ ব্রহ্মবিদ্‌গণ) অতিমুচ্য (দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের অর্থাৎ শরীরত্রয় রূপ পঞ্চকোষে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (এই সর্ব্বপ্রাণিপ্রত্যক্ষ শরীরাভিমান হইতে) প্রেত্য (ব্যাবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমরত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ স্বীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন) ॥২॥

অনুবাদ :—যিনি শব্দজ্ঞানের অসাধারণ কারণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ-প্রকাশ-সামর্থ্যের কারণ, সর্ব্ববিষয়োপলব্ধির সাধারণ কারণ মনের মন্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তির সামর্থ্যের কারণ,বাগিন্দ্রিয়ের শব্দোচ্চারণসামর্থ্যের কারণ, তিনিই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণের শরীরধারণসামর্থ্যের কারণ এবং দর্শনে-ন্দ্রিয়ের রূপজ্ঞানসামর্থ্যের কারণ। মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড় ; সুতরাং ইহাদের নিজ নিজ বিষয়সমূহ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ দেখা যায়, মন বিষয়সমূহ চিন্তা করে, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ প্রকাশ করে, দর্শনেন্দ্রিয় রূপকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধকে, রসনেন্দ্রিয় রসকে, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শকে প্রকাশ করিয়া থাকে। বাক্ শব্দ উচ্চারণ করে,

হস্ত আদান প্রদান, চরণ গমনাগমন, পায়ু মলত্যাগ, উপস্থ মূত্রত্যাগ ও প্রজননাদি ক্রিয়া এবং প্রাণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্যদ্বারা শরীর পোষণ করিয়া থাকে। মন ও ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির এবং বিষয় প্রকাশের সামর্থ্যের কারণভূত এবং দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ হইতে বিলক্ষণ এক চেতন বস্তু নিশ্চয়ই আছে,যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া দেহেন্দ্রিয়-মন-প্রাণ চৈতন্যময় হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং স্ব স্ব বিষয়প্রকাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করে। যেরূপ ইষ্টক, লৌহ, কাষ্ঠাদি চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া একত্রিত হয় এবং প্রাসাদরূপ ধারণ করিয়া নিজেদের হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণ সংহত হইয়া আপনাদিগের হইতে বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। সেই চেতন পুরুষের কেবল সান্নিধ্য-মাত্রেই চুম্বুকসান্নিধ্যে লৌহচূর্ণের ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চেতন পুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে জানিয়া ধীমান্ ব্রহ্মবিদ্‌গণ দেহেন্দ্রিয়মনপ্রাণে অর্থাৎ শরীরত্রয়রূপ পঞ্চকোষে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রাণি-প্রত্যক্ষ এই শরীরাভিমান হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন, কিংবা দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং পৃষ্টবতে যোগ্যায় আহ গুরুঃ, শৃণু ত্বং যৎ পৃচ্ছসি, মন-আদি-করণজাতস্য কো দেবঃ স্ববিষয়ং প্রতি প্রেরয়িতা, কথং বা প্রেরয়তীতি। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, শৃণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং—শব্দস্য শ্রবণং প্রতি করণং শব্দাভিব্যঞ্জকং শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং ; তস্য শ্রোত্রং সঃ, যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তীতি। অসাবেবং বিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদীনি নিযুঙ্‌ক্তে ইতি

বক্তব্যে—নম্বেতদননুরূপং প্রতিবচনং—শ্রোত্রস্থ শ্রোত্রমিতি। নৈষ দোষঃ; তস্ত অন্যথা বিশেষানবগমাৎ। যদি হি শ্রোত্রাদিব্যাপারব্যতিরিক্তেন স্বব্যাপারেণ বিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদিনিযোক্তা অবগম্যেত, দাত্রাদি-প্রয়োক্তৃবৎ তদিদমননুরূপং প্রতিবচনং স্যাৎ। ন ত্বিহশ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা স্ব-ব্যাপারবিশিষ্টো লবিত্রাদিবৎ অধিগম্যতে। শ্রোত্রাদিনামেব তু সংহতানাং ব্যাপারেণ আলোচন-সংকল্পাধ্যবসায়-লক্ষণেন ফলাবসানলিঙ্গেন অবগম্যতে অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরসংহতঃ, যৎ-প্রয়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিবৎ ইতি; সংহতানাং পরার্থত্বাৎ অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রযোক্তা। তস্মাৎ অনুরূপমেবেদং প্রতিবচনং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদি।

কঃ পুনরত্র পদার্থ "শ্রোতস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদেঃ। ন হ্যত্র শ্রোত্রস্য শ্রোত্রান্তরেণার্থঃ;—যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরেণ। নৈষ দোষঃ। অয়মত্র পদার্থঃ, শ্রোত্রং তাবৎ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসমর্থং দৃষ্টম্; তচ্চ স্ববিষয়-ব্যঞ্জনসামর্থ্যংশ্রোত্রস্য চৈতন্যে হ্যাত্মজ্যোতিষি নিত্যেঽসংহতে সর্ব্বান্তরে সতি ভবতি, নাসতি ইতি; অতঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদ্যুপপদ্যতে। তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি,—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে", "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"; "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইত্যাদীনি। যদাদিত্য-গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।" "ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথাকৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত" ইত্যাদি গীতাসু। কাঠকে চ,—"নিত্যো নিত্যানাং চেতন-শ্চেতনানাম্" ইতি। শ্রোত্রাদ্যেব সর্ব্বস্যাত্মভূতং চেতনমিতি প্রসিদ্ধম্; তদিহ নিবর্ত্ত্যতে। অস্তি কিমপি বিদ্বদ্‌বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং কূটস্থমজরমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি তৎসামর্থ্য-নিমিত্তমিতি প্রতিবচনং শব্দার্থশ্চোপপদ্যত এব।

তথা মনসোঽন্তঃকরণস্য মনঃ। ন হ্যন্তঃকরণমন্তরেণ চৈতন্যজ্যোতিষা দীপিতং স্ববিষয়সংকল্পাধ্যবসায়াদিসমর্থং স্যাৎ। তস্মান্মনসোঽপি মন ইতি। ইহ বুদ্ধিমনসী একীকৃত্য নির্দ্দেশো "মনসঃ" ইতি।

যদ্বাচো হ বাচং যচ্ছব্দো যস্মাদর্থে শ্রোত্রাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে। যস্মাৎ শ্রোতস্য শ্রোত্রম্, যস্মান্মনসোমন ইত্যেবম্। বাচো হ বাচমিতি দ্বিতীয়া প্রথমাত্বেন বিপরিণম্যতে; প্রাণস্য প্রাণ ইতি দর্শনাৎ। বাচো হ বাচমিত্যেতদনুরোধেন প্রাণস্য প্রাণমিতি কস্মাদ্দ্বিতীয়ৈব ন ক্রিয়তে?—ন; বহুনামনুরোধস্য যুক্তত্বাদ্বাচমিত্যস্য বাগিত্যেতাবদ্ বক্তব্যম্, "স উ প্রাণস্য প্রাণঃ" ইতি শব্দদ্বযানুরোধেন; এবং হি বহুনামনুরোধো যুক্তঃ কৃতঃ স্যাৎ। পৃষ্টং চ বস্তু প্রথমযৈব নির্দ্দেষ্টুং যুক্তম্। স যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ প্রাণস্য প্রাণাখ্যবৃত্তিবিশেষস্য প্রাণঃ, তৎকৃতং হি প্রাণস্য প্রাণনসামর্থ্যম্। ন হ্যাত্মনা অনধিষ্ঠিতস্য প্রাণনমুপপদ্যতে। "কোহ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" "ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি চ বক্ষ্যতে—"যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে; তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইতি। শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রস্তাবে ঘ্রাণ-প্রাণস্য নন্নু যুক্তং গ্রহণম্? সত্যমেবম্; প্রাণগ্রহণেনৈব তু ঘ্রাণ-প্রাণস্য গ্রহণং কৃতম্,—এবং মন্যতে শ্রুতিঃ। সর্ব্বস্যৈব করণকলাপস্য যদর্থ-প্রযুক্তা প্রবৃত্তিস্তদ্ব্রহ্মেতি প্রকরণার্থো বিবক্ষিতঃ।

তথা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, রূপপ্রকাশকস্য চক্ষুষো যদ্রূপগ্রহণসামর্থ্যং তৎ আত্মচৈতন্যাধিষ্ঠিতস্যৈব অতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। প্রষ্টুঃ পৃষ্টস্যার্থস্য জ্ঞাতুমিষ্টত্বাৎ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদি-লক্ষণং যথোক্তং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বেতি অধ্যাহ্রিয়তে। "অমৃতা ভবন্তি" ইতি ফলশ্রুতেশ্চ; জ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বং প্রাপ্যতে; "জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ইতি সামর্থ্যাৎ শ্রোত্রাদিকরণকলাপমুজ্ঝিত্বা শ্রোত্রাদৌ হ্যাত্মভাবং কৃত্বা তদুপাধিঃ সন্ তদাত্মনা জায়তে ম্রিয়তে সংসরতি চ। অতঃ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম আত্মেতি বিদিত্বা অতিমুচ্য শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজ্য যে শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজন্তি, তে ধীরা ধীমন্তঃ। নহি বিশিষ্টধীমত্ত্বমন্তরেণ শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবঃ শক্যঃ পরিত্যক্তুম্। প্রেত্য, ব্যাবৃত্য অস্মাল্লোকাৎ পুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুষু মমাহংভাব-সংব্যবহারলক্ষণাৎ

ত্যক্তসর্ব্বৈষণা ভূত্বেত্যর্থঃ। অমৃতা অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ" "আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্", "যদাসর্ব্বেপ্রমুচ্যন্তে" "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অথবা অতিমুচ্য ইত্যনেনৈব এষণাত্যাগস্য সিদ্ধত্বাৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য অস্মাচ্ছরীরাৎ প্রেত্য মৃত্বেত্যর্থঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রথম মন্ত্রের প্রশ্নকারী উপযুক্ত শিষ্যকে গুরু বলিতেছেন "তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। মন আদি করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহকে কোন্ দেব নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করেন এবং কি প্রকারেই বা প্রেরণ করেন তাহা শ্রবণ কর। যাহার দ্বারা শুনা যায় তাহাকে শ্রোত্র বলা যায়। শব্দের প্রকাশক বা শব্দ শ্রবণের করণ বা ইন্দ্রিয়কে শ্রোত্র বলা হয়। সেই শ্রোত্রের শ্রোত্রই তিনি (ব্রহ্ম)—যাহার বিষয় তুমি "চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি" (কোন্ দেবতা চক্ষুঃ ও শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে নিযুক্ত করে) এই মন্ত্রের দ্বারা প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, এই প্রকার গুণ-বিশিষ্ট দেবতা শ্রোত্রাদিকে নিযুক্ত বা প্রেরণ করেন এইরূপ না বলিয়া যে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" এইরূপ উত্তর দেওয়া হইল, তাহা ত প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর হইল না—এই আপত্তির উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ইহাতে কোন দোষ হয় না। কারণ তাহার, প্রেরয়িতার অন্য কোন প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম অবগত হইতে পারা যায় না, যাহার দ্বারায় তাহার স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব হয়। কোন ব্যক্তি "দা" দ্বারা বৃক্ষ-শাখা ছেদন করিলে ছেদনকর্ত্তারূপে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং 'দা'কেও শাখা-ছেদনের করণ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রোত্রাদিব্যাপার ভিন্ন নিজ কার্য্যের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিচিত শ্রোত্রাদি কার্য্যের নিযোক্তা বা নিয়ামক কাহাকেও বৃক্ষশাখা ছেদনকর্ত্তার ন্যায়

দেখিতে পাওয়া যায় না—দেখিতে পাওয়া গেলে, উত্তর অনুরূপ হইল না বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এখানে শ্রোত্রাদির প্রযোক্তা স্বব্যাপার-বিশিষ্ট কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ "সংহত" পদার্থ অর্থাৎ অবয়বসংঘাতে বা সমষ্টিতে নির্ম্মিত। সংহত পদার্থ "পরার্থ" অর্থাৎ অপর পদার্থের অধীন তজ্জন্য শ্রোত্রাদির প্রযোক্তা আছে বুঝিতে হইবে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ গৃহাদির ন্যায় সংহত পদার্থ এবং উহারা আলোচনা সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়রূপ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তিরূপ) যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, সেই সকল ব্যাপারের দ্বারাই তৎপ্রযোক্তা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হয় সুতরাং "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদি প্রতিবচন অনুরূপই হইয়াছে।

পুনরায় জিজ্ঞাসা হইতেছে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" এই পদের অর্থ কি? একটী শ্রোত্রের দ্বারা অপর শ্রোত্রের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, যেমন প্রকাশময় একটী দীপের দ্বারা প্রকাশময় অন্য দীপের কোন উপকার সিদ্ধ হয় না। না, ইহা এইরূপ দোষাবহ নহে। উক্ত পদগুলির অর্থ এইরূপ :—শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ এবং শ্রোত্রকে উক্ত শব্দ গ্রহণ করিতে সাধারণতঃ দেখা যায়। কিন্তু শ্রোত্রের উক্ত স্ববিষয়-ব্যঞ্জন-সামর্থ্য নিত্য অসংহত সর্ব্বান্তরস্থ আত্মজ্যোতিঃ চৈতন্য বিদ্যমান থাকার জন্যই সম্ভব হয়, অন্যথায় হয় না। এই কারণে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" এই পদ সঙ্গত হয়। এই বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতি মন্ত্র আছে—যথা "এই পুরুষ (মনুষ্যাদি) আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে"; "এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়", "সূর্য্য যাঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে"। গীতাতেও লিখিত আছে—"আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে তাহা আমার তেজঃ।" "হে ভারত, শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মাও (ক্ষেত্রী) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে।" কঠ উপনিষদেও লিখিত আছে "তিনি

নিত্যের ও নিত্য, চেতনের ও চেতন।” শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ই সকলের আত্মভূত চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভ্রান্ত ধারণাই এই মন্ত্র দ্বারা দূর করা হইতেছে। জ্ঞানিগণের বুদ্ধিগম্য সকলের অন্তরতম কুটস্থ, অজর, অমৃত, অভয়, অজ অর্থাৎ জরা-মরণ-বর্জ্জিত, জন্মরহিত, সর্ব্বভয়-নিবারক বস্তু আছে, যাহার নিমিত্তে ও সাহায্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ শ্রুতির প্রতিবচন ও উক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত অর্থ সঙ্গত হয়।

তিনি মনেরও অন্তঃকরণেরও মন কারণ “সেই আত্মচৈতন্য জ্যোতিতে দীপ্তিযুক্ত না হইলে অন্তঃকরণরূপী মন, স্ববিষয়ে সঙ্কল্প বা অধ্যবসায়াদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না এজন্য তিনি মনের ও মন। বুদ্ধি ও মনকে এক করিয়া “মনসঃ” বলা হইয়াছে।

“যদ্‌বাচো হ বাচম্” এই বাক্যে যৎশব্দ “যস্মাৎ” অর্থে, অর্থাৎ হেত্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহার শ্রোত্রাদি সকলের সহিত সম্বন্ধ আছে, যেমন শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন। বাচো হ বাচম্” এই মন্ত্রে দ্বিতীয়ান্ত বাচম্ শব্দ প্রথমাবিভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে, কারণ প্রাণস্য প্রাণ ইহাতে প্রথমা বিভক্তি আছে। আপত্তি হইতে পারে “বাচম্” এই দ্বিতীয়া বিভক্তির অনুরোধে “প্রাণস্য প্রাণম্” এইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তি করা হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, বহুপদ প্রথমান্ত আছে, সেই জন্য দ্বিতীয়ান্ত পদ “বাচম্”ও প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত হইবে। কোন প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হয়, তাহা প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হওয়াই সঙ্গত। তুমি যে প্রাণের প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনিই প্রাণাখ্যবৃত্তিবিশেষের প্রাণ এবং তাঁহার জন্যই প্রাণের প্রাণনসামর্থ্য সম্ভব হয় এবং আত্মার অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রাণন কার্য্য প্রাণনব্যাপার হইতে পারে না। শ্রুতিতেও কথিত আছে, “যদি আনন্দস্বরূপ এই আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা

হইলে কেই বা বাঁচিত, আর কেই বা প্রাণধারণ করিত" "তিনিই প্রাণকে ঊর্দ্ধগামী করান এবং অপান বায়ুকে অধোগামী করান ইত্যাদি। এখানেও কথিত হইতেছে যে, "যাঁহার দ্বারা প্রাণ প্রাণের কার্য্য করে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।" আবার প্রশ্ন হইতেছে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় প্রস্তাবে প্রাণশব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই গ্রহণ সঙ্গত কিনা? উত্তরে কথিত হইতেছে যে, ইহা সত্য। প্রাণ গ্রহণেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রহণ সাধিত হইয়াছে ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এই প্রকরণে এই অর্থই কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত করণসমূহ বা ইন্দ্রিয়বর্গ যাঁহার জন্য স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

সেইরূপ "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ "অর্থাৎ রূপপ্রকাশক চক্ষুর যে রূপগ্রহণসামর্থ্য তাহাও আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান জন্য সম্পন্ন হয়, সেকারণ তাঁহাকে চক্ষুর ও চক্ষু বলা হয়।"

প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাসিত বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছা হয়। সেজন্য শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদিস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া এইরূপ অর্থ করা হয়। "জ্ঞানের দ্বারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়।" "অমৃতা ভবন্তি" অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করা যায়, এই ফলশ্রুতির উল্লেখ থাকায় জ্ঞান ব্যতীত উক্ত অমৃতত্ব লাভ হয় না এই অর্থই সঙ্গত। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মভাব স্থাপন করিয়া সেই সমস্ত উপাধি সহযোগে সাধারণ লোক জন্মমরণাত্মক সংসার লাভ করে। সুতরাং যিনি শ্রোত্রাদিতে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া (অতিমুচ্য) শ্রোত্রাদির শ্রোত্ররূপে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিতে পারেন, তিনি ধীমান্। বিশিষ্টধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মভাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হন না। সেই সকল ধীমান্ ব্যক্তি ইহলোকে পুত্র, মিত্র, কলত্র ও বন্ধুবর্গে "আমি" "আমার" ইত্যাকার ভাব ও ব্যবহার ত্যাগ করতঃ সর্ব্বপ্রকার এষণা বা পুত্রে, বিত্তে ও স্বর্গলোকপ্রাপ্তিতে আসক্তি-বর্জ্জিত

হইয়া অমরণধর্ম্মশীল হয়েন। শ্রুতিতেও কথিত আছে' "কর্ম্মের দ্বারা সন্তানের দ্বারা বা ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না—একমাত্র সন্ন্যাস বা ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। "(পরমেশ্বর) ইন্দ্রিয়সমূহকে বর্হিম্মু´খ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন "অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছায় বাহ্যদৃষ্টিকে অন্তর্মু´খী করিয়াছিলেন।" "যখন সমস্ত (বাসনা) পরিত্যক্ত হয় এই অবস্থায় ব্রহ্ম লাভ হয়।"

অথবা "অতিমুচ্য" শব্দে এষণাত্যাগ এইরূপ অর্থ লাভ হওয়ায় অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য" ইহার অর্থ এই শরীর ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মরিয়া এরূপ অর্থ করা যায় ॥২॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥৩॥

অন্বয় :—তত্র (দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণের আত্মভূত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে) চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়) ন গচ্ছতি (বিষয় করিতে পারে না, কারণ সচ্চিৎ ব্রহ্মের সত্তায় ও চৈতন্যে দর্শনেন্দ্রিয় সত্তাবান্ ও চৈতন্যময় হইয়া রূপকে প্রকাশ করিয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তাও প্রকাশ নাই। ব্রহ্মই উহাদের আত্মা বা স্বরূপ। সুতরাং চক্ষু স্বীয় স্বরূপ রূপাদিবিহীন, চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। (সেইরূপ) বাক্ ন গচ্ছতি (বাক্যও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। (নো মনঃ) মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না। ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। চক্ষু স্বর্গাদিলোক দেখিতে পায় না, কিন্তু বাক্ তাহাকে বিষয় করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, মন তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই শঙ্কা দূর করিবার

জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারাই যখন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়মনের আত্মভূত বলিয়া তাহাদের অগোচর তখন) ন বিদ্মঃ (আমরা 'শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখি না, যাহা দ্বারা "ব্রহ্ম এই" এইরূপে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়া সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারি) ন বিজানীমঃ (আমরা শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ হইতে সেই পদ্ধতি বা উপায় জানি না যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিষ্যকে) যথা অনুশিষ্যাৎ (উপদেশ প্রদান করিতে পারি) ॥৩॥

অনুবাদ :—দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণের আত্মভূত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শনেন্দ্রিয় বিষয় করিতে পারে না ; কারণ সচ্চিৎ-সুখাত্মক ব্রহ্মের সত্তায় ও চৈতন্যে দর্শনেন্দ্রিয় সত্তাবান্ ও চৈতন্যময় হইয়া রূপকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। দেহেন্দ্রিয়-মন-প্রাণের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রকাশ নাই। ব্রহ্ম উহাদের আত্মা বা স্বরূপ। সুতরাং চক্ষু স্বীয় স্বরূপ রূপাদিবিহীন চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেইরূপ বাক্যও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। চক্ষু স্বর্গাদি লোক দেখিতে পায় না কিন্তু বাক্ তাহাকে বিষয় করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, হয়ত মন তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই শঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারাই যখন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিযমনের আত্মভূত বলিয়া তাহাদের অগোচর, তখন আমরা "শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন"

ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখি না যাহা দ্বারা "ব্রহ্ম এই" এইরূপে জাতি গুণ ক্রিয়া ও সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়া সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারি। আমরা শাস্ত্র বা আচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোনও পদ্ধতি বা উপায় জানি না যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিতে পারি ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদ্যাত্মভূতং ব্রহ্ম, অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি চক্ষুর্গচ্ছতি, স্বাত্মনি গমনাসম্ভবাৎ। তথা ন বাগ্ গচ্ছতি। বাচা হি শব্দ উচ্চার্য্যমাণোঽভিধেয়ং প্রকাশয়তি যদা, তদাঽভিধেয়ং প্রতি বাগ্ গচ্ছতীত্যুচ্যতে। তস্য চ শব্দস্য তন্নির্ব্বর্ত্তকস্য চ করণস্য আত্মা ব্রহ্ম, অতো ন বাগ্ গচ্ছতি। যথাঽগ্নির্দাহকঃ প্রকাশকশ্চাপি সন্ নহি আত্মানং প্রকাশয়তি দহতি চ, তদ্বৎ। নো মনঃ মনশ্চান্যস্য সঙ্কল্পয়িতৃ অধ্যবসায়িতৃ চ সৎ আত্মানং সঙ্কল্পয়তি অধ্যবসতি চ। তস্যাপি ব্রহ্ম আত্মেতি। ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনো বিজ্ঞানম্; তদগোচরত্বাৎ ন বিদ্মস্তদ্ব্রহ্ম—ঈদৃশমিতি; অতো ন বিজানীমঃ—যথা যেন প্রকারেণ এতদ্ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ উপদিশেৎ—শিষ্যায় ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্ধি করণগোচরং তদন্যস্মৈ উপদেষ্টুং শক্যং জাতিগুণক্রিয়াবিশেষণৈঃ। ন তজ্জাত্যাদিবিশেষণবদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদ্ বিষমং শিষ্যাননুপদেশেন প্রত্যায়য়িতুমিতি।

উপদেশে তদর্থগ্রহণে চ যত্নাতিশয়কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি, "ন বিদ্মঃ" ইত্যাদি। অত্যন্তমেবোপদেশপ্রকার-প্রত্যাখ্যানে প্রাপ্তে তদপবাদোঽয়-

মুচ্যতে,—সত্যমেবং প্রত্যক্ষাদিভিঃপ্রমাণৈর্ন পরঃ প্রত্যায়য়িতুং শক্যঃ ; আগমেন তু শক্যত এব প্রত্যায়য়িতুম্ ।৩।

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়দিগেরও ইন্দ্রিয়স্বরূপ সেই জন্য চক্ষু তাঁহার নাগাল পায় না কারণ ইন্দ্রিয়দিগের নিজের উপর নিজের কোনও কার্য্য হয় না। সেইরূপ বাক্‌ও তাঁহার নিকট যাইতে পারে না, কেন না, বাক্য যখন উচ্চারিত হইয়া কোনও পদার্থকে প্রকাশ করে, তখন বাক্, শব্দের মূখ্য অর্থের প্রতি গমন করে। ব্রহ্ম সেই শব্দ ও শব্দের করণ বা যন্ত্রের অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের নির্ব্বর্ত্তক বা আত্মভূত, সেই জন্য বাক্ তথায় যাইতে পারে না। অগ্নি যেমন দাহক ও প্রকাশক হইয়াও নিজেকে দগ্ধ ও প্রকাশিত করিতে পারে না তদ্রূপ শব্দও তাহার আত্মভূত ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। মনও তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে না। মন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্কল্প ও বিচারণা করিতে পারিলেও আত্মার বিষয়ে তাহা করিতে পারে না, কেন না ব্রহ্ম মনেরও আত্মা। ইন্দ্রিয়গণ ও মন দ্বারাই বস্তুর জ্ঞান হয় ; ব্রহ্ম যখন সেই ইন্দ্রিয়াদি ও মনের অগোচর তখন 'তিনি এই প্রকার' বলিয়া তাঁহাকে জানা বা নির্দ্দেশ করা যায় না (অর্থাৎ গরুকে যেমন শিং ধরিয়া 'এই গরু' বলিয়া দেখান যায়, ব্রহ্মকে এরূপ কোনও লক্ষণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ও মনের গোচর করা যায় না)। সেই জন্য আমরা (মহর্ষি উপনিষৎকার বলিতেছেন) জানিনা কিরূপে শিষ্যকে এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। যাহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষণ আছে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মের কিন্তু সেইরূপ জাতি ইত্যাদি কোনও বিশেষণ নাই। সেই

জন্য উপদেশ দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিষ্যের প্রত্যয় উৎপাদন করা সম্ভব নহে ।৩।

অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥৪॥

অন্বয় ঃ—তৎ (শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, ইত্যাদিরূপে উপদিষ্ট সেই ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (যাহা কিছু ব্যাকৃত তৎ সমস্ত কাহারও না কাহারও বুদ্ধি গোচর হইতে পারে অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপে ভাসমান নামরূপাত্মক সমগ্র স্থূল পদার্থ হইতে) অন্যৎ (পৃথক, অর্থাৎ বুদ্ধির অগোচর বলিয়া ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা বিদিত হইতে ভিন্ন) অথো (এবং) অবিদিতাৎ (নামরূপাত্মক ব্যাকৃতস্থূল জগতের কারণ অজ্ঞান, মায়া বা অব্যাকৃত হইতে) অধি (উপরে অর্থাৎ পৃথক্; ব্রহ্ম হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত, তিনি কার্য্যও নহেন কারণও নহেন) ইতি (ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই প্রকার উপদেশ) পূর্ব্বেষাং (পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্য-গণের নিকট হইতে) শুশ্রুমঃ (আমরা শুনিয়াছি) যে (যে শাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যগণ) নঃ (ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী আমাদিগকে) তৎ (বিদিত এবং অবিদিত হইতে পৃথক্ সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে) ব্যাচচক্ষিরে (বিশেষরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্যোপদেশ-পরম্পরায় এই ব্রহ্ম অবগত হইতে পারা যায়। কেবল তর্ক, শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রের অধ্যা-পনা, মেধা, প্রতিভা দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বিদিত এবং অবিদিত হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ হওয়ায় আত্মাই ব্রহ্ম ইহাই প্রতিপাদিত হইল। সর্ব্ববিশেষরহিত, চিন্মাত্রজ্যোতিঃ, সর্ব্বান্তর, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্ব কেবল আচার্য্য পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়। গুরুর নিকট হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি হয়, অন্যথা নহে) ॥৪॥

অনুবাদ :—"শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন" ইত্যাদি প্রকারে উপদিষ্ট সেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে ভাসমান ইন্দ্রিয়গোচর নামরূপাত্মক সমগ্র স্থূল পদার্থ বা বিদিত হইতে পৃথক্ এবং নামরূপাত্মক ব্যাকৃত স্থূল জগতের কারণ অজ্ঞান, মায়া বা অব্যাকৃত হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম কার্য্যও নহেন কারণও নহেন, তিনি হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত। যে শাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যগণ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী আমাদিগকে ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন আমরা সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের উপদেশ-পরম্পরা হইতে শুনিয়াছি যে ব্রহ্ম বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্। আত্মাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা। সর্ব্ববিশেষরহিত, চিন্মাত্রজ্যোতিঃ, সর্ব্বান্তর সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্ব কেবল তর্ক, শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রের অধ্যাপনা, মেধা বা প্রতিভা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। গুরুমুখ হইতেই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি ঘটে, অন্যথা নহে ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্

তদুপদেশার্থমাগমমাহ—অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। অন্যদেব পৃথগেব তৎ, যৎ প্রকৃতং শ্রোত্রাদীনাং শ্রোত্রাদীত্যুক্তমবিষয়শ্চ তেষাম্। তৎ বিদিতাৎ অন্যদেব হি ;—বিদিতং নাম যদ্বিদিক্রিয়য়া অতিশয়েনাপ্তং, তদ্বিদিক্রিয়া কর্ম্মভূতং ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্ বিদিতং স্যাদিতি সর্ব্বমেব ব্যাকৃতং তদ্ বিদিতমেব, তস্মাদন্যদেবেত্যর্থঃ। অবিদিতমজ্ঞাতং তর্হীতি প্রাপ্তে আহ, অথো অপি অবিদিতাৎ বিদিতবিপরীতাৎ অব্যাকৃতাৎ অবিদ্যালক্ষণাৎ ব্যাকৃতবীজাৎ ;—অধীতি উপর্য্যর্থে ; লক্ষণয়া অন্যদিত্যর্থঃ।

যদ্ধি যস্মাদধি উপরি ভবতি তৎ তস্মাদন্যদিতি প্রসিদ্ধম্ ; যদ্ বিদিতম্ তদল্পং মর্ত্ত্যং দুঃখাত্মকং চেতি হেয়ম্। তস্মাদ্, বিদিতাদন্যদ্

ব্রহ্মেত্যুক্তে তু অহেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। তথা অবিদিতাদধীত্যুক্তেঽনুপাদেয়ত্ব-মুক্তং স্যাৎ। কার্য্যার্থং হি কারণমন্যৎ অন্যেন উপাদীয়তে ; অতশ্চ ন বেদিতুরন্যস্মৈ প্রয়োজনায় অন্যদুপাদেয়ং ভবতীত্যেবং বিদিতা-বিদিতাভ্যামন্যদিতি হেয়োপাদেয়-প্রতিষেধেন স্বাত্মনঃ অন্যব্রহ্ম-বিষয়া জিজ্ঞাসা শিষ্যস্য নিবর্ত্তিতা স্যাৎ। ন হ্যন্যস্য স্বাত্মনো বিদিতাভ্যামন্যত্বং বস্তুনঃ সম্ভবতীত্যাত্মা ব্রহ্মেত্যেষ বাক্যার্থঃ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "য আত্মা অপহতপাপ্মা" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চ ইত্যেবং সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্ববিশেষরহিতস্য চিন্মাত্র-জ্যোতিষো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকস্য ব্যক্যার্থস্য আচার্য্যোপদেশ-পরম্পরয়া প্রাপ্তত্বমাহ—ইতি শুশ্রুমেত্যাদি। ব্রহ্ম চৈবমাচার্য্যোপদেশ-পরম্পরয়া এব অধিগন্তব্যং—ন তর্কতঃ, প্রবচনমেধাবহুশ্রুততপোযজ্ঞাদিভ্যশ্চ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং পূর্ব্বেষামাচার্য্যাণাং বচনম্। যে আচার্য্যা-নোঽস্মভ্যং তদ্ ব্রহ্ম ব্যাচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তো বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ; তেষামিত্যর্থঃ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করিতে ও তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে যে অতিশয় যত্ন করা কর্ত্তব্য তাহা "ন বিদ্মঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেখাইতেছেন। ব্রহ্মতত্ব কোন প্রকার উপদেশের দ্বারা বুঝাইবার অযোগ্য ইহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অপবাদ বা বিশেষ বিধি ইহাই কথিত হইতেছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পরব্রহ্ম প্রতীতিগম্য করান যায় না ইহা সত্য—কিন্তু আগম বা বেদ বাক্যদ্বারা তাহা প্রতীতি করান যাইতে পারে। সেই বিষয়ের উপদেশের জন্য আগম মন্ত্র "অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইহা নির্দ্দেশ করিতেছেন যে শ্রোত্রাদির শ্রোত্র স্বরূপ ব্রহ্ম

যাহা শ্রোত্রাদির অবিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে তিনি বিদিত হইতে অন্য বা পৃথক্। "বিদিত" অর্থাৎ যাহা বিদি ক্রিয়া বা জ্ঞান দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিদি ক্রিয়ার কর্ম্মভূত বস্তু কোন সময়ে কাহারও বিদিত হয়, অতএব সমস্ত ব্যাকৃত পদার্থ অর্থাৎ নামরূপসম্পন্ন স্থূল বস্তু-সমূহই 'বিদিত' বলিয়া বলা যাইতে পারে—তিনি সেই বিদিত হইতে অন্য বা পৃথক্। অবিদিত অর্থে অজ্ঞাত অর্থাৎ তিনি জ্ঞানের অতীত, বিদিতের বিপরীত, অবিদ্যালক্ষণাক্রান্ত ব্যাকৃত স্থূল জগতের বীজ স্বরূপ অব্যাকৃত হইতেও অধি অর্থাৎ উপরে বা পৃথক্ বা অন্য। যদি কোন বস্তু অন্য বস্তুর উপরে থাকে, তাহা হইলে উহা সেই বস্তু হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হয়।

যাহা বিদিত, তাহা অল্প, (পরিচ্ছিন্ন) মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল, দুঃখাত্মক, অতএব হেয় বা পরিত্যজ্য। ব্রহ্ম বিদিত হইতে অন্য বলায় ব্রহ্মের অহেয়ত্ব উক্ত হইল এবং অবিদিত হইতে ভিন্ন বলায় তাঁহার "অনুপাদেয়ত্ব" ও অপ্রাপ্যত্ব কথিত হইল। কোন কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একে অপর করণের বা সাধনের গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বেদিতা (জ্ঞাতা) বা চৈতন্যস্বরূপ বস্তু কখনই অন্য প্রয়োজনে অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না অর্থাৎ তিনি "পর প্রয়োজনের অধীন নহেন।" এইরূপে আত্মাকে বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন বলিয়া তাঁহার হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব প্রতিষেধ করিয়া শিষ্যের আত্মাতিরিক্ত ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবর্ত্তিত বা প্রত্যাখ্যাত হইল। আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইতে পারে না। অতএব উক্ত আত্মাই ব্রহ্ম ইহাই মন্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ। শ্রুতির "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (এই আত্মা ব্রহ্ম স্বরূপ) য আত্মা অপহতপাপ্মা (যিনি নিষ্পাপ আত্ম-স্বরূপ) "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" (যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম-স্বরূপ)" "য আত্মাসর্ব্বান্তরঃ (যে আত্মা সকলের অন্তরস্থিত) ইত্যাদি

শ্রুতিবাক্য হইতে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বপ্রকার বিশেষধর্ম্মরহিত, শুদ্ধচৈতন্য-জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তু প্রতিপাদিত হয় এবং ঐরূপ বাক্যার্থ এবং ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ যে আচার্য্যপরম্পরাক্রমে শিষ্যগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা "শুশ্রুম" এই পদের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মতত্ব এইরূপে আচার্য্যগণের উপদেশ-পরম্পরা হইতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কেবল তর্ক (শাস্ত্রনিরপেক্ষ বিচার), প্রবচন (শাস্ত্রব্যাখ্যা) মেধা (প্রতিভা), বহুশাস্ত্রপাঠ, তপস্যা বা যজ্ঞাদির দ্বারা উক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ আমাদের নিকট যে ব্রহ্মতত্ত্ব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা ব্রহ্মবিষয়ক উক্তরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥৪॥

ইন্দ্রিয়াদির বিষয়রূপে ব্রহ্মকে কথনই উপলব্ধি করা যায় না। ইহাই পুনরায় উপদিষ্ট হইতেছে—

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

অন্বয় :—যৎ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের কারণ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ সচ্চিৎ আনন্দঘন যে বস্তু) বাচা (বাক্য দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা) অনভ্যুদিতং (প্রকাশিত হন না অর্থাৎ বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) যেন (যে চৈতন্যস্বরূপ বস্তু দ্বারা অর্থাৎ যে চৈতন্যে) বাক্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ) অভ্যুদ্যতে (প্রকাশিত হয় অর্থাৎ চৈতন্যময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করে) তৎ এব (সেই সচ্চিৎ সুখাত্মক বস্তুকেই) ত্বং (তুমি) ব্রহ্ম বিদ্ধি (ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) যৎ ইদং (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, নামরূপ-উপাধিবিশিষ্ট জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-ভেদ-বিশিষ্ট করিয়া যাহাকে) উপাসতে (মনুষ্যগণ

৩

উপাসনা করে, বা ধ্যান করে) ইদং ন (বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই অনাত্ম বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন) ॥৫॥

অনুবাদ :—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের কারণ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ সচ্চিৎ আনন্দঘন যে বস্তু বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যে চৈতন্যস্বরূপবস্তু দ্বারা বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যে চৈতন্যে বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ চৈতন্যময় হইয়া বিষয়প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করে, সেই সচ্চিৎ-সুখাত্মক বস্তুকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। মনুষ্যগণ নামরূপ-উপাধিবিশিষ্ট, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়-ভেদ-বিশিষ্ট করিয়া যাহাকে উপাসনা বা ধ্যান করেন, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই অনাত্ম বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্

'অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি' ইত্যনেন বাক্যেন আত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতুরাশঙ্কা জাতা—তৎ কথং নু আত্মা ব্রহ্ম? আত্মা হি নাগাধিকৃতঃ কর্ম্মণ্যুপাসনে চ সংসারী কর্ম্মোপাসনং বা সাধনমনুষ্ঠায় ব্রহ্মাদিদেবান্ স্বর্গং বা প্রাপ্তুমিচ্ছতি; তৎ তস্মাদন্য উপাস্যো বিষ্ণুরীশ্বর ইন্দ্রশ্চ প্রাণো বা ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি; ন ত্বাত্মা লোক-প্রত্যয়বিরোধাৎ। যথা অন্যে তার্কিকা ঈশ্বরাদন্য আত্মা ইত্যাচক্ষতে; তথা কর্ম্মিণঃ "অমূং যজামূং যজ" ইতি অন্যা এব দেবতা উপাসতে। তস্মাদ্যুক্তং যদ্বিদিতমুপাস্যম্, তদ্ ব্রহ্ম ভবেৎ, ততোঽন্য উপাসক ইতি। তামেতামাশঙ্কাং শিষ্যলিঙ্গেন উপলক্ষ্য তদ্বাক্যাদ্বা আহ—মৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ যৎচৈতন্যমাত্রসত্তাকং বাচা—বাগিতি জিহ্বামূলাদিষু অষ্টসু স্থানেষু বিষক্তম্ আগ্নেয়ং বর্ণানাম্ অভিব্যঞ্জকং করণং, বর্ণাশ্চ অর্থসঙ্কেত-

পরিচ্ছিন্না এতাবন্ত এবংক্রমপ্রযুক্তা ইত্যেবং তদভিব্যঙ্গ্যঃ শব্দঃ পদং বাগিত্যুচ্যতে। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈষা স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভির্ব্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। মিতমমিতং স্বরঃ সত্যানৃতে এব বিকারো যস্যাঃ, তয়া বাচা পদত্বেন পরিচ্ছিন্নয়া করণগুণবত্যা অনভ্যুদিতম্ অপ্রকাশিতম্ অনভ্যুক্তম্; যেন ব্রহ্মণা বিবক্ষিতেঽর্থে সকরণা বাক্ অভ্যুদ্যতে—চৈতন্যজ্যোতিষা প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যেতৎ। "যদ্বাচো হ বাক্" ইত্যুক্তম্; "বদন্ বাক্" "যো বাচমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি চ বাজসনেয়কে। "যা বাক্ পুরুষেষু, সা ঘোষেষু প্রতিষ্ঠিতা, কশ্চিৎ তাং বেদ ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রশ্নমুৎপাদ্য প্রতিবচনমুক্তম্—"সা বাক্ যয়া স্বপ্নে ভাষতে" ইতি। সা হি বক্তুর্ব্বক্তির্নিত্যা বাক্ চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপা। "ন হি বক্তুর্ব্বক্তের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তদেব আত্মস্বরূপং ব্রহ্ম নিরতিশয়ং ভূমাখ্যং বৃহত্বাদ্ ব্রহ্মেতি বিদ্ধি বিজানীহি ত্বম্। যৈর্ব্বাগাদ্যুপাধিভিঃ "বাচো হ বাক্" "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্, মনসো মনঃ" "কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যেবমাদয়ঃ সংব্যবহারা অসংব্যবহার্য্যে নির্ব্বিশেষে পরে সাম্যে ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে, তান্ ব্যুদস্য আত্মানমেব নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম বিদ্ধীতি এব শব্দার্থঃ। নেদং ব্রহ্ম, যদিদং ইত্যুপাধিভেদবিশিষ্টম্ অনাত্মেশ্বরাদি উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তদেব ব্রহ্ম, ত্বং বিদ্ধীত্যুক্তেঽপি নেদং ব্রহ্ম ইতি অনাত্মনোঽব্রহ্মত্বং পুনরুচ্যতে নিয়মার্থমন্যব্রহ্মবুদ্ধিপরিসংখ্যানার্থং বা ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ

'তিনি বিদিত (স্থূল) ও অবিদিত (সূক্ষ্ম) হইতে পৃথক্' এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু ইহা প্রতিপাদিত হইলে পর

শ্রোতার এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক হইবে কি প্রকারে ? আত্মাই নাম দ্বারা বিশেষিত হইয়া কর্ম্ম ও উপাসনায় অধিকারী ও সংসারী হইয়া কর্ম্ম বা উপাসনারূপ সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাদি-দেবত্ব বা স্বর্গাদি ভোগস্থান পাইতে ইচ্ছুক হয় ; এইরূপ লোকব্যবহার হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহা (অর্থাৎ উপাসক) হইতে পৃথক্ বিষ্ণু, ঈশ্বর, ইন্দ্র বা প্রাণই উপাস্য ব্রহ্ম হইতে পারেন কিন্তু আত্মা তাহা হইতে পারেন না। যেমন তার্কিকেরা বলিয়া থাকেন, আত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, সেইরূপ মীমাংসকরা 'অমুক দেবতার আরাধনা কর', 'অমুক দেবতার আরাধনা কর' এইরূপ উপদেশ দিয়া উপাসক হইতে পৃথক্ দেবতার উপাসনা করিতে বলেন। অতএব যাহা বিদিত (অর্থাৎ যাহা জানিতে প্রয়াস করিতে হয় না, যাহা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিষয়ীভূত) তাহাই উপাস্য এবং তাহাই ব্রহ্ম, আর উপাসক তাহা হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ তার্কিক ও মীমাংসকদের মতে ব্রহ্ম উপাসকের স্বরূপ নহেন বা তাঁহা হইতে অভিন্ন নহেন)। শিষ্যের মুখের ভাব বা বাক্য বা লক্ষণান্তর হইতে এইরূপ সংশয় বা আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া গুরুস্থানীয় শ্রুতি শিষ্যকে অভয়দান করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না। যাহা অবাঙ্‌মনসোগোচর, চৈতন্যস্বরূপ তাহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ বা বর্ণনা করা যায় না। উরঃ, কণ্ঠঃ, শিরঃ, তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ ও নাসিকা দেহের এই অষ্ট স্থানে সংসক্ত, অগ্নিদেবতা-প্রভাবিত, বর্ণসকলের অভিব্যঞ্জক ইন্দ্রিয় এবং তৎশব্দিত বর্ণগুলিকে 'বাক্' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায়। এই বর্ণ অর্থে ও অর্থবোধসঙ্কেতে পরিমিত এবং ক্রমান্বিত ও সংখ্যাযুক্ত এবংতদ্রূপ ব্যঞ্জনা-যুক্ত শব্দময় পদ বা বাক্ বুঝায়। শ্রুতি বলেন, অকারই সমস্ত বাক্যের মূল, তাহাই স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উষ্মবর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে। মিত (নিয়ত, যেমন পদ্যে ব্যবহৃত ঋক্ প্রভৃতি), অমিত (অনিয়ত পাদ, যেমন যজুঃ প্রভৃতি),

স্বর (গীতাত্মক যেমন সাম) সত্য (প্রত্যক্ষ) অনৃত (অসত্য বাক্) এই সকল যাহার বিকার, বাগিন্দ্রিয়, যাহার যন্ত্র এবং এই যন্ত্র ও বাক্ যে ব্রহ্মের দ্বারা ঈপ্সিত অর্থে প্রযুক্ত হয়, চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত, প্রযোজিত হয়, সেই ব্রহ্মকে সেই বাক্ প্রকাশ করিতে পারে না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত হইয়াছে "যিনি বাকেরও বাক্স্বরূপ", যিনি "বলেন বলিয়া বাক্" যিনি অন্তরে থাকিয়া বাক্‌কে সংযমন করেন ইত্যাদি। পুরুষাত্মক যে বাক্ তাহা ঘোষেও (বর্ণেও) প্রতিষ্ঠিত, 'কোন্ ব্রাহ্মণ তাহাকে জানেন ?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে, 'তাহাই বাক্ যাহা স্বপ্নাবস্থায়ও কথিত হয়'। সেই বক্তার বচনই (অভিব্যক্তিই) নিত্যা চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপা বাক্। 'বক্তার ব্যক্তির কথনও বিলোপ হয় না' শ্রুতি বলেন। অতএব তুমি জানিও যে, তিনিই আত্মস্বরূপ, তারতম্যহীন, ভূমা বৃহত্ত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্ম। সর্ব্বলোক-ব্যবহারের অবিষয় নির্ব্বিশেষ, পরাৎপর, বৈষম্যহীন ব্রহ্মে বাগাদি উপাধিসমূহ দ্বারা "তিনি বাকের বাক্', 'চক্ষুর চক্ষু', 'কর্ণের কর্ণ', 'মনের মন', 'কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা 'বিজ্ঞান ও আনন্দ' প্রভৃতি ব্যবহার আরোপিত হইয়া থাকে সেই সমস্ত উপাধি বা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকেই (নিজেকেই) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ইহাই 'তদেব'র 'এব' শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে। উপাধিভেদবিশিষ্ট অনাত্ম ঈশ্বরাদির যে উপাসনা করা যায় তাঁহারা ব্রহ্ম নহেন। তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে এই কথা বলিবার পরও যে ইহা ব্রহ্ম নয় এই নিষেধসূচক বাক্য বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অনাত্মবস্তুর অব্রহ্মত্ব আবার নির্দ্দেশ করিতেছেন, অথবা আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থান্তরে ব্রহ্মবুদ্ধি-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে এই পুনরুক্তি ॥৫॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬॥

অন্বয় :—যৎ (যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে) মনসা (মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ দ্বারা) ন মনুতে (কেহই জানিতে পারে না) যেন (যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা) মনঃ মতং (অন্তঃকরণ বিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ যে চৈতন্যজ্যোতিঃতে অন্তঃকরণ চৈতন্যময় হইয়া স্বীয় বিষয়সমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়) আহুঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন) তদেব (মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের প্রকাশক সেই চৈতন্যজ্যোতিঃকেই) ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যদিদমুপাসতে (লোকে যাহাকে মনোবুদ্ধ্যাদির জ্ঞেয়রূপে উপাসনা করে, সেই মনোবুদ্ধ্যাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অনাত্ম বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন) ॥৬॥

অনুবাদ :—যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ দ্বারা কেহই জানিতে পারে না, যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা অন্তঃকরণ বিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যে চৈতন্যজ্যোতিঃতে অন্তঃকরণ চৈতন্যময় হইয়া স্বীয় বিষয়সমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের প্রকাশক সেই চৈতন্যজ্যোতিঃকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। মনুষ্যগণ যাহাকে মনোবুদ্ধ্যাদির জ্ঞেয়রূপে উপাসনা করে, মনোবুদ্ধ্যাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সেই অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যন্মনসা ন মনুতে। মন ইত্যন্তঃকরণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে। মনুতে অনেনেতি মনঃ সর্ব্বকরণসাধারণম্ সর্ব্ববিষয়ব্যাপকত্বাৎ ; "কামঃ

সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব” ইতি শ্রুতেঃ। কামাদিবৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা যচ্চৈতন্যজ্যোতির্ম্মনসোঽবভাসকং ন মনুতে—ন সঙ্কল্পয়তি, নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ, মনসোঽবভাসকত্বেন নিয়ন্তৃত্বাৎ। সর্ব্ববিষয়ং প্রতি প্রত্যগেবেতি স্বাত্মনি ন প্রবর্ত্ততেঽন্তঃকরণম্। অন্তঃস্থেন হি চৈতন্য-জ্যোতিষা অবভাসিতস্য মনসো মননসামর্থ্যম্; তেন সবৃত্তিকং মনো যেন ব্রহ্মণা মতং বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তমাহুঃ কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তস্মাৎ তদেব মনস আত্মানং প্রত্যক্চেতয়িতারং ব্রহ্ম বিদ্ধিনেদমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ

মন অর্থ অন্তঃকরণ; বুদ্ধি ও মনকে এক করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহার দ্বারা মনন বা চিন্তা করা যায়, তাহাকে মন বলা যায়। উক্ত মনঃ-শব্দ সমস্ত করণবাচক, সেজন্য ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও বোধক। সমস্ত বিষয় ব্যাপিয়া থাকার জন্য কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি (অসহিষ্ণুতা), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি), ভী (ভয়) এই সমস্তই শ্রুতি মন বা মনের বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মন কামনাদিবৃত্তিবিশিষ্ট, সেজন্য যে চৈতন্যজ্যোতিঃ মনের অবভাসক বা প্রকাশক, সেই চৈতন্যজ্যোতিঃকে লোকে মন দ্বারা মনন করিতে পারে না, সঙ্কল্প করিতে পারে না বা নিশ্চিতরূপে ধারণা করিতে পারে না; কারণ, সেই চৈতন্যজ্যোতিঃ মনের প্রকাশক বা মনের নিয়ন্তা বা পরিচালক। উক্ত ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে আত্মরূপে পরিব্যাপ্ত থাকায়, অন্তঃকরণ স্বস্বরূপ আত্মাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে না। অভ্যন্তরস্থ চৈতন্য-জ্যোতিঃ দ্বারা অবভাসিত বা প্রকাশিত হইলেই মনের মননশক্তি উৎপন্ন হয়। সেইহেতু ব্রহ্মবিৎ

ব্যক্তিগণ মনকে ব্রহ্ম দ্বারা মত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত ও ব্যাপ্ত (আয়ত্ত) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেজন্য মনেরও চৈতন্যসম্পাদক সেই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। কিন্তু যাহাকে "ইদং" বলিয়া উপাসনা করা হয় তাহা ব্রহ্ম নহে ॥৬॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৭॥

অন্বয় ঃ—যৎ (যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকে) চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) ন পশ্যতি (লোকে দেখিতে পায় না) যেন (যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা) চক্ষূংষি (চক্ষুসমূহকে) পশ্যতি (লোকে অবলোকন করে) তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি (তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যদিদমুপাসতে (লোকে যাঁহাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে নামরূপ-উপাধিবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সেই অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন) ॥৭॥

অনুবাদ ঃ—যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকে চক্ষুদ্বারা লোকে দেখিতে পায় না, যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা লোকে চক্ষুসমূহকে দর্শন করে, কিংবা "চক্ষূংষি" এই বহুবচনান্ত পদটি আর্ষ, উহা একবচন হইবে, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় যে চৈতন্যজ্যোতিঃতে চৈতন্যময় হইয়া রূপ গ্রহণ করে, তুমি সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকাশক চৈতন্যজ্যোতিঃকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে যাহাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে নামরূপ-উপাধিবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সেই অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি ন বিষয়ীকরোতি অন্তঃকরণবৃত্তি-সংযুক্তেন লোকঃ,

যেন চক্ষূংষি অন্তঃকরণবৃত্তি-ভেদ-ভিন্নাঃ চক্ষুর্বৃত্তীঃ পশ্যতি চৈতন্যাত্ম-জ্যোতিষা বিষয়ী করোতি ব্যাপ্নোতি। তদেবেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ

লোকে চক্ষুদ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পায় না বা যিনি অন্তঃকরণ-বৃত্তিসংযুক্ত চক্ষুর বিষয়ীভূত হন না, বিভিন্ন অন্তঃকরণবৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুসকল যাঁহার সাহায্যে দর্শন করে অর্থাৎ চৈতন্যজ্যোতির সাহায্যে চক্ষুর বিষয়ীভূত করে বা অনুভব করে, পরাংশ পূর্ব্ববৎ ॥৭॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৮॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে) শ্রোত্রেণ (শব্দোপলব্ধির অসাধারণ সাধন শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা) ন শৃণোতি (শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে লোকে জানিতে পারে না) যেন (যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা) ইদং শ্রোত্রং শ্রুতং (শ্রবণেন্দ্রিয় চৈতন্যময় হইয়া শব্দ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়) তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি (সেই আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যৎ ইদং উপাসতে (লোকে যাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন) ॥৮॥

অনুবাদঃ—যে চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃকে শব্দোপলব্ধির অসাধারণ সাধন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে কেহ জানিতে পারে না, যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় চৈতন্যময় হইয়া শব্দপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে

যাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি দিগ্দেবতাধিষ্ঠিতেন আকাশকার্য্যেণ মনোবৃত্তিসংযুক্তেন ন বিষয়ীকরোতি লোকঃ, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ; যৎ প্রসিদ্ধং চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা বিষয়ীকৃতম্ ; তদেবেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ

লোকে দিগ-দেবতাধিষ্ঠিত আকাশজাত ও মনোবৃত্তিসমন্বিত শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারে না অর্থাৎ যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনায়ত্ত অথচ যে প্রসিদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয় আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃর সাহায্যে শ্রুত বা শ্রবণের বিষয় হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অপরাংশ পূর্ব্বের মত ।৮॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৯॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয় :—যৎ (যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকে) প্রাণেন (প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ দ্বারা) ন প্রাণিতি (কেহই পোষণ করিতে পারে না, কিংবা নাসারন্ধ্রে অবস্থিত প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে গন্ধবৎ বিষয় করিতে পারে না) যেন (যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কিংবা ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রণীয়তে (স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়) তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি (তাহাকেই

তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যদিদমুপাসতে (লোকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক, নামরূপ-উপাধিবিশিষ্ট, সাবয়ব অনাত্মবস্তুরূপে যাহাকে উপাসনা করে, সেই অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :—যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ দ্বারা কেহই পোষণ করিতে পারে না কিংবা নাসারন্ধ্রে অবস্থিত ঘ্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে গন্ধবৎ বিষয় করিতে পারে না, যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কিংবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়, সেই চৈতন্যজ্যোতিঃ-কেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক, নামরূপ-উপাধি-বিশিষ্ট, সাবয়ব অনাত্মবস্তুরূপে যাহাকে উপাসনা করে, প্রাণপরিচ্ছিন্ন সেই অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ প্রাণেন ঘ্রাণেন পার্থিবেন নাসিকাপুটান্তরবস্থিতেন অন্তঃকরণ-প্রাণবৃত্তিভ্যাং সহিতেন যৎ ন প্রাণিতি গন্ধবৎ ন বিষয়ীকরোতি ; যেন চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যত্বেন স্ববিষয়ং প্রতি প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেবেত্যাদি সর্ব্বং সমানম্ ॥৯॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ পাদকৃতৌ কেনোপনিষৎপদভাস্যে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ

নাসারন্ধ্রচারী প্রাকৃত অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাত্মক প্রাণবৃত্তি সংযুক্ত হইয়াও যাহাকে গন্ধবৎ অনুভব করিতে পারে না, পরন্তু প্রাণ যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃদ্বারা অবভাসিত বা উজ্জ্বল হইয়া স্ববিষয়ে নিয়োজিত হয়— পরাংশ পূর্ব্ববৎ ॥৯॥

সমালোচনা—"জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের প্রেরক কে?" শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন—একমাত্র চৈতন্যজ্যোতিঃই উহাদের প্রেরক। এই চৈতন্যজ্যোতিঃ বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্ বলিয়া, ইহাই আত্মা। এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণের বিষয় হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ, মন ও প্রাণ, পরিচ্ছিন্ন এবং জড়, আর চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। যে চৈতন্যে চৈতন্যময় হইয়া দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করে,সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে উহারা কি প্রকারে প্রকাশ করিবে, ব্যাপিবে বা বিষয় করিবে? অগ্নি-প্রতপ্ত লৌহ-গোলক যেরূপ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না সেইরূপ আত্মচৈতন্যে চৈতন্যময় দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না।

গুরুর উক্ত প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্যের মনে সংশয় উপস্থিত হইল—আত্মা বা আমি কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারি? আত্মা সংসারী, কর্ম্ম ও উপাসনায় অধিকারী এবং কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্ম-লোকাদি পাইতে অভিলাষী, সুতরাং সে কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারে? আত্মা বা আমি ব্রহ্ম ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যয়বিরুদ্ধ। আত্মা বা আমি হইতেছি কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, সুখী, দুঃখী জন্মমরণশীল; সুতরাং আমি কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারি? আত্মবিষয়ক এই সংশয় দূর করিতে হইলে 'আমি স্বরূপতঃ কে, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমার যত কিছু জ্ঞান, আমার নিখিল জগৎ সে সমস্তই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অন্তর্গত। জাগ্রৎ অবস্থায় আমি নিজেকে স্থূলদেহ বলিয়া মনে করি এবং স্থূলদেহের ধর্ম্মসমূহ বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধত্ব, কৃশ, স্থূল, ব্যাধি, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ ইত্যাদি স্থূল দেহের ধর্ম্মসমূহই নিজেতে আরোপ করিয়া নিজেকে

বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ধনী নির্ধন, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি মনে করিয়া থাকি। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ শয্যার উপর পড়িয়া থাকে, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল বিষয়ক স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হয়, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ অবস্থার জগতের ন্যায় আর একটি জগৎ আমার সম্মুখে ভাসিতে থাকে, আমিও নিজেকে আর একটি দেহ বলিয়া মনে করি এবং জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় দেহের ধর্ম্ম নিজেতে আরোপ করিয়া সেই সেই ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করি। স্বপ্নাবস্থায় আমি সূক্ষ্মদেহ হই এবং মনঃকল্পিত স্বপ্নকালীন জগতের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া সুখী দুঃখী হইয়া থাকি। স্বপ্নাবস্থায় বাসনা বা সংস্কারপূর্ণ জড় মন চৈতন্যজ্যোতিঃতে চৈতন্যময় হইয়া বাসনানুরূপ স্বপ্নকালীন জগৎ রচনা করিয়া থাকে। আবার যখন সুষুপ্তি অবস্থা আসে, তখন জাগ্রৎকালীন এবং স্বপ্নকালীন জগৎ তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় মন সব চুপ করে; সেই সুষুপ্ত অবস্থার স্মরণ আমার জাগ্রত অবস্থায় হইয়া থাকে। আমার স্মরণ হয় যে, এতক্ষণ আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। অনুভূত বিষয়ের জ্ঞানকে স্মৃতিজ্ঞান বলে, আর অনুভূত হওয়ার মানে জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া। সুষুপ্ত অবস্থার যখন আমার স্মরণ হয়, তখন সুষুপ্ত অবস্থাও জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুষুপ্ত-অবস্থাকালীন সুখ ও অজ্ঞানের স্মৃতি হওয়ায়, সুখ ও অজ্ঞান জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুষুপ্ত-অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ অজ্ঞানে লীন হইয়া যাওয়ায়, চৈতন্যময় অজ্ঞানের সুখাকারে পরিণামরূপ বৃত্তিদ্বারা আমি সুখানুভব করিয়াছি। সুষুপ্ত অবস্থার স্মৃতি যখন আমারই স্মৃতি তখন উহা আমারই জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ কখন থাকে, কখন থাকে না; কিন্তু আমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকি। আমি অনুভব করিয়া থাকি—যে আমি জাগিয়া আছি, সেই আমিই

স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম এবং সেই আমিই সুষুপ্ত ছিলাম। আমার এই সাতত্যের, নিত্যত্বের, স্বপ্রকাশত্বের কখন বিপরিলোপ হয় নাই। আমার দুইরূপ ; একটি হইতেছে জাগ্রত অবস্থা বা স্থূলদেহবিশিষ্ট আমি। স্বপ্নাবস্থা বা সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট আমি, সুষুপ্তাবস্থা বা কারণদেহবিশিষ্ট আমি। আমার আর একটি রূপ হইতেছে নিত্য, অব্যভিচারী, অবিকারী আমি, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের প্রকাশক নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-স্বরূপ আমি। এই যে অনন্ত আমি, নিত্য অবিকারী আমি, আদিহীন, সর্ব্ব অধিষ্ঠান, সদামুক্ত, সদাস্থায়ী, অণু হইতে অণু আমি, বড় হইতে অতীব মহান্, সর্ব্বভূত মাঝে আমি, অন্তরে বাহিরে আমি, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাত্মা মহান্, দেশকাল বিশ্বসহ আমার সত্ত্বায় স্থিত সদা মোর প্রকাশে ভাস্বান্। এই আমি দেশকালবস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া বৃহৎ বা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই হইতেছে আমার প্রকৃত স্বরূপ, ইহাই প্রকৃত আমি। আমার স্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞান হইতেই যত অনর্থ উৎপন্ন হইয়া আমাকে অজ্ঞানের কার্য্য দেহত্রয়-বিশিষ্ট করিয়া যেন পরিচ্ছিন্ন পদার্থের ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবরূপ অজ্ঞান চৈতন্যস্বরূপ আমার সত্ত্বায় আমার চৈতন্যে প্রকাশিত হইয়া সত্তা ও প্রকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই অজ্ঞান আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই বিষয় করিতেছে, ব্যাপিতেছে। আমার স্বরূপ-বিষয়ক এই অজ্ঞান আমার স্বরূপবিষয়ক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হইতে পারে। সেই-জন্য উপাধি-ভেদ-বিশিষ্ট অনাত্মা ঈশ্বরাদি হইতে শিষ্যের মনকে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্মাত্মচৈতন্যে আরূঢ় করিবার জন্য আত্মা হইতে ভিন্ন সোপাধিক ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির অব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিলেন॥

ইতি কেনোপনিষদে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

কেনোপনিষৎ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

"জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির প্রকাশক, দেহত্রয়রূপ উপাধিরহিত, তুমি নিত্য, অবিকারী, হেয়োপাদেয়-বিলক্ষণ, বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম"। গুরু কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট শিষ্যের মনে পাছে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহ-বিশিষ্ট 'আমি'তে ব্রহ্মবুদ্ধি হয় সেই জন্য শিষ্যের মন হইতে সংশয়, অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাদি দোষ দূর করিবার জন্য গুরু এক্ষণে শিষ্যকে বলিতেছেন—

যদি মন্যসে সুবেদেতি, দভ্রমেবাপি নূনং
ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে,
মন্যে বিদিতম্ ॥১॥

অন্বয় :—যদি মনস্যে (হে শিষ্য, যদি তুমি মনে কর) সুবেদ ইতি (আমি উত্তমরূপে দেশকালবস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, স্বপ্রকাশ, নিত্য, অবিকারী, চৈতন্য-মাত্র-স্বরূপ, ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদির বিষয়রূপে, ঘট-পটাদির ন্যায় জ্ঞেয়রূপে জানিয়াছি) অপি (তাহা হইলে) ত্বং (তুমি) ব্রহ্মণঃ রূপম্ (সর্ব্ববিধ ভেদরহিত, অখণ্ডৈকরস, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ স্বপ্রকাশ, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ) নূনং (নিশ্চয়ই) দভ্রং এব

(অল্পই) বেত্থ (জানিয়াছ) অস্য (ব্রহ্মের) যৎ ত্বং (যে অধ্যাত্মরূপ অর্থাৎ দেহত্রয়রূপ উপাধিবিশিষ্ট তোমার এই পরিচ্ছিন্ন বেদিতৃরূপ যাহা তুমি উত্তমরূপে জানিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ উহাই যে কেবল অল্প তাহা নহে, পরন্তু) যৎ অস্য দেবেষু (দেবতাদিগের মধ্যে অধিদৈবত-উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে রূপ তুমি জানিয়াছ তাহাও অল্পই জানিয়াছ ; কারণ ব্যষ্টিসমষ্টিরূপে কি অধ্যাত্ম, কি অধিভূত, কি অধিদৈবত-উপাধি-পরিচ্ছিন্ন যে রূপ তাহা স্বরূপ নহে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং ব্রহ্ম : সেই নিরস্ত-সর্ব্বোপাধিবিশেষ, নিত্য, ভূমা, সচ্চিৎ-সুখাত্মক ব্রহ্ম সুবেদ্য নহে) অথ নু (অতএব) তে (তোমাকর্ত্তৃক) মীমাংস্যং এব (ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয়ই বিচারণীয়)। মন্যে (গুরুকর্ত্তৃক উত্তমরূপে উপদিষ্ট হইয়া সমাহিত চিত্তে একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক নিশ্চিত করিবার পর সেই নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্ম-বস্তুকে মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া গুরু-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন আমি মনে করি) বিদিতম্ (ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি) ॥১॥

অনুবাদ—হে শিষ্য, যদি মনে কর তুমি উত্তমরূপে দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নিত্য, অবিকারি, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদির বিষয়-রূপে জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি সর্ব্ববিধভেদরহিত, অখণ্ডৈকরস, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ স্বপ্রকাশ, চৈতন্যমাত্রব্রহ্মেরস্বরূপ নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছ। ব্রহ্মের যেঅধ্যাত্মরূপ অর্থাৎ তোমার এই দেহত্রয়রূপ উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বেদিতৃরূপ যাহা উত্তমরূপে জানিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ উহাই যে কেবল অল্প তাহা নহে, পরন্তু দেবতাদিগের মধ্যেঅধিদৈবত উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে রূপ তুমি জানিয়াছ ; তাহাও নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছ ; কারণ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে অভিব্যক্ত কি অধ্যাত্ম, কি অধিভূত, কি

অধিদৈব উপাধি-পরিচ্ছিন্ন যে রূপ তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। ব্রহ্ম হইতে-ছেন সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রপেঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং ব্রহ্ম। সেই নিরস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষ, নিত্য, ভূমা, সচ্চিৎসুখাত্মক ব্রহ্ম সুবেদ্য নহেন। অতএব তোমাকর্ত্তৃক ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয়ই বিচারণীয়। গুরুকর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া শিষ্য সমাহিত-চিত্তে একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট বেদবাক্যের তাৎপর্য্য যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক নিশ্চিত করিবার পশ্চাৎ সেই নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মবস্তুকে মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া গুরুসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন—আমি মনে করি ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং হেয়োপাদেয়-বিপরীতঃ ত্বম্ আত্মা ব্রহ্মেতি প্রত্যায়িতঃ শিষ্যঃ 'অহমেব ব্রহ্ম' ইতি সুষ্ঠু বেদ, 'অহং' ইতি মা গৃহ্ণীয়াদিত্যাশঙ্ক্য আচার্য্যঃ শিষ্যবুদ্ধিবিচালনার্থং যদীত্যাহ। ননু ইষ্টৈব সুবেদাহমিতি নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ। সত্যম্, ইষ্টা নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ ; ন হি সুবেদাহমিতি। যদ্ধি বদ্যং বস্তু বিষয়ীভবতি, তৎ সুষ্ঠু বেদিতুং শক্যম্, দাহ্যমিব দগ্ধুম্ অগ্নের্দ্দগ্ধুঃ, নতু অগ্নেঃ স্বরূপমেব। সর্ব্বস্য হি বেদিতুঃ আত্মা ব্রহ্মেতি সর্ব্ববেদান্তানাং সুনিশ্চিতোঽর্থঃ। ইহ চ তদেব প্রতিপাদিতং প্রশ্ন-প্রতিবচনোক্ত্যা "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদ্যয়া। "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" ইতি চ বিশেষতোঽবধারিতম্। ব্রহ্মবিৎসম্প্রদায়নিশ্চয়শ্চোক্তঃ—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো, অবিদিতাদধি" ইতি ; উপন্যস্তম্ উপসংহরিষ্যতি চ "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইতি। তস্মাদ্ যুক্তমেব শিষ্যস্য সুবেদেতি বুদ্ধিং নিরাকর্ত্তুম্। ন হি বেদিতা বেদিতুর্ব্বেদিতুং

শক্যঃ অগ্নির্দগ্ধু রিব দগ্ধুমগ্নেঃ। ন চান্যো বেদিতা ব্রহ্মণোঽস্তি, যস্য বেদ্যমন্যৎ স্যাদ্ ব্রহ্ম। "নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ" ইত্যন্যো বিজ্ঞাতা প্রতিষিধ্যতে। তস্মাৎ সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তির্মিথ্যৈব। তস্মাদ্‌ যুক্তমেবাহ অচার্য্যো যদীত্যাদি। যদি কদাচিৎ মন্যসে—সুবেদেতি—সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি। কদাচিদ্ যথাশ্রুতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মপি ক্ষীণদোষঃ সুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিন্নেতি সাশঙ্কমাহ যদীত্যাদি। দৃষ্টং চ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইত্যুক্তে প্রাজাপত্যঃ পণ্ডিতোঽপি অসুররাড্‌বিরোচনঃ স্বভাবদোষবশাৎ অনুপপদ্যমানমপি বিপরীতমর্থং শরীরমাত্মেতি প্রতিপন্নঃ। তথেন্দ্রো দেবরাট্ সকৃৎদ্বিস্ত্রিরুক্তং চাপ্রতিপদ্যমানঃ স্বভাবদোষক্ষয়মপেক্ষ্য চতুর্থে পর্য্যায়ে প্রথমোক্তমেব ব্রহ্ম প্রতিপন্নবান্। লোকেঽপি একস্মাদ্‌গুরোঃ শৃণ্বতাং কশ্চিদ্ যথাবৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিদযথাবৎ, কশ্চিদ্ বিপরীতং কশ্চিৎ ন প্রতিপদ্যতে, কিমু বক্তব্যমতীন্দ্রিয়মাত্মতত্ত্বম্॥

অত্র হি বিপ্রতিপন্নাঃ সদসদ্‌বাদিনস্তার্কিকাঃ সর্ব্বে। তস্মাদবিদিতং ব্রহ্মেতি সুনিশ্চিতোক্তমপি বিষমপ্রতিপত্তিত্বাদ্ যদি মন্যস ইত্যাদি সাশঙ্কং বচনং যুক্তমেবাহ আচার্য্যস্য॥

দভ্রম্ অল্পমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ জানীষে ব্রহ্মণো রূপম্। কিমনেকানি ব্রহ্মণো রূপাণি মহান্ত্যর্ভকাণি চ? যেনাহ দভ্রমেবেত্যাদি? বাঢ়ম্। অনেকানি হি নামরূপোপাধিকৃতানি ব্রহ্মণো রূপাণি, ন স্বতঃ। স্বতস্তু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ" ইতি শব্দাদিভিঃ সহ রূপাণি প্রতিষিধ্যন্তে। নন্থ যেনৈব ধর্ম্মেণ যৎ রূপ্যতে, তদেব তস্য স্বরূপম্, ইতি ব্রহ্মণোঽপি যেন বিশেষেণ নিরূপণম্, তদেব তস্য স্বরূপং স্যাৎ, অত উচ্যতে, চৈতন্যম্, পৃথিব্যাদীনামন্যতমস্য সর্ব্বেষাং বিপরিণতানাং বা ধর্ম্মো ন ভবতি। তথা শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণস্য চ ধর্ম্মো ন ভবতীতি। ব্রহ্মণো রূপমিতি, ব্রহ্ম রূপ্যতে চৈতন্যেন। তথা চোক্তম্—"বিজ্ঞানমানন্দং

ব্রহ্ম” “বিজ্ঞানঘন এব” “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”, ইতি চ ব্রহ্মণো রূপং নির্দ্দিষ্টং শ্রুতিষু। সত্যমেবম্, তথাপি তদন্তঃকরণ-দেহেন্দ্রিয়োপাধিদ্বারেণৈব বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্নির্দ্দিশ্যতে তদনুকারিত্বাদ্দেহাদি-বৃদ্ধি-সঙ্কোচচ্ছেদাদিষু নাশেষু চ, ন স্বতঃ। স্বতস্তু—“অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজাতাম্” ইতি স্থিতং ভবিষ্যতি। যদস্য ব্রহ্মণো রূপমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ন কেবলমধ্যাত্মোপাধিপরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং ত্বম্ অল্পং বেত্থ যদপ্যধিদৈবতোপাধিপরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং দেবেষু বেত্থ ত্বম্, তদপি নূনং দভ্রমেব বেত্থ ইতি মন্যেঽহম্। যদধ্যাত্মম্, যদধিদৈবম্ তদপি চ দেবেষূপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ দভ্রত্বাৎ ন নিবর্ত্ততে। যত্তু বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধি-বিশেষং শান্তমনন্তমেকমদ্বৈতং ভূমাখ্যং নিত্যং ব্রহ্ম, ন তৎ সুবেদ্যমিত্যভি-প্রায়ঃ। যত এবম্, অথ নু—তস্মাৎ মন্যে অদ্যাপি মীমাংস্যং বিচার্য্যমেব তে তব ব্রহ্ম। এবমাচার্য্যোক্তঃ শিষ্য একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তমাচার্য্যেণ আগমমর্থতো বিচার্য্য, তর্কতশ্চ নির্দ্ধার্য্য, স্বানুভবং কৃত্বা, আচার্য্যসকাশমুপগম্যোবাচ—মন্যেঽহমথেদানীং বিদিতং ব্রহ্মেতি ॥১০॥১

ভাষ্যানুবাদ

“ত্যাগের যোগ্য এবং গ্রহণের যোগ্য, এই উভয়বিধ ভাবরহিত অর্থাৎ হেয়োপাদেয়-বিলক্ষণ আত্মা ব্রহ্ম তুমি।” এইরূপে গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শিষ্য বলিলেন—“আমিই যে ব্রহ্ম তাহা আমি উত্তমরূপে জানিয়াছি।” গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ শিষ্যের মনে পাছে দেহ-বিশিষ্ট-আমিতে অর্থাৎ অহঙ্কারে ব্রহ্ম-বুদ্ধি হয় সেইজন্য শিষ্যের মন হইতে আত্মবিষয়ক সংশয়াদি দোষ দূর করিবার জন্য আচার্য্য “যদি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উপদেশ করিতেছেন। আচ্ছা, “আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি” এই প্রকার সংশয়-রহিত ব্রহ্ম-জ্ঞান ত সকলেরই অভিপ্রেত ;

সুতরাং ব্রহ্মাত্মৈক্য বিষয়ে শিষ্যের উক্ত প্রকার বুদ্ধিকে বিচলিত করিবার আচার্য্যের কি প্রয়োজন আছে ? সংশয়-রহিত সুনিশ্চিত জ্ঞান সকলেরই অভিপ্রেত ; ইহা সত্য বটে কিন্তু "অহং সুবেদ"— "আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি", ব্রহ্মবিষয়ক শিষ্যের এই সুনিশ্চিত জ্ঞান, নিশ্চিত অনুভব নহে ; কারণ দাহকারী অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করে, কিন্তু নিজেকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি জ্ঞাতা তিনি সেই বস্তুকেই উত্তমরূপে জানিতে সমর্থ হন যে বস্তু তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের ইহাই সুনিশ্চিত অর্থ যে সব জ্ঞাতারই অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞাতার আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ। এই উপনিষদেও "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রশ্নোত্তরছলে উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং "যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না"—যিনি বাক্যের অগোচর অর্থাৎ অবিষয় ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে উহাই পুনরায় বিশেষভাবে অবধারিত হইয়াছে। "ব্রহ্ম বিদিত এবং অবিদিত হইতে পৃথক্" ইত্যাদি মন্ত্রে, ব্রহ্মবিদ্ সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম-বিষয়ক নিশ্চয় কথিত হইয়াছে। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"—"ব্রহ্মাত্মজ্ঞ পুরুষের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, এবং অজ্ঞ পুরুষের নিকট ব্রহ্ম বিশেষরূপে জ্ঞাত" ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে প্রস্তাবিত ব্রহ্মজ্ঞানের উপসংহার করা হইবে। সেইজন্য "আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি"—শিষ্যের এপ্রকার বুদ্ধি অপনয়ন করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অগ্নি যেরূপ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না সেইরূপ জ্ঞাতাও স্বীয় স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-স্বরূপ ব্রহ্মকে কখনই জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারে না।—(ব্রহ্মকে শুধু আত্মরূপেই অনুভব করিতে পারেন ; ব্রহ্মকে জ্ঞেয়রূপে অনুভব করিলে ব্রহ্ম দৃশ্য এবং জড় হইয়া যান।) ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন অন্য কোন বেদিতা বা বিজ্ঞাতা নাই, যাহার বেদ্য ব্রহ্ম হইতে পারেন। "নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ"--"ব্রহ্ম হইতে অন্য কোন বিজ্ঞাতা নাই"—শ্রুতির

এই বাক্যেও ব্রহ্মাতিরিক্ত বেদিতা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং "আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি" শিষ্যের ব্রহ্মবিষয়ক এইরূপ জ্ঞান নিশ্চয়ই মিথ্যা জ্ঞান। অতএব "যদি মন্যসে সুবেদ ইতি" "যদি তুমি মনে কর ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছ", শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের এই প্রকার উক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। শাস্ত্রার্থাবধারণসমর্থ কোন কোন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মেধাবী ব্যক্তিও কোন দুর্বিজ্ঞেয় বিষয় যথারীতি শ্রবণ করিয়াও কখন কখন উহা বুঝিতে সমর্থ হন, কখন কখন আবার উহা বুঝিতে পারেন না; সেই জন্য আচার্য্যের "যদি মন্যসে সুবেদ", 'যদি তুমি মনে কর ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছ' এই বাক্যস্থিত সংশয়-সূচক 'যদি' এই পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। মেধাবী পুরুষও যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয় শ্রবণ করিয়াও কখন কখন বুঝিতে পারেন না তাহা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়; যথা—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন "এই যে চক্ষুমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা, এই অক্ষি-পুরুষই অমৃত, অভয়, ইহাই ব্রহ্ম।" প্রজাপতি-পুত্র, অসুররাজ বিরোচন পণ্ডিত হইলেও স্বীয় রাজসিক স্বভাবসিদ্ধ দোষ-হেতু প্রজাপতির উক্ত উপদেশ বুঝিতে পারেন নাই বরং উহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বীয় শরীরকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। অপরপক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতি কর্তৃক একবার, দুইবার, তিনবার উপদিষ্ট হইয়াও প্রজাপতির উপদেশ সম্যক্-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, যতক্ষণ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দোষসমূহ বিদূরিত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া চতুর্থবারে প্রজাপতি কর্তৃক প্রথমবারে উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্বের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লোকেও ইহা দেখা যায় যে একই গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ উপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন, কেহ যথাযথ অবগত হইতে পারেন না, কেহ বা উপদেশের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কেহ বা উপদেশের

তাৎপর্য্য আদৌ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। সাধারণ লৌকিক বিষয়ে যখন এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তখন অলৌকিক অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে যে হইবে সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে ?

এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সদসদ্‌বাদী তার্কিকগণ সকলেই বিভ্রান্ত হইয়া থাকেন। কেহ বলেন আত্মা সৎ এবং পরলোকগামী, কেহ বলেন আত্মা অসৎ এবং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে বিরুদ্ধমতাবলম্বী তার্কিকগণ আত্মবিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন। এই হেতু 'ব্রহ্ম অবিদিত' ইহা সুনিশ্চিতরূপে উক্ত হইলেও ঐরূপ উক্তির যথার্থ অর্থগ্রহণবিষয়ে প্রতিবন্ধ থাকা হেতু উহার বিপরীত অর্থ গ্রহণও সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া আচার্য্যের "যদি মনে কর" এইরূপ সংশয়সূচক বচন সঙ্গত হইয়াছে।

তুমি ব্রহ্মের যে রূপটি অবগত আছ তাহা নিশ্চয়ই দভ্র অর্থাৎ অল্প। ব্রহ্মের কি তাহা হইলে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বহু রূপ আছে ? তাহা না হইলে 'তুমি ব্রহ্মের যে রূপটি জান তাহা অল্প' এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি ? তুমি ঠিকই বলিয়াছ ব্রহ্মের নাম-রূপ-উপাধিকৃত বহু রূপ আছে, কিন্তু সেই সকল নাম-রূপ-বিশিষ্ট রূপ তাঁহার স্বাভাবিক রূপ নহে। তিনি স্বরূপতঃ "শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত, তিনি নির্ব্বিকার, অব্যয়-স্বরূপ এবং নিত্য।" শ্রুতির "অশব্দমস্পর্শম্‌" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শব্দ-স্পর্শাদির সহিত ব্রহ্মের রূপসমূহও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, যে ধর্ম্ম বা বিশেষণ বিশেষ দ্বারা যে বস্তু নিরূপিত হয় তাহাই তাহার স্বরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং যে বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন তাহাই তাঁহার স্বরূপ হইবে না কেন ? সেই বিশেষ ধর্ম্মটি হইতেছে চৈতন্য। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এবং উহাদের বিকারের মধ্যে কোন একটী ধর্ম্মও চৈতন্য নহে এবং শ্রবণেন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণের ধর্ম্মও চৈতন্য নহে ; উহা ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম,

ব্রহ্ম চৈতন্য দ্বারাই নিরূপিত বা রূপায়িত হইয়া থাকেন। একমাত্র চৈতন্যই ব্রহ্মের ধর্ম্ম। শ্রুতিসমূহেও "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "বিজ্ঞানঘন এব", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ, "ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যস্বরূপ" "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ", "ব্রহ্ম প্রজ্ঞান" এই সমুদয় বাক্যে চৈতন্যই যে ব্রহ্মের স্বরূপ তাহা নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইবেন না কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, হাঁ, একথা সত্য বটে; তথাপি প্রকৃত অর্থ এই যে, অন্তঃকরণ, দেহ এবং ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি-বশতঃই বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হয়। দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ উপাধির বৃদ্ধি, সঙ্কোচ, ছেদ ও বিনাশ প্রভৃতি অবস্থার অনুকরণ করা হেতু অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্ম্মসমূহ আপনাতে অর্পণ করিয়া আত্মা নিজেকে সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; এই হেতু উক্ত উপাধি দ্বারাই তাঁহাকে বিজ্ঞানাদি শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—বস্তুতঃ উহা তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি স্বরূপতঃ "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত এবং অজ্ঞদিগের নিকট তিনি বিজ্ঞাত"। শ্রুতির এই বাক্যেই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপিত হইবে।"যদস্য" শ্রুতির এই বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ এই ব্রহ্মের যাহা রূপ, যাহা তুমি দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধ্যাদি অধ্যাত্ম-উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-রূপে জানিয়াছ তাহাই যে কেবল অল্প তাহা নহে, পরন্তু অধিদৈবতরূপ-উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-দেবতাদিগের মধ্যেও ব্রহ্মের যে রূপ তুমি অবগত আছ তাহাও নিশ্চয় অল্প। কি অধ্যাত্ম, কি অধিদৈব উভয় প্রকার রূপই, উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বলিয়া দভ্রত্ব বা অল্পত্বরূপ দোষ হইতে বিনির্ম্মুক্ত নহে; তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, শান্ত, অনন্ত, এক, অদ্বৈত, ভূমা এবং নিত্য। এই ব্রহ্মকে উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় না। যেহেতু ব্রহ্ম এইরূপ দুর্ব্বিজ্ঞেয়,

সেইহেতু আমি মনে করি তোমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ এখনও মীমাংসনীয় অর্থাৎ বিচারযোগ্য রহিয়া গিয়াছে ; সুতরাং এখনও তুমি উত্তমরূপে বিচার করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ অবগত হও। আচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া শিষ্য নির্জ্জনে উপবেশনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে আচার্য্যের উপদেশ অর্থতঃ যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক উপদেশের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া এবং সেই নিশ্চিত অর্থ সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন—"আমি মনে করি, ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি" ॥১॥

শিষ্য এক্ষণে গুরুসমীপে স্বীয় ব্রহ্মানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন —

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্ বেদ তদ্ বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥২॥

অন্বয় :—অহং (আমি) সুবেদ (ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি) ইতি (এইরূপ) ন মন্যে (মনে করি না) ন বেদ ইতি নো (আমি যে ব্রহ্মকে একেবারেই জানি না এরূপও নহে) বেদ চ (আমি ব্রহ্মকে জানি, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মকে জ্ঞেয়রূপে জানি না, কিন্তু আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি আচার্য্য ও শাস্ত্রৈকগম্য, দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য, সচ্চিৎসুখাত্মক ব্রহ্ম আমিই। আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ প্রত্যয়কে অর্থাৎ চৈতন্য-সহিত বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তি-জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করি। ঘট পটাদি যতকিছু পদার্থ আছে তাহাদিগকে বুদ্ধির বিষয় করিয়া জানি। তাহারা জ্ঞেয় এবং আমি জ্ঞাতা ; কিন্তু 'অহমস্মি' 'আমি আছি' এই যে 'আমি'র জ্ঞান, এই জ্ঞানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভাব নাই, এই জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট জ্ঞান নয়। সেই জন্য আপনাকে

প্রথমে বলিয়াছিলাম যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি না অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির দৃশ্যরূপে, জ্ঞেয়রূপে, বিষয়রূপে জানি না ; কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বৃত্তিশূন্যভাবে, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদিভেদশূন্য ব্রহ্মই যে আত্মতত্ত্ব তাহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি আমিই ব্রহ্ম ; সেইজন্য বলিয়াছি ব্রহ্মকে যে আমি একেবারেই জানি না তাহা নহে, কারণ আমি এক্ষণে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে আত্মরূপে উপলব্ধি করিতেছি) নঃ (আপনার শিষ্য আমাদের মধ্যে) যঃ (আমা ব্যতীত যে কেহ) তৎ (মদুক্ত ঐ বচন অর্থাৎ 'উত্তমরূপে জানি না এবং জানি' এই বাক্য) বেদ (তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন তিনি) তৎ (সেই ব্রহ্মকে অর্থাৎ 'শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন' ইত্যাদিরূপে যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব) বেদ (জানিতে পারেন) নো ন বেদেতি বেদ চ (ব্রহ্মকে যে জানি না তাহা নহে এবং ব্রহ্মকে যে জানি তাহাও নহে। 'ব্রহ্ম বিদিত ও অবিদিত হইতে অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের বীজ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ' এই যে উপদেশ আপনি করিয়াছিলেন তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আপনার নিকট 'নো ন বেদেতি বেদ চ' এইবাক্যে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।) ॥২॥

অনুবাদ :—আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি এইরূপ মনে করি না। আমি যে ব্রহ্মকে একেবারেই জানি না এরূপও নহে। আমি ব্রহ্মকে জানি। জ্ঞেয়রূপে আমি ব্রহ্মকে জানি না বটে কিন্তু আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে, আচার্য্য ও শাস্ত্রৈকগম্য, দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সর্ব্ববিধভেদরহিত ব্রহ্ম আমিই। আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ প্রত্যয়কে অর্থাৎ চৈতন্য-সহিত বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিজ্ঞানকেই 'জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করি যেমন ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি। এই জ্ঞান জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদবিশিষ্ট হইয়া নামরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হয়। ঘটপটাদি যত-কিছু পদার্থ আছে তাহাদিগকে আমরা

বুদ্ধির বিষয়রূপে জানিয়া থাকি, তাহারা জ্ঞেয় এবং আমি জ্ঞাতা। কিন্তু 'অহম্ অস্মি' 'আমি আছি' এই যে 'আমি'র জ্ঞান, এই জ্ঞানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব নাই, এই জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট জ্ঞান নয়, নামরূপবিশিষ্ট জ্ঞান নয়। সেই জন্য আমি আপনাকে প্রথমে বলিয়াছিলাম যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞেয়রূপে, দৃশ্যরূপে জানি না। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বৃত্তিশূন্যভাবে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদ-শূন্য ব্রহ্মই যে আত্মতত্ত্ব তাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমিই ব্রহ্ম; সেইজন্য আপনাকে বলিয়াছি ব্রহ্মকে যে আমি একেবারেই জানি না তাহা নহে, কারণ আমি এক্ষণে ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি। আপনার শিষ্য আমাদের মধ্যে আমি ব্যতীত যে কেহ মদুক্ত ঐ বচন অর্থাৎ 'উত্তমরূপে জানি না এবং জানি' এই বাক্য তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন তিনি সেই ব্রহ্মকে অর্থাৎ 'শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন' ইত্যাদিরূপে যে আত্মতত্ত্ব আপনি, উপদেশ করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। ব্রহ্ম বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের বীজ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বলিয়া আপনি যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আপনার নিকট 'নো ন বেদেতি বেদ চ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে যে জানি না তাহা নহে এবং তাঁহাকে যে জানি তাহাও নহে' এই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্

কথমিতি? শৃণুত; নাহং মন্যে সু বেদেতি, নৈবাহং মন্যে সুবেদ ব্রহ্মেতি। নৈব তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্ম? ইত্যুক্তে আহ—নো ন বেদেতি বেদ চ। বেদ চেতি 'চ' শব্দাৎ ন বেদ চ।

নন্থ বিপ্রতিবিদ্ধং,—নাহং মন্যে স্থ বেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদি ন মন্যসে—স্থ বেদেতি, কথং মন্যসে বেদ চেতি? অথ মন্যসে—বেদৈবেতি, কথং ন মন্যসে—স্থবেদেতি? একং বস্তু যেন জ্ঞায়তে, তেনৈব তদেব বস্তু ন স্থবিজ্ঞায়ত—ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ বর্জ্জয়িত্বা। ন চ ব্রহ্ম সংশয়িতত্বেন জ্ঞেয়ম্, বিপরীতত্বেন বেতি নিয়ন্তুং শক্যম্। সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ হি সর্ব্বত্রানর্থকরত্বেনৈব প্রসিদ্ধৌ।

এবমাচার্য্যেণ বিচাল্যমানোঽপি শিষ্যো ন বিচচাল। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যাচার্য্যোক্তাগন-সম্প্রদায়বলাৎ উপপত্ত্যনুভববলাচ্চ, জগর্জ্জ চ—ব্রহ্মবিদ্যায়াং দৃঢ়নিশ্চয়তাং দর্শয়ন্নাত্মনঃ। কথমিতি? উচ্যতে,—যো যঃ কশ্চিৎ নোঽস্মাকং সব্রহ্মচারিণাং মধ্যে তৎ—মদুক্তং বচনং তত্ত্বতো বেদ, সঃ তদ্ ব্রহ্ম বেদ। কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যত আহ,—নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদেব "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যুক্তম্, তদেব বস্তু অনুমানানুভবাভ্যাং সংযোজ্য নিশ্চিতং বাক্যান্তরেণ 'নো ন বেদেতি বেদ চ' ইত্যবোচদাচার্য্য-বুদ্ধিসংবাদার্থম্, মন্দবুদ্ধিগ্রহণব্যপোহার্থঞ্চ। তথা চ গর্জ্জিতমুপপন্নং ভবতি, 'যো নস্তদ্বেদ' ইতি ॥১০॥২॥

ভাষ্যানুবাদ

শিষ্য যখন গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আমি মনে করি ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি', তখন গুরু শিষ্যকে বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানিয়াছ?" শিষ্য তখন গুরুকে বলিতে লাগিলেন—'আমি ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমি নিশ্চয়ই মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি।' শিষ্যের উক্ত

প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া গুরু বলিলেন, "তাহা হইলে কি তুমি ব্রহ্মকে জানিতেই পার নাই?" গুরুর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন শ্রবণে শিষ্য বলিলেন "আমি যে ব্রহ্মকে আদৌ বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে। 'বেদ চ' শ্রুতির এই বাক্যস্থিত 'চ' শব্দ হইতে 'ন বেদ চ' অর্থাৎ 'আমি জানি না' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।"

গুরু বলিলেন—"আমি ব্রহ্মকে যে উত্তমরূপে জানিয়াছি ইহা আমি মনে করি না এবং ব্রহ্মকে যে একেবারেই জানি না, তাহা নহে, ব্রহ্মকে আমি জানি" তোমার এই প্রকার উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে কি? যদি তুমি মনে কর 'ব্রহ্মকে আমি জানি' তাহা হইলে "ব্রহ্মকে আমি উত্তমরূপে জানিয়াছি" ইহা কেন মনে কর না? একটি বস্তু যদি কাহারও দ্বারা জ্ঞাত হয় তাহা হইলে সেই বস্তুটি আবার সেই ব্যক্তি দ্বারাই উত্তমরূপে জ্ঞাত নহে এইরূপ উক্তি সেই বস্তুবিষয়ক বিপরীত জ্ঞান এবং সংশয়জ্ঞান ব্যতীত যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। আবার ব্রহ্মকে সংশয়িতভাবে কিংবা বিপরীতভাবে জানিতে হইবে এরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে না। সংশয় এবং বিপরীত জ্ঞান সর্ব্বত্র অনর্থকর বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে।

আচার্য্য কর্ত্তৃক উক্তরূপে উদ্বেলিত হইয়াও শিষ্য স্বীয় ব্রহ্মবিষয়ক দৃঢ়নিশ্চয় হইতে বিচলিত হইলেন না; "ব্রহ্ম বিদিত হইতে পৃথক্ এবং অবিদিত হইতেও ভিন্ন' গুরুশিষ্যপরম্পরাগত আচার্য্যের উক্তপ্রকার সাম্প্রদায়িক উপদেশানুসারে এবং যুক্তি ও ব্রহ্মবিষয়ক স্বীয় উপলব্ধি অনুসারে শিষ্যের ব্রহ্মসম্বন্ধে যে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিল তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য দৃঢ়স্বরে অবিচলিতভাবে ব্রহ্মবিদ্যায় স্বীয় দৃঢ়নিশ্চয়তা প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন—শিষ্য কিপ্রকারে বলিয়াছিলেন? উহা কথিত হইতেছে। শিষ্য বলিলেন, 'আমার সহিত যে সব ব্রহ্মচারী আপনার নিকট বেদাধ্যয়ন করেন তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ মদুক্ত বচন যথাযথ অবগত হইতে পারেন তিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন। সেই বচন কিপ্রকার

তাহাই কথিত হইতেছে। 'নো ন বেদেতি বেদ চ' এই বাক্যে অর্থাৎ 'আমি যে ব্রহ্মকে জানি না তাহা নহে আমি ব্রহ্মকে জানি' এই বাক্যেই ব্রহ্মবিষয়ক আমার অনুভব কথিত হইয়াছে।

"অন্যদেব তদবিদিতাদথো অবিদিতাদধি" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বিদিত হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত হইতে পৃথক্। আচার্য্যের এই বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত যে ব্রহ্ম-বস্তু সেই ব্রহ্ম-বস্তুকে অনুমান এবং উপলব্ধি দ্বারা নিশ্চিত করিয়া "নো ন বেদেতি বেদ চ" ইত্যাদি বাক্যান্তরে শিষ্য প্রকাশ করিলেন এবং মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আচার্য্যোক্ত ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে অসমর্থ তাহাও প্রদর্শন করিলেন। অতএব "যো নস্তদ্বেদ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম বিষয়ক যে দৃঢ়নিশ্চয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥২॥

গুরুশিষ্য-সংবাদরূপ আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া, উক্ত গুরুশিষ্য-সংবাদ দ্বারা নিশ্চিত অর্থ এক্ষণে শ্রুতি নিজেই উপদেশ করিতেছেন—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—যস্য (যে ব্রহ্মবিদের) অমতং (ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত) তস্য (তাঁহার) মতং (ব্রহ্ম বিজ্ঞাত। স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়া, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান, প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন ইত্যাদি ত্রিপুটি-অবগাহী জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পদার্থসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, প্রমাতৃ-প্রমেয় ইত্যাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া হয়। আমি, রাম, শ্যাম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ঈশ্বরকে দেখিতেছি, আমার এই যে দর্শন, এই যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, এই জ্ঞানে

আমি হইতেছি জ্ঞাতা, প্রমাতা, দ্রষ্টা ; আর আমা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরাদি হইতেছেন দৃশ্য, প্রমেয়, জ্ঞেয়। ব্রহ্ম যদি দৃশ্য হন, প্রমেয় হন, জ্ঞেয় হন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞান-ভাস্যত্ব হেতু পরিচ্ছিন্ন, বিকারী, অনিত্য, অচেতন হইয়া পড়েন। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে জ্ঞেয়রূপে, দৃশ্যরূপে, প্রমেয়রূপে জানেন না, তাঁহারা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য এক অখণ্ড চৈতন্য-মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন বলিয়া, তাঁহাদের সেই অপরোক্ষানুভূতি ত্রিপুটিভেদবিশিষ্ট হয় না। শ্রুতি সেই জন্য বলিতেছেন যে, যাঁহার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্ম দৃশ্যরূপে, জ্ঞানের বিষয়রূপে, অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপে প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে কখনই জ্ঞাত হন না, সেই অভেদদর্শীর নিকট ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞাত হন অর্থাৎ সেই সম্যক্‌দর্শী ব্রহ্মবিদ্ 'ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য, এক অখণ্ড চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মই আমি' এই প্রকারে ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন) যস্য (যে অবিবেকী পুরুষের) মতং (এইরূপ নিশ্চয় যে, ব্রহ্ম দৃশ্যরূপে, জ্ঞেয়রূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে জ্ঞাত হন) সঃ ন বেদ (সেই অবিবেকী পুরুষ প্রমাতৃ-প্রমেয়াদি ত্রিবিধভেদরহিত ব্রহ্মকে সম্যক জানিতে পারেন না) বিজানতাং (বিবিধ প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়াদি ভেদজ্ঞান বিশিষ্ট অবিবেকী ব্যক্তিদিগের (নিকট) অবিজ্ঞাতং (ব্রহ্ম অবিদিত থাকিয়া যান) অবিজানতাং (প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়াদি ভেদজ্ঞান-রহিত, অভেদদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকটেই) বিজ্ঞাতং (ব্রহ্ম সম্যক্‌রূপে বিদিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সেই সম্যক্‌দর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন) ॥৩॥

অনুবাদ :—যে ব্রহ্মবিদের নিকট ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে অবিজ্ঞাত, তাঁহার নিকটেই ব্রহ্ম বিশেষরূপে বিদিত হন। স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ক্রিয়া, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান, প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন ইত্যাদি ত্রিপুটি-অবগাহী-জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়া

থাকে। কোন পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, প্রমাতৃ-প্রমেয় ইত্যাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া হয়। 'আমি রাম, শ্যাম, ঈশ্বরকে দেখিতেছি', আমার এই যে দর্শন, এই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই জ্ঞানে আমি হইতেছি জ্ঞাত, প্রমাতা, দ্রষ্টা এবং আমা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরাদি হইতেছেন দৃশ্য, প্রমেয়, জ্ঞেয়। ব্রহ্ম যদি দৃশ্য হন, প্রমেয় হন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞান-ভাস্যত্বহেতু পরিচ্ছিন্ন, বিকারী, অনিত্য ও জড় হইয়া পড়েন; সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে দৃশ্যরূপে, প্রমেয়রূপে, জ্ঞেয়রূপে জানেন না; তাঁহারা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য, এক, অখণ্ড, চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন বলিয়া তাঁহাদের সেই অপরোক্ষানুভূতি ত্রিপুটিভেদবিশিষ্ট হয় না। শ্রুতি সেই জন্য বলিতেছেন যে, যাঁহার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপে, প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে কখনই জ্ঞাত হন না, সেই অভেদদর্শীর নিকট ব্রহ্ম সম্যক্‌জ্ঞাত অর্থাৎ সেই সম্যক্‌দর্শী ব্রহ্মবিৎ 'ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য এক অখণ্ড চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার আত্মরূপে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। কিন্তু যে অবিবেকী পুরুষের এইরূপ নিশ্চয় যে, ব্রহ্ম দৃশ্যরূপে. জ্ঞেয়রূপে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে জ্ঞাত হন, সেই অবিবেকী পুরুষ প্রমাতৃপ্রমেয়াদি ত্রিবিধ ভেদরহিত ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিতে পারেন না; যেহেতু বিবিধ প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়াদিভেদ-জ্ঞান-বিশিষ্ট অবিবেকী ব্যক্তিদিগের নিকট ব্রহ্ম অবিদিত থাকিয়া যান; কিন্তু প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণাদি ভেদজ্ঞানরহিত ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকটেই ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সম্যক্‌দর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্

শিষ্যাচার্য্যসংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্য স্বেন রূপেণ শ্রুতিঃ সমস্তসংবাদ-

নির্বৃত্তমর্থমেব বোধয়তি—যস্যামতমিত্যাদিনা। যস্য ব্রহ্মবিদঃ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ অবিদিতং ব্রহ্মেতি মতম্—অভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়ঃ তস্য মতং জ্ঞাতং সম্যগ্‌ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্য পুনঃ মতং জ্ঞাতং—বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, ন বেদৈব সঃ ন ব্রহ্ম বিজানাতি সঃ। বিদ্বদবিদুষোঃ যথোক্তৌ পক্ষৌ অবধারয়তি,—অবিজ্ঞাতং বিজানতামিতি; অবিজ্ঞাতম্ অমতম্ অবিদিতমেব ব্রহ্ম বিজানতাং সম্যগ্‌ বিদিতবতামিত্যেতৎ। বিজ্ঞাতং বিদিতং ব্রহ্ম অবিজানতাম্ অসম্যগ্‌দর্শিনাম্ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষ্বেব আত্মদর্শিনা-মিত্যর্থঃ; নতু অত্যন্তমেব অব্যুৎপন্নবুদ্ধীনাম্। ন হি তেষাং 'বিজ্ঞাতমস্মাভির্ব্রহ্মেতি মতির্ভবতি। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিষু আত্ম-দর্শিনাং তু ব্রহ্মোপাধিবিবেকানুপলম্ভাৎ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধেশ্চ বিজ্ঞাতত্বাৎ বিদিতং ব্রহ্মেত্যুপপদ্যতে ভ্রান্তিরিতি, অতোঽসম্যগ্‌দর্শনং পূর্ব্বপক্ষত্বেন উপন্যস্যতে—বিজ্ঞাতমবিজানতামিতি। অথবা হেত্বর্থ উত্তরার্দ্ধোঽবিজ্ঞাত-মিত্যাদিঃ॥১২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ

গুরু-শিষ্যসংবাদ অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, শ্রুতি স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত শিষ্যাচার্য্য-সংবাদে উপদিষ্ট তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। "ব্রহ্ম অবিদিত" ইহাই যে ব্রহ্মবিদের নিশ্চয় সেই ব্রহ্মবিদেরই দ্বারা ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন; ইহাই হইতেছে শ্রুতির অভিপ্রায়। পক্ষান্তরে "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" ইহাই যাহার নিশ্চয় হইয়াছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে জানে না অর্থাৎ সে ব্রহ্ম-তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিতে পারে নাই। এক্ষণে বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ এই যে দুইটী পক্ষ কথিত হইল, সেই দুইটী পক্ষ, শ্রুতি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং" শ্রুতির এই বাক্যে উহাই নিশ্চিত হইতেছে। যাঁহারা বলেন "ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানিয়াছি তাঁহাদের নিকট

ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অবিদিত থাকিয়া যান। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিতে আত্মাভিমানী অসম্যক্‌দর্শী ব্যক্তিগণেরই নিকট ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়া থাকে; কিন্তু অত্যন্ত মূঢ়মতি অব্যুৎপন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট নহে, কারণ তাহারা ব্রহ্মবিষয়িণী চিন্তাই করে না, সুতরাং "আমরা ব্রহ্মকে জানিয়াছি" এইরূপ বুদ্ধিও তাহাদের হয়না, পরন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ব্রহ্মের উপাধিসমূহে আত্মাভিমান করেন তাঁহারা উপাধি-বিমুক্ত ব্রহ্মের প্রকৃত নিরূপাধিক স্বরূপ জানিতে না পারায় বুদ্ধি প্রভৃতি ব্রহ্মের উপাধি বিজ্ঞাত হইয়াই সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া মনে করেন এবং সেইহেতু বলিয়া থাকেন "আমরা ব্রহ্মকে জানিয়াছি", কিন্তু তাঁহাদের এই জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। সেইজন্য অসম্যক্ দর্শনের উল্লেখের পূর্ব্বে "বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্"—এই বাক্যে সম্যক্ দর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে "যস্যামতং" ইত্যাদি বাক্যে যে বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাই "অবিজ্ঞাতং" ইত্যাদি উত্তরার্দ্ধ হেতুরূপে উপন্যস্ত করিয়া সমর্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥৩॥

ব্রহ্মকে মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে, বেদ্যরূপে যখন জানা যায় না, তখন সেই অবেদ্য ব্রহ্মকে যে প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তাহাই এক্ষণে উপদিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম 'বিজ্ঞাতং অবিজানতাং' অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন না তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানেন। ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে মনুষ্য সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদিতে যখন কিছুই জানিতে পারে না, তখন সুযুপ্তি ও মূর্চ্ছাদিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যাইত। পাছে কেহ এইরূপ মনে করেন সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতেবীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দেতেঽমৃতম্ ॥৪॥

অন্বয় :—প্রতিবোধবিদিতম্ (প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞানে ব্রহ্ম বিদিত হন। বিষয়াকারে বুদ্ধিরপরিণামসমূহ জড় হইলেও অগ্নিতপ্ত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়া হেতু জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; এই হেতু বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ বৌদ্ধপ্রত্যয়গুলিকেও আমরা 'বোধ' শব্দে অভিহিত করি। চৈতন্য এক ও অখণ্ড; এই চৈতন্যই সমস্ত বৌদ্ধ প্রত্যয়ের প্রকাশক। সুতরাং 'প্রতিবোধবিদিতং' মানে প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীরূপে অবগত ব্রহ্ম) মতং (প্রত্যগাত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন) অমৃতত্বং (এই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হইতে অমরত্ব অর্থাৎ মোক্ষ) বিন্দতে (প্রাপ্ত হয়) আত্মনা (স্বীয় ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান দ্বারাই) বিন্দতে বীর্য্যং (স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানকে বিনাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করে) বিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা) অমৃতং (নিত্য মোক্ষ পদ বা স্বরূপস্থিতি) বিন্দতে (লাভ করে) ॥৪॥

অনুবাদ :—প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞানে ব্রহ্ম বিদিত হন। বিষয়াকারে বুদ্ধির পরিণামসমূহ জড় হইলেও অগ্নি-তপ্ত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়া হেতু জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; এইজন্য বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ বৌদ্ধ-প্রত্যয়গুলিকেও আমরা 'বোধ' শব্দে অভিহিত করি। চৈতন্য এক ও অখণ্ড; এই চৈতন্যই সমস্ত বৌদ্ধ প্রত্যয়ের প্রকাশক। সুতরাং 'প্রতিবোধ বিদিতং' মানে প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানে বিবেক বৈরাগ্যবান্ জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু সাধক কর্তৃক প্রত্যেক বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষীরূপে অবগত ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন। সাধক এই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হইতে অমরত্ব লাভ করেন। স্বীয় ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান দ্বারাই স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান বিনাশ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা স্বরূপস্থিতি রূপ অমৃতত্ব লাভ করেন ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্

'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' ইত্যবধৃতম্। যদি ব্রহ্ম অত্যন্তমেব অবিজ্ঞাতম্,

লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদাং চাবিশেষঃ প্রাপ্তঃ। ‘অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্” ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্। কথং তু তৎ ব্রহ্ম সম্যগ্ বিদিতং ভবতীত্যেব-মর্থমাহ—প্রতিবোধবিদিতং, বোধং বোধং প্রতি বিদিতম্। বোধ শব্দেন বৌদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে। সর্ব্বে প্রত্যয়া বিষয়ীভবন্তি যস্য, স আত্মা সর্ব্ববোধান্ প্রতিবুধ্যতে,—সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নান্যৎ দ্বারমন্তরাত্মনো বিজ্ঞানায়। অতঃ প্রত্যয়-প্রত্যগাত্মতয়া বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতম্, তৎ সম্যগ্-দর্শনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রত্যয়-দর্শিত্বে চোপজননাপায়বর্জ্জিত-দৃক্স্বরূপতানি-ত্যত্বং বিশুদ্ধস্বরূপত্বমাত্মত্বং নির্ব্বিশেষতৈকত্বং চ সর্ব্বভূতেষু সিদ্ধং ভবেৎ; লক্ষণভেদাভাবাৎ ব্যোম্ন ইব ঘট-গিরিগুহাদিষু। বিদিতা-বিদিতা-ভ্যামন্যদ্ ব্রহ্মেতি আগমবাক্যার্থ এবং পরিশুদ্ধ এবোপসংহৃতো ভবতি। “দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা মতের্মন্তা, বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতা” ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্।

যদা পুনর্ব্বোধক্রিয়াকর্ত্তেতি বোধক্রিয়া-লক্ষণেন তৎকর্ত্তারং বিজানাতীতি বোধলক্ষণেন বিদিতং প্রতিবোধবিদিতমিতি ব্যাখ্যায়তে, যথা যো বৃক্ষশাখাশ্চালয়তি, স বায়ুরিতি তদ্বৎ; তদা বোধ-ক্রিয়াশক্তি-মান্-আত্মা দ্রষ্টব্যম্, ন বোধস্বরূপ এব। বোধস্তু জায়তে বিনশ্যতি চ। যদা বোধো জায়তে, তদা বোধক্রিয়য়া সবিশেষঃ। যদা বোধো নশ্যতি; তদা নষ্টবোধো দ্রব্যমাত্রং নির্ব্বিশেষঃ। তত্রৈবং সতি, বিক্রিয়াত্মকঃ সাবয়বোঽনিত্যোঽশুদ্ধ ইত্যাদয়ো দোষা ন পরিহর্ত্তুং শক্যন্তে।

যদপি কাণাদানাম্ আত্ম-মনঃসংযোগজো বোধ আত্মনি সমবৈতি; অত আত্মনি বোদ্ধৃত্বম্; নতু বিক্রিয়াত্মক আত্মা; দ্রব্যমাত্রস্তু ভবতি, ঘট ইব রাগসমবায়ী। অস্মিন্ পক্ষেঽপি অচেতনং দ্রব্যমাত্রং ব্রহ্মেতি “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধিতাঃ স্যুঃ। আত্মনো নিরবয়বত্বেন প্রদেশাভাবাৎ নিত্যসংযুক্তত্বাচ্চ মনসঃ স্মৃত্যুৎপত্তি-নিয়মানুপপত্তিঃ অপরিহার্য্যা স্যাৎ। সংসর্গধর্ম্মিত্বং চাত্মনঃ শ্রুতিস্মৃতি-

ন্যায়বিরুদ্ধং কল্পিতং স্যাৎ। "অসঙ্গো ন হি সজ্জতে" "অসক্তং সর্ব্বভৃৎ" ইতি হি শ্রুতি-স্মৃতী দ্বে ; ন্যায়শ্চ, গুণবদ্ গুণবতা সংসৃজ্যতে, নাতুল্যজাতীয়ম্। অতো নির্গুণং নির্ব্বিশেষং সর্ব্ববিলক্ষণং কেনচিদপি অতুল্যজাতীয়েন সংসৃজ্যত ইত্যেতৎ ন্যায়বিরুদ্ধং ভবেৎ। তস্মাৎ নিত্যালুপ্তবিজ্ঞানস্বরূপ-জ্যোতিরাত্মা ব্রহ্ম, ইত্যয়মর্থঃ সর্ব্ববোধবোদ্ধৃত্বে আত্মনঃ সিধ্যতি, নান্যথা। তস্মাৎ "প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্" ইতি যথাব্যাখ্যাত এবার্থোঽস্মাভিঃ।

যৎ পুনঃ স্বসংবেদ্যতা প্রতিবোধ-বিদিতমিত্যস্য বাক্যস্য অর্থো বর্ণ্যতে। তত্র ভবতি সোপাধিকত্বে আত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিস্বরূপত্বেন ভেদং পরিকল্প্য আত্মনা আত্মানং বেত্তীতিসংব্যবহারঃ। "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" ইতি। নতু নিরুপাধিকস্যাত্মন একত্বে স্বসংবেদ্যতা পরসংবেদ্যতা বা সম্ভবতি। সংবেদনস্বরূপত্বাৎ সংবেদনান্তরাপেক্ষা চ ন সম্ভবতি, যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরাপেক্ষায়া ন সম্ভবঃ, তদ্বৎ। বৌদ্ধ-পক্ষে, স্বসংবেদ্যতায়ান্তু ক্ষণভঙ্গুরত্বং নিরাত্মকত্বঞ্চ বিজ্ঞানস্য স্যাৎ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপোবিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ।" "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্" "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ব্যাধ্যেরন্। যৎ পুনঃ 'প্রতিবোধ' শব্দেন নির্নিমিত্তো বোধঃ প্রতিবোধো, যথা সুপ্তস্যেত্যর্থং পরিকল্পয়ন্তি। সকৃদ্ বিজ্ঞানং প্রতিবোধ ইত্যপরে। নির্নিমিত্তঃ সনিমিত্তঃ সকৃদ্বা অসকৃদ্বা প্রতিবোধ এব হি সঃ।

অমৃতত্বমমরণভাবং স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষং হি যস্মাদ্ বিন্দতে লভতে যথোক্তাৎ প্রতিবোধাৎ প্রতিবোধ বিদিতাত্মকাৎ, তস্মাৎ প্রতিবোধ-বিদিতমেব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ। বোধস্য হি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বঞ্চ মতমমৃতত্বে হেতুঃ। ন হ্যাত্মনোঽনাত্মত্বমমৃতত্বং ভবতি। আত্মত্বাদাত্মনোঽমৃতত্বং নির্নিমিত্তমেব। এবং মর্ত্ত্যত্বমাত্মনো যদবিদ্যয়া অনাত্মত্ব-প্রতিপত্তিঃ।

কথং পুনর্যথোক্তয়া আত্মবিদ্যয়া অমৃতত্বং বিন্দতে ? ইত্যত আহ ; আত্মনা স্বেন স্বরূপেণ বিন্দতে লভতে বীর্য্যং বলং সামর্থ্যম্। ধনসহায়-মন্ত্রৌষধিতপোযোগকৃতং বীর্য্যং মৃত্যুং ন শক্নোত্যভিভবিতুম্ অনিত্যবস্তু-কৃতত্বাৎ; আত্মবিদ্যাকৃতং তু বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, নান্যেনেতি অতোঽ-নন্যসাধনত্বাৎ আত্মবিদ্যাবীর্য্যস্য তদেব বীর্য্যং মৃত্যুং শক্নোত্যভিভবিতুম্। যত এবমাত্মবিদ্যাকৃতং বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, অতো বিদ্যয়া আত্মবিষয়য়া বিন্দতেঽমৃতম্ অমৃতত্বম্। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইত্যাথর্ব্বণে। অতঃ সমর্থো হেতুঃ "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইতি ॥১৩॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মজ্ঞপুরুষদিগের নিকট ব্রহ্ম যে (ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধ্যাদির বিষয়রূপে জ্ঞেয়রূপে) বিজ্ঞাত নহেন ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিদিগের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত এই প্রকার উক্তি পরস্পরবিরোধী ; আর এই প্রকারই যদি পূর্ব্বে অবধারিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সাধারণ লৌকিকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি এই উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না। আচ্ছা, ব্রহ্ম তাহা হইলে কি প্রকারে সম্যক্‌রূপে বিদিত হইয়া থাকেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন –'প্রতিবোধ-বিদিতম্' অর্থাৎ প্রত্যেক বুদ্ধিবিজ্ঞানে ব্রহ্ম বিদিত হইয়া থাকেন। এখানে "বোধ" শব্দে বৌদ্ধ-প্রত্যয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে বুঝিতে হইবে। ঘটপটাদিবিষয়ক যাবতীয় বৃত্তিজ্ঞান যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিখিলবৃত্তিজ্ঞানকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক, সমস্ত বৌদ্ধপ্রত্যয়ের সাক্ষী, চৈতন্যশক্তিমাত্রস্বরূপ এই আত্মা সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তিতে বৃত্তিজ্ঞানসমূহের সহিত অবিশিষ্টভাবে অর্থাৎ একীভূত হইয়া লক্ষিত হইয়া থাকেন। 'প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানের সাক্ষিরূপে, প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উপলক্ষিত হইতেছেন' এই প্রকার বোধ ব্যতীত আত্মবিষয়ক সম্যক্‌জ্ঞানের অন্য

কোন উপায় নাই। অতএব প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানের সাক্ষিরূপে, প্রত্যগাত্মরূপে ব্রহ্ম যখন বিদিত হন, তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞানই হইতেছে সম্যগ্‌দর্শন। আত্মা ঘটপটাদি নিখিল বৃত্তি-জ্ঞানের প্রকাশক, সর্ব্ববিধ প্রত্যয়ের সাক্ষী, দ্রষ্টা; আত্মার এই সর্ব্বপ্রত্যয়-দর্শিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ-হীন দৃক্‌স্বরূপতা, আত্মার নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, সর্ব্বভূতেয় অন্তরাত্মত্ব, সর্ব্বভুতে এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষরূপে আত্মার বিদ্যমানতা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইয়া থাকে। একই আকাশ যেরূপ ঘট, গিরিগুহাদি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ, গুহাকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও আকাশের একরূপত্বের কোন হানি হয় না, আকাশ নানা হইয়া যায় না সেইরূপ চৈতন্য এক, অখণ্ড, একরস বলিয়া, চৈতন্যের লক্ষণের পার্থক্য না থাকা হেতু নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ,মুক্ত, এক অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মা, বিভিন্ন উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যান না, তিনি সর্ব্বদা একরূপে অর্থাৎ চৈতন্যমাত্রস্বরূপে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন। ‘বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যৎ ব্রহ্ম” অর্থাৎ “ব্রহ্ম বিদিত এবং অবিদিত হইতে পৃথক্” শ্রুতির এই বাক্যের অর্থ এইরূপে পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যাখ্যাত হইলে আত্মতত্ত্বনিরূপণের প্রকৃত উপসংহার সিদ্ধ হইতে পারে। অপর শ্রুতিও ব্রহ্মকে “দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মন্তা, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা” বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ “প্রতিবোধ-বিদিতম্” এই বাক্যটি অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন বোধ অর্থাৎ জানা, একটি ক্রিয়া; এই বোধ-ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে অর্থাৎ বোধ-ক্রিয়ারূপ লক্ষণের দ্বারা সেই বোধ-ক্রিয়ার কর্ত্তা আত্মাকে বিজ্ঞাত হইতে পারা যায়; যেমন “চলন” একটী ক্রিয়া, এই চলন-ক্রিয়ারূপ লক্ষণের দ্বারা চলন-ক্রিয়ার কর্ত্তাকে জানিতে পারা যায়। আমরা দেখিতে পাই বৃক্ষ-শাখা স্পন্দিত

বা চালিত হইতেছে। বৃক্ষ-শাখার স্পন্দন বা চলনরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সেই ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে যেমন বায়ুকে অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ প্রত্যেক বোধ-ক্রিয়ার দ্বারা বোধরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে আত্মাকে বিদিত হইতে পারা যায়। অতএব "প্রতিবোধ-বিদিতম্" এই বাক্যের অর্থ হইতেছে—প্রত্যেক বোধরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সেই বোধ-ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে যিনি বিদিত হন তিনি আত্মা। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, আত্মা বোধ-ক্রিয়া-শক্তিমান্ হন, কিন্তু নিশ্চয় বোধস্বরূপ হন না। পরন্তু আমাদের ঘটপটাদির যে জ্ঞান হইয়া থাকে সেই জ্ঞান বা বোধ উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন ঘট-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তখন পট-জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে যে সময় একটি বোধ-ক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেই সময়েই আত্মা উক্ত বোধ-ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়া সবিশেষ হইয়া থাকেন আবার যখন ঐ বোধ-ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায় তখন বিশেষ ধর্ম্মের অভাব-হেতু নষ্ট-বোধ-আত্মা নির্ব্বিশেষ জড় দ্রব্যরূপে পর্য্যবসিত হন ; সুতরাং উক্ত প্রকার মত অবলম্বন করিলে বিকারত্ব, সাবয়বত্ব, অনিত্যত্ব এবং অশুদ্ধত্ব প্রভৃতি দোষসমূহ পরিহার করিবার উপায় থাকে না ; অর্থাৎ উক্তমত গ্রহণ করিলে আত্মা বিকারী, সাবয়ব, অনিত্য, অশুদ্ধ, জড়ধর্ম্মী হইয়া পড়েন।

কণাদমতাবলম্বিগণ বলেন, আত্মার সহিত যখন মনের সংযোগ হয়, তখন আত্মাতে বোধ-শক্তি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তখনই আত্মাতে বোদ্ধৃত্ব-ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, কিন্তু আত্মা স্বয়ং বোধ-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া বিকারী হন না। আত্মা কেবলমাত্র একটি দ্রব্য, উহাতে মনঃসংযোগ হেতু বোধ বা জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় মাত্র এবং তখনই আত্মা বোদ্ধা হইয়া থাকেন। এই বোদ্ধৃত্ব আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম নহে ; সুতরাং বোধ-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলেও আত্মা বিকারী হন না। যেরূপ মৃণ্ময় ঘটে লোহিত্য গুণ সমবেত হয় এবং তখন ঘটদ্রব্যটি লাল

এইরূপ বলা হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মাতেও যখন বোধ-রূপ গুণটী উৎপন্ন হয়, তখনই আত্মাকে বোদ্ধা নামে অভিহিত করা হয়; ইহাতে আত্মা বিকারী হন না। এই পক্ষেও ব্রহ্ম বা আত্মা অচেতন দ্রব্যমাত্র ইহাই প্রমাণিত হয়; আত্মার চৈতন্যস্বরূপতা প্রমাণিত হয় না। এইরূপ হইলে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—"ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ", "ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ বাধিত বা মিথ্যা হইয়া পড়ে। আবার, আত্মা যখন নিরবয়ব তখন তাঁহার কোন প্রদেশ বা অংশ থাকা সম্ভব হয় না; নিরবয়বত্ব হেতু মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নিত্য হইয়া পড়ে, অতএব স্মৃতিজ্ঞানের যে পারম্পর্য্য নিয়ম আছে সেই নিয়মের অযৌক্তিকতা অপরিহার্য্য হয়। (অনুভূত বিষয়ের জ্ঞানকেই স্মৃতিজ্ঞান বলা হয় কিন্তু আত্মা নিরবয়ব বলিয়া মনের সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ হইয়া থাকে; মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইলেই বোধ উৎপন্ন হয়, সুতরাং স্মৃতিজ্ঞানের অবকাশ থাকে না।) আত্মা বোধ-বিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যগুণ-বিশিষ্ট বলায়, আত্মা সংসর্গধর্ম্মী হইয়া পড়েন, কিন্তু আত্মার সংসর্গধর্ম্মীত্ব শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা কল্পিত হইয়া পড়ে। "অসঙ্গো ন হি সজ্জতে" "অসক্তং সর্ব্বভৃৎ"—এই শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য হইতে আত্মার অসঙ্গত্ব প্রমাণিত হইতেছে এবং যুক্তির দ্বারাও আত্মার অসঙ্গত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে—গুণযুক্ত বস্তুর সহিত গুণযুক্ত বস্তুর সম্বন্ধ হইয়া থাকে; সগুণ সবিশেষ বস্তুর সহিত বিজাতীয় নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধ হয় না; অতএব নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, সর্ব্ব-বিলক্ষণ আত্মার সহিত বিজাতীয় কোন প্রকার বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়। সেইহেতু আত্মা নিত্য, অলুপ্তচৈতন্যস্বরূপ, জ্যোতির্ব্রহ্ম, সর্ব্ব-বৌদ্ধ-প্রত্যয়-সাক্ষী; আত্মাকে উক্তরূপে স্বীকার করিলে আত্মার সর্ব্ব-বুদ্ধিবৃত্তির বোদ্ধৃত্ব সিদ্ধ হইতে

পারে, অন্য কোন প্রকারেই উহা প্রমাণিত হয় না। অতএব "প্রতিবোধবিদিতং মতং"—এই বাক্যের আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি উহাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায়।

আবার যে কেহ কেহ "প্রতিবোধ-বিদিতং" এই বাক্যের "স্ব-সংবেদ্যতা" অর্থাৎ "নিজেই নিজেকে জানা" এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আত্মা উপাধি-বিশিষ্ট হইলে, আত্মার সহিত বুদ্ধ্যাদি উপাধির ভেদ কল্পনা করিয়া "আত্মা আত্মাকে জানেন" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। আত্মার সহিত তদুপাধি বুদ্ধ্যাদির পার্থক্য কল্পনা করিয়াই—"আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি", "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" ইতি "আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন", "হে পুরুষোত্তম! তুমি স্বয়ং নিজেই নিজেকে জান' ইত্যাদি ভেদ-ব্যবহার সম্ভব হইয়া থাকে; কিন্তু স্বরূপতঃ নিরুপাধিক এক অদ্বিতীয় আত্মার স্বসংবেদ্যতা বা পর-সংবেদ্যতা সম্ভবপরই হয় না। যেরূপ প্রকাশময় একটী প্রদীপ নিজের প্রকাশ বিষয়ে অন্য প্রদীপের অপেক্ষা করে না সেইরূপ আত্মা চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ বলিয়া অন্য সংবেদন বা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখেন না। বৌদ্ধ মতাবলম্বিগণের পক্ষে স্ব-সংবেদ্যতা স্বীকৃত হইলেও, উহা ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং নিরাত্মক বিজ্ঞানমাত্র। ঐ প্রকার বৌদ্ধমত স্বীকার করিলে "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ", "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং", "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ বাধিত বা মিথ্যা হইয়া পড়ে। "বিজ্ঞান অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না", "আত্মা নিত্য বিভু ও সর্ব্বগত", "সেই এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, জরা ও মরণ-রহিত, এই আত্মা অমৃত, অভয়স্বরূপ" শ্রুতি এইরূপে আত্মার নিত্যত্ব, একত্ব, চৈতন্যস্বরূপত্ব বর্ণন করিতেছেন। বৌদ্ধমত উক্ত শ্রুতিবাক্যের বিরোধী। আবার কেহ কেহ বলেন,

সুষুপ্তব্যক্তির বোধের ন্যায় অহেতুক বোধই 'প্রতিবোধ' শব্দের অর্থ। অপরে আবার বলিয়া থাকেন যে, 'প্রতিবোধ' শব্দের অর্থ হইতেছে সকৃৎ-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইলে অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য বিনষ্ট হইয়া স্বরূপ-স্থিতি বা মোক্ষ লাভ হয়। এই জ্ঞান একবার উদিত হইলে পুনরায় ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায় না। ঘটপটাদিবিষয়ক যাবতীয় বৃত্তিজ্ঞান একবার উদিত হইয়া তিরোহিত হইয়া যায় অর্থাৎ যখন ঘট-বিষয়ক জ্ঞান হয় তখন পটজ্ঞান থাকে না আবার পটজ্ঞানের উদয়ে ঘটজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়; এইরূপে যাবতীয় বৃত্তিজ্ঞান অসকৃৎজ্ঞান অর্থাৎ উহারা পুনঃপুনঃ উদিত ও তিরোহিত হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ নহে, উহা একবার উদিত হইলে আর তিরোহিত হয় না; এইজন্য কেহ কেহ বলেন 'প্রতিবোধ' শব্দের অর্থ হইতেছে সকৃৎ বিজ্ঞান। এই জ্ঞান নির্নিমিত্ত অর্থাৎ অহৈতুক কিংবা সনিমিত্ত বা সহেতুক অথবা সকৃৎ অর্থাৎ একবার কিংবা অসকৃৎ অর্থাৎ বহুবার হউক না কেন, উহা 'প্রতিবোধ' ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অমৃতত্ব শব্দের অর্থ হইতেছে অমরণভাব অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশহীন স্বীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ। প্রত্যেক বোধে অর্থাৎ প্রত্যেক বৌদ্ধ প্রত্যয় বা বুদ্ধি-বৃত্তিবিজ্ঞানে উপলক্ষিত, প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক যে চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মা প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানের অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া সতত প্রকাশমান রহিয়াছেন সেই সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মা প্রতিবোধে প্রত্যগাত্মরূপে যখন বিদিত হন তখন সেই জ্ঞানই সম্যক্‌দর্শন, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অমৃতত্ব বা স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু হইতেছে প্রত্যগাত্মরূপে প্রকাশিত আত্মোপলব্ধি। অমৃতত্বই হইতেছে আত্মার স্বরূপ, সুতরাং অমৃতত্বলাভ অর্থে আত্মা হইতে পৃথক্ কোনও অনাত্মবস্তু প্রাপ্তি নহে। উহা আত্মস্বরূপেই অবস্থান মাত্র। অমৃতত্ব

আত্মস্বরূপ বলিয়া উহা নির্নিমিত্তই। এইরূপে আত্মার তথাকথিত যে মরণশীলত্ব উহা কেবলমাত্র অবিদ্যাদ্বারা অনাত্মত্বপ্রাপ্তি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞানদ্বারা কি প্রকারে অমৃতত্বলাভ হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন মুমুক্ষুব্যক্তি স্বীয় স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তির বীর্য্য বা সামর্থ্য লাভ করেন। ধন, মন্ত্র, ঔষধি, তপস্যা এবং যোগাদিদ্বারা যে বীর্য্য বা সামর্থ্য লাভ হয় সেই সামর্থ্য মৃত্যুকে অভিভব বা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ অনিত্যবস্তুর সহায়ে উক্ত সামর্থ্য অর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মবিদ্যালব্ধ সামর্থ্য আত্মব্যতীত অন্য কোনও অনিত্যবস্তু দ্বারা অর্জ্জিত না হওয়ায় উহা মৃত্যুকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু আত্মবিদ্যালব্ধ বীর্য্য বা সামর্থ্য অন্য অনাত্মবস্তুনিরপেক্ষ হইয়া অর্জ্জিত হয়, সেইহেতু আত্মজ্ঞান দ্বারা স্বরূপাবস্থানরূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' অর্থাৎ আত্মবিদ্যার্জ্জিতসামর্থ্যহীন পুরুষ আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন না। অতএব এই শ্রুত্যুক্ত 'অমৃতত্বংহি বিন্দতে' সামর্থ্যের এই হেতুটি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥৪॥

সমালোচনা—"প্রতিবোধবিদিতম্" মানে হইতেছে বোধে বোধে বিদিত। বুদ্ধি অবিরত ঘট, পট, নীল, লোহিতাদি বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে অহঙ্কার, মন চিত্ত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রূপেও বুদ্ধি পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। বুদ্ধি স্বভাবতঃ জড়, কারণ উহা সত্ত্বরজস্তমোময়ী দেশকাল-কার্য্যকারণরূপা জড়া প্রকৃতির বা মায়ার বা অজ্ঞানের কার্য্য। প্রকৃতি জড়া বলিয়া উহা স্বয়ং ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না। সর্ব্ববিধ-ভেদরহিত-এক-অখণ্ড-নিত্য-অপরিণামী-চৈতন্য-পরিব্যাপ্ত হইয়াই প্রকৃতি চৈতন্যময়ী হয়, যেমন লৌহ অগ্নির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া অগ্নিময় হইয়া থাকে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি চৈতন্য-

পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির এই ব্যষ্টি-সমষ্টি পরিণামসমূহ আবার চৈতন্যপরিব্যাপ্ত হইয়াই পরিণামপ্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রকৃতির তমোগুণ আবরণ-স্বভাব বলিয়া তমোগুণের পরিণাম পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের কার্য্য তমঃপ্রধান স্থূল দেহাদিতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট হয় না। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া সত্ত্বগুণের কার্য্য সত্ত্বপ্রধান মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। তরঙ্গায়িত জলে যেমন একই সূর্য্য খণ্ড খণ্ড রূপে বহু বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ চৈতন্য-পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির ব্যষ্টি-সমষ্টিপরিণামসমূহরূপ জীব জগতে বিভিন্ন দেহাদিভেদে একই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তরঙ্গায়িত জলে একই সূর্য্যের প্রতিফলন বা আভাসসমূহ দ্বারা যেমন সূর্য্য উপলক্ষিত হয়, সেইরূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি শরীরে চৈতন্যের অস্পষ্ট, স্পষ্ট, সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বা আভাস সমূহদ্বারা একই নিত্য, অপরিণামী চৈতন্য উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। সুতরাং অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমান, বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক অধ্যবসায়, মনের যাবতীয় সঙ্কল্প বিকল্প, চিত্তের ভোগ্যবিষয়ক বাসনাত্মক সংস্কারসমূহ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দর্শনাদি ক্রিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গমনাগমনাদিক্রিয়া পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণের শরীরাভ্যন্তরে যাবতীয় ক্রিয়া চৈতন্য-পরিব্যাপ্ত হইয়াই ঘটিয়া থাকে। মনোবুদ্ধিচিত্ত অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া স্বচ্ছ; সেইজন্য অন্তঃকরণে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। প্রতি অন্তঃকরণে চৈতন্যের সুস্পষ্ট বিভিন্ন প্রতিফলন বা আভাসমূহদ্বারা একই প্রত্যক্ চৈতন্য উপলক্ষিত হন। বুদ্ধির প্রত্যেক পরিণামরূপ বৃত্তিজ্ঞান একই বিম্বস্থানীয় প্রত্যক্ চৈতন্য বা সাক্ষিচৈতন্যকে উপলক্ষিত করে, নিখিল বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বোধসমূহে অব্যভিচরিত প্রত্যগাত্মরূপে যে ব্রহ্মানুভূতি উহাই সম্যক্ দর্শন। ঘটপটাদি বিষয়বিজ্ঞান সম্যক্ দর্শন নহে। ব্রহ্ম

আত্মা বলিয়া ব্রহ্ম আত্মার বিষয় হইতে পারে না। শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরোক্ষজ্ঞান,ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সাধক যখন সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়সাক্ষী সচ্চিৎ-সুখাত্মক বস্তুকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তখনই তাঁহার সম্যক্ দর্শন হয় এবং এই সম্যক্ দর্শনই অমৃতত্ব লাভের হেতু হইয়া থাকে।

আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতেই পুনঃ পুনঃ নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়। সেইজন্য মোক্ষের দ্বার-স্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া এই শরীরে এই জন্মেই অতিশয় প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন সফল করা কর্ত্তব্য। শ্রুতি সেই জন্য বলিতেছেন—

ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ।
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকসমূহে আত্মজ্ঞান লাভের যে উপায় বিহিত হইয়াছে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক—

অন্বয় :—ইহ (এই জন্মে, এই মনুষ্য শরীরে) চেৎ অবেদীৎ (যদি কেহ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মরূপ জানিতে পারেন) অথ (তাহা হইলে) সত্যং অস্তি (পরমার্থতত্ত্বলাভ হেতু তাঁহার মনুষ্যজন্ম সফল হয়) ইহ (এই মনুষ্যদেহে, এই জন্মেই) চেৎ (যদি কেহ) ন অবেদীৎ (স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতে না পারেন) মহতী বিনষ্টিঃ (তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া

জন্মমরণাদিপ্রবাহরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হয়) ধীরাঃ (যেহেতু এই জন্মে, এই দেহেই আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে দীর্ঘকালস্থায়িনী জন্মমরণাদি-ক্লেশ-প্রাপ্তি-রূপ বিনাশ প্রাপ্তি হয়, সেই জন্য ধীর মনুষ্যগণ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়াভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, বিবেক বৈরাগ্যবান্, শমদমাদি গুণসম্পন্ন মনুষ্যগণ) ভূতেষু ভূতেষু (চরাচর সর্ব্বভূতে অবস্থিত) বিচিত্য (এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বসংসারধর্ম্মরহিত, আত্মতত্ত্ব-রূপ প্রত্যগ্ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে কিংবা এই অনাত্মদেহাদিতে) প্রেত্য (গমন করিয়া অর্থাৎ মরণানন্তর কিংবা অহংতামমতা-রূপ অভিমানশূন্য হইয়া স্বীয় সর্ব্বাত্মকত্ব অদ্বৈত-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন কিংবা এই জন্মে এই দেহেই নিত্য, অবিনাশী, চৈতন্যমাত্র স্বরূপ অমৃতত্ব স্বভাব ব্রহ্মই হন) ॥৫॥

অনুবাদ :—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকসমূহে আত্মজ্ঞানলাভের যে উপায় বিহিত হইয়াছে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনপূর্ব্বক যদি কেহ এই জন্মে, এই মনুষ্যদেহে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে পরমার্থতত্ত্বলাভহেতু তাঁহার মনুষ্যজন্ম সফল হয়। কিন্তু যদি কেহ এই জন্মে, এই মনুষ্য শরীরে স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ-ভাবে জানিতে না পারেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া জন্মমরণাদি প্রবাহরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হয়। যেহেতু এই জন্মে এই দেহেই আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অমৃতত্ব প্রাপ্তি এবং আত্মজ্ঞানলাভ না করিলে দীর্ঘকালস্থায়িনী জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্তি-রূপ বিনাশ-প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য ধীর মনুষ্যগণ অর্থাৎ বাহ্যবিষয়াভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত মানবগণ বিবেকবৈরাগ্যবান্ ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইয়া

চরাচর সর্ব্বভূতে অবস্থিত এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বসংসারধর্ম্মরহিত আত্মতত্ত্ব রূপ প্রত্যগ্‌ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া এই অনাত্ম দেহাদিতে অহংতামমতাভিমানরূপ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এবং সর্ব্বাত্মকত্ব অদ্বৈতস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই জন্মে এই দেহেই নিত্য, অবিনাশি, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, অমৃতত্ব স্বভাব ব্রহ্মই হন কিংবা এই লোক হইতে গমন করিয়া অর্থাৎ মরণানন্তর বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত হন ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্

কষ্টা খলু সুর-নর তির্য্যক্ প্রেতাদিষু সংসার-দুঃখবহুলেষু প্রাণি-নিকায়েষু জন্মজরা-মরণ-রোগাদিসংপ্রাপ্তিরজ্ঞানাৎ ; অত ইহৈব চেৎ মনুষ্যোঽধিকৃতঃ সমর্থঃ সন্ যদি অবেদীৎ আত্মানং যথোক্তলক্ষণং বিদিতবান্ যথোক্তেন প্রকারেণ। অথ তদস্তি সত্যম্—মনুষ্যজন্মন্যস্মিন্ অবিনাশোঽর্থবত্তা বা সদ্ভাবো বা পরমার্থতা বা সত্যং বিদ্যতে। ন চেদি-হাবেদীদিতি। ন চেদিহ জীবংশ্চেৎ অধিকৃতঃ অবেদীৎ—ন বিদিতবান্, তদা মহতী দীর্ঘা অনন্তা বিনষ্টির্বিনাশনং জন্মজরামরণাদি প্রবন্ধাবিচ্ছেদলক্ষণা সংসারগতিঃ। তস্মাদেবং গুণ দোষৌ বিজানন্তো ব্রাহ্মণাঃ ভূতেষু ভূতেষু সর্ব্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ একমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্ম বিচিত্য বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য ধীরাঃ ধীমন্তঃ প্রেত্য ব্যাবৃত্য মমাহংভাবলক্ষণাৎ অবিদ্যারূপাৎ অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য সর্ব্বাত্মৈকত্বভাবম্ অদ্বৈতম্ আপন্নাঃ সন্তঃ অমৃতা ভবন্তি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যর্থঃ। "স যো হ বৈ তৎ পরং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ

এই সংসারে আত্মস্বরূপের অজ্ঞানতা বশতঃ দেব, নর, পশুপক্ষী, প্রেতাদি দুঃখবহুল বিভিন্ন যোনিতে জন্ম, জরা, মরণ, রোগাদি প্রাপ্তি ঘটে। অতএব এই বর্ত্তমান মনুষ্যজন্মেই মানব

যদি অধিকারী ও শক্তিমান হইয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মাকে যথাযথরূপে জানিতে পারে তাহা হইলে এই মনুষ্যজন্মেই অবিনাশ অর্থাৎ অমৃতত্ব, জীবনের সফলতা, সদ্ভাব, পরমার্থতা বা সত্য লাভ হয়। আর যদি মনুষ্য অধিকারী হইয়াও জীবদ্দশায় আত্মাকে জানিতে না পারে তাহা হইলে তাহার অনন্ত দীর্ঘকালব্যাপী মহাবিনাশ অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহরূপ বিচ্ছেদবিহীন সংসারগতি হয়। এই কারণে ব্রহ্মানন্দলাভরূপ গুণ ও সংসারগতিরূপ দোষ অবগত হইয়া, ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতে একমাত্র ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া 'আমার আমি'ভাবাত্মক অবিদ্যাময় ইহলোক হইতে মৃত বা ব্যাবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাত্মক অদ্বয়পদরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন বা ব্রহ্মই হন। শ্রুতি বলেন, 'যিনি পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন' ।৫।

ইতি কেনোপনিষদে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

কেনোপনিষৎ

অথ তৃতীয় খণ্ডঃ

উপনিষদে প্রায়ই নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ঈশ্বরোপাসনা ও আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মা বা 'আমি'র দুইরূপ আমরা প্রত্যহই অনুভব করিয়া থাকি। আমার একরূপ হইতেছে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহ-বিশিষ্টরূপ, আর অপরটি হইতেছে উক্ত অবস্থাত্রয় ও দেহত্রয়ের প্রকাশক, উক্ত দেহত্রয় এবং অবস্থাত্রয়কে সত্তাস্ফূর্ত্তি-প্রদানকারী, উক্ত দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণ, নিত্য, নির্ব্বিশেষ সচ্চিৎ-সুখাত্মক রূপ। প্রথম রূপটী আমারা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা অনুভব করি। কিন্তু দ্বিতীয় রূপটী, উক্ত নিত্য, নির্ব্বিশেষ, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ; সচ্চিৎ সুখাত্মক রূপটী কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়রূপে, কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা দৃশ্যরূপে, বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞেয়রূপে অনুভব করিতে পারি না। উক্ত রূপটী বেদান্ত ও গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তৎত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা উপলক্ষিত, দেশ কাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ডৈকরস, চৈতন্য মাত্র-স্বরূপ বস্তুকে অভেদে মনন ও নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক আত্মরূপে উপলব্ধি করি। আমি নিজেই নিজের দৃশ্য, প্রমেয়, বা জ্ঞেয় হইতে পারি না বলিয়া আমার দ্বিতীয় রূপটী সর্ব্ববিধ প্রমাণের অগোচর। যাঁহারা উত্তম অধিকারী তাঁহারা গুরু ও শাস্ত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বীয় চৈতন্যমাত্র দৃক্‌স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই জন্মে এই দেহেই সদ্যমুক্তি লাভ করেন। যাঁহারা মধ্যম অধিকারী তাঁহাদের জন্য ক্রমমুক্তি, এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বিবেক, বৈরাগ্য, শম-দমাদি সাধন চতুষ্টয়, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের নিষ্কামভাবে

অনুষ্ঠান এবং অভেদে ঈশ্বরোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই খণ্ডে চিন্মাত্রস্বরূপ নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব এবং তৎপ্রাপ্তির সাধনভূত "প্রতিবোধ বিদিতং" ইত্যাদি উপদেশ করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থখণ্ডে মধ্যম অধিকারীর জন্য তপস্যা, সত্য. শমদমাদি সাধন এবং ঈশ্বরোপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা এবং সেই জ্ঞান লাভের জন্য অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃঢ় প্রযত্ন এবং শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। অহংতা-মমতাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ করিতেই হইবে, তবে সেই শুদ্ধচিত্তে বিমল ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইবে। সেইজন্য ঋষি বলিতেছেন—

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে, তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥১॥

অন্বয় :—ব্রহ্ম (সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর) হ (পুরাকালে) দেবেভ্যঃ (দেবতাদিগের কল্যাণের জন্য) বিজিগ্যে (অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবাসুর সংগ্রামে ঈশ্বরের ইচ্ছায় অসুরগণ পরাজিত এবং দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন) তস্য ব্রহ্মণঃ হ (সেই ঈশ্বরের) বিজয়ে (জয়লাভে) দেবা অমহীয়ন্ত (এই বিজয় যে সর্ব্বশক্তিমান্, প্রাণিগণের কর্ম্মফল দাতা ঈশ্বরেরই জয়লাভ তাহা বুঝিতে না পারিয়া দেবগণ গর্ব্বিত হইয়াছিলেন) তে ঐক্ষন্ত (তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন) অস্মাকং এব (আমাদেরই) অয়ং বিজয়ঃ (এই বিজয় অর্থাৎ আমরাই অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছি) অস্মাকং এব অয়ং মহিমা ইতি

(আমাদেরই এই বিজয়লব্ধ গৌরব এইরূপ মিথ্যাভিমান করিয়াছিলেন)॥১॥

অনুবাদ :—পুরাকালে দেবাসুর সংগ্রামে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর দেবগণের কল্যাণের জন্য জগতের শত্রু, ঈশ্বরের নিয়মলঙ্ঘনকারী অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ অসুরদিগের পরাজয়কামী ঈশ্বরের অনুশাসন পালনকারী দেবগণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিজয়ে দেবগণ যজ্ঞাদিতে পূজিত হইয়া মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাণিগণের কর্ম্মফলদাতা, নিখিল কল্যাণগুণের আস্পদ, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই যে তাঁহাদের জয়লাভের কারণ তাহা না জানিয়া পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মাভিমানী দেবগণ জয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের স্বীয় সামর্থ্যবশতঃই তাঁহারা অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীয় শক্তি নিমিত্তই তাঁহারা পূজিত হইয়া মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ যদস্তি, তদ্বিজ্ঞাতং প্রমাণৈঃ, যন্নাস্তি তদবিজ্ঞাতং শশবিষাণকল্পমত্যন্তমেবাসৎ দৃষ্টম্। তথেদং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসদেবেতি মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামোহো মাভূদিতি, তদর্থেয়মাখ্যায়িকা আরভ্যতে। তদেব হি ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারেণ প্রশাস্তৃ, দেবানামপি পরো দেবঃ; ঈশ্বরাণামপি ঈশ্বরো দুর্বিজ্ঞেয়ঃ, দেবানাং জয়হেতুঃ অসুরাণাং পরাজয়হেতুঃ; তৎ কথং নাস্তীতি, এতস্য অর্থস্য অনুকূলানি হ্যুত্তরাণি বচাংসি দৃশ্যন্তে। অথবা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃস্তুতয়ে। কথম্? ব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদ্ হি অগ্ন্যাদয়ো দেবা দেবানাং শ্রেষ্ঠত্বং জগ্মুঃ, ততোঽপি অতিতরামিন্দ্র ইতি। অথবা দুর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, ইত্যেতৎ প্রদর্শ্যতে; যেন অগ্ন্যাদয়োঽতিতেজ-

সোঽপি ক্লেশেনৈব ব্রহ্ম বিদিতবন্তঃ, তথেন্দ্রো দেবানামীশ্বরোঽপি সন্ ইতি বক্ষ্যমাণোপনিষদ্ বিধিপরং বা সর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যাব্যতিরেকেণ প্রাণিনাং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানো মিথ্যা, ইত্যেতদ্দর্শনার্থং বা আখ্যায়িকা। যথা দেবানাং জয়াদ্যভিমানস্তদ্বদিতি।

ব্রহ্ম যথোক্তলক্ষণং পরং হ কিল দেবেভ্যোঽর্থায় বিজিগ্যে জয়ং লব্ধবৎ, দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামেঽসুরান্ জিত্বা জগদরাতীন্ ঈশ্বর-সেতুভেত্তৄন্ দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাযচ্ছৎ জগতঃ স্থেম্নে। তস্য হ কিল ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ অমহীয়ন্ত—মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ, তদা আত্মসংস্থস্য প্রত্যগাত্মন ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্ব-ক্রিয়াফল-সংযোজয়িতুঃ প্রাণিনাং, সর্ব্বশক্তেঃ জগতঃ স্থিতিং চিকীর্ষোঃ অয়ং জয়োমহিমা চ, ইত্যজানন্তস্তে দেবা ঐক্ষন্ত—ঈক্ষিতবন্তঃ অগ্ন্যাদিস্বরূপপরিচ্ছিন্নাত্মকৃতঃ অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা অগ্নিবায়্বিন্দ্রত্বাদিলক্ষণো জয়ফলভূতোঽস্মাভিরনুভূয়তে, নাস্মৎপ্রত্যগাত্মভূতেশ্বরকৃতঃ, ইত্যেবং মিথ্যাভিমানলক্ষণবতাম্ ॥১৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদঃ—ব্রহ্ম একদা দেবহিতার্থ অসুরদিগকে জয় করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে 'ব্রহ্মবস্তু বিজ্ঞদের নিকট অবিজ্ঞাত এবং অজ্ঞদের বিজ্ঞাত।' এই বচন হইতে ইহাই সাধারণতঃ মনে হয় যে যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই প্রমান দ্বারা বিজ্ঞাত হয়, আর যাহা শশবিষাণবৎ অত্যন্ত অসৎ তাহা অবিজ্ঞাতই থাকে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া যাহাতে মন্দমতিদের এই আশঙ্কা না হয় যে ব্রহ্মের অবিজ্ঞাতত্বহেতু তিনি শশবিষাণবৎ অসৎ, সেই জন্য এই আখ্যায়িকা দ্বারা এইরূপ ভ্রমসম্ভাবনা বিদূরিত করা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকারে শাস্তা; দেবতাদেরও পরদেবতা; ঈশ্বরদিগের অর্থাৎ শক্তিশালিদিগেরও ঈশ্বর বা দুর্ব্বিজ্ঞেয় প্রভু। দেবগণের জয়হেতু এবং (ঐশ্বরিকনিয়ম লঙ্ঘনকারী) অসুরগণের পরাজয়ের হেতু। সুতরাং তিনি নাই ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? তিনি

অবশ্যই আছেন। এই খণ্ডের পরবর্ত্তী বাক্যসমূহেও এই অর্থের অনুকূল কথাই দৃষ্ট হয়। অথবা ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্যই এই আখ্যায়িকা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কি প্রকারে? ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলেই অগ্ন্যাদি দেবগণ দেবতা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং উক্ত কারণেই দেবাধিপতি ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। অথবা ব্রহ্ম যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় এই আখ্যায়িকায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে; যেহেতু অতিতেজঃসম্পন্ন অগ্ন্যাদি দেবতারাও অতি কষ্টেই ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াও বহু আয়াস স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। অতএব পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার বিধান করিবার জন্য কিংবা ব্রহ্মবিদ্যাব্যাতিরেকে প্রাণিগণের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান দেবতাদিগের জয়াদি অভিমানের মতই যে মিথ্যা ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এই আখ্যায়িকার অবতারণা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমন্বিত পরব্রহ্ম একদা দেবগণের জন্য বিজয় লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবাসুরসংগ্রামে অসুরগণকে জয় করিয়া জগতের শত্রু ঐশ্বরিকনিয়মলঙ্ঘনকারী অসুরগণকে জগতের রক্ষার জন্য পরাজয় করিয়া দেবগণকে জয় ও জয়ফল প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাস্তবিক এই বিজয় যে আত্মসংস্থ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, প্রাণি-গণের সর্ব্বক্রিয়াফলপ্রদ, জগতের স্থিতিকামী পরমেশ্বরেরই, ইহা না জানিয়া অগ্ন্যাদি দেবতাগণ (নিজেদেরই এই বিজয় এইরূপ মনে করিয়া) গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃত পরমেশ্বরেরই যে এই বিজয় তাহা না জানিয়া পরিচ্ছিন্নরূপধারী অগ্ন্যাদি দেবগণ মনে করিয়াছিলেন আমাদেরই এই বিজয়, আমাদেরই এই মহিমা। এই জন্যই আমরা অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব, ইন্দ্রত্বাদি লক্ষণ-যুক্ত জয় ফল অনুভব করিতেছি। ইহা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরস্থ পরমেশ্বর কৃত বিজয় নহে। এইরূপে তাঁহারা মিথ্যা অভিমান করিয়াছিলেন।১।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥২॥

অন্বয় :—তৎ (ব্রহ্ম) হ (নিশ্চয়ই) এষাং (পরিচ্ছিন্ন দেহাভিমানী দেবগণের মিথ্যাহঙ্কার রূপ অভিপ্রায়) বিজজ্ঞৌ (জানিতে পারিয়াছিলেন এবং দেবগণের এই মিথ্যাভিমান দূর করিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য) তেভ্যঃ (দেবগণের দৃষ্টিগোচরে) হ প্রাদুর্ব্বভূব (স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে দিব্য বিস্ময়কর রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন) তৎ ইদং (সেই প্রত্যক্ষগোচর) যক্ষং (দিব্য পূজনীয় রূপটী) কিম্ (কি বস্তু) ইতি (তাহা) ন ব্যজানত (দেবগণ জানিতে পারিলেন না) ॥২॥

অনুবাদ :—সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর পরিচ্ছিন্নদেহাভিমানী দেবগণের মিথ্যাহঙ্কাররূপ অভিপ্রায় নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং দেব-গণের ঐ মিথ্যাভিমান দূর করিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দেবগণের দৃষ্টিগোচরে স্বীয় মায়াশক্তিপ্রভাবে দিব্য বিস্ময়কররূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই প্রত্যক্ষগোচর দিব্য পূজনীয় রূপটী কি বস্তু তাহা দেবগণ জানিতে পারিলেন না ॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং মিথ্যাভিমানেক্ষণবতাং তৎ হ কিলৈষাং মিথ্যেক্ষণং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবদ্ ব্রহ্ম; সর্ব্বেক্ষিতৃ হি তৎ সর্ব্বভূতকরণপ্রয়োক্তৃত্বাৎ দেবানাঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানমুপলভ্য মৈবাসুরবদ্দেবা মিথ্যাভিমানাৎ পরাভবেয়ুরিতি তদনুকম্পয়া দেবান্ মিথ্যাভিমানাপনোদনেন অনুগৃহ্লীয়াম্, ইতি—তেভ্যো দেবেভ্যো হ কিল অর্থায় প্রাদুর্ব্বভূব—স্বযোগমাহাত্ম্যনির্ম্মিতেন অত্যদ্ভুতেন বিস্মাপনীয়েন রূপেণ দেবানামিন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্ব্বভূব।

তৎ প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম ন ব্যজানত—নৈব বিজ্ঞাতবন্তো দেবাঃ—কিমিদং যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভুতমিতি ॥১৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মাভিমানী দেবগণের অসুরপরাজয়ে সেই মিথ্যা গর্ব্বাভিমান ব্রহ্ম জানিতে পারিয়াছিলেন। সর্ব্বদ্রষ্টা এবং সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়গণের প্রেরয়িতা ব্রহ্ম, দেবগণের সেই ভ্রান্তজ্ঞান জানিতে পারিয়া পাছে মিথ্যাভিমানবশতঃ দেবগণও অসুরদিগের দ্বারা পরাভূত হয় এইজন্য উক্ত মিথ্যাভিমান দূর করিয়া দেবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য স্বীয় যোগমাহাত্ম্য-রচিত অতি অদ্ভুত বিস্ময়কর রূপে দেবগণের দৃষ্টিগোচরে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই প্রত্যক্ষগোচর দিব্য পূজনীয় রূপটী কি বস্তু তাহা দেবগণ জানিতে পারিলেন না ॥২॥

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি—
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥৩॥

অন্বয়ঃ—তে (ব্রহ্মের দিব্যরূপ জানিতে না পারিয়া দেবগণ) অগ্নিং (অগ্নিকে) অব্রুবন্ (বলিয়াছিলেন) জাতবেদ (হে সর্ব্বজ্ঞকল্প, তুমি) এতৎ যক্ষং কিম্ ইতি (আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই দিব্য পূজনীয় বস্তুটী কি) এতৎ (ইহা) বিজানীহি (বিশেষরূপে অবগত হও) তথেতি (অগ্নি বলিলেন আচ্ছা, তাহাই হইবে) ॥৩॥

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্মের দিব্যরূপ জানিতে না পারিয়া দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন—হে সর্ব্বজ্ঞকল্প, আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই দিব্য পূজনীয় বস্তুটী কি তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হও। অগ্নি বলিলেন তথাস্তু ॥৩॥

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মি ইত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥৪॥

অন্বয় ঃ—তৎ (সেই যক্ষ সমীপে) অভ্যদ্রবৎ (দ্রুত গমন

করিয়াছিলেন) তম্ (সেই অগ্নিকে) অভ্যবদৎ (যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন) কঃ অসি ইতি (তুমি কে ?) অগ্নিঃ বা অহম্ অস্মি (অগ্নি বলিলেন আমি বিশ্ব বিখ্যাত অগ্নি) জাতবেদা বা অহম্ অস্মি (আমি সর্ব্বজ্ঞকল্প জাতবেদা) ইতি (এই কথা) অব্রবীৎ (অগ্নি বলিয়াছিলেন) ॥৪॥

অনুবাদ :—অগ্নি তথাস্তু বলিয়া সেই যক্ষ সমীপে গমন করিলেন। যক্ষ সেই অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ?" অগ্নি প্রত্যুত্তরে যক্ষকে বলিয়াছিলেন "আমি বিশ্ববিখ্যাত অগ্নি, আমি সর্ব্বজ্ঞকল্প জাতবেদা" ॥৪॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি ।
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৫॥

অন্বয় :—তস্মিন্ (সেই প্রসিদ্ধ গুণযুক্ত) ত্বয়ি (তোমাতে) কিং বীর্য্যং ইতি (কি সামর্থ্য আছে ? এই কথা যক্ষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) যৎ ইদং পৃথিব্যাং (যাহা কিছু এই চতুর্দ্দশ ভুবনে আছে) ইদং সর্ব্বং (চরাচর তৎ সমস্তই) অপি দহেয়ম্ (আমি নিশ্চয়ই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারি) ইতি (এই কথা অগ্নি যক্ষকে বলিলেন) ॥৫॥

অনুবাদ :—যক্ষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই প্রসিদ্ধ গুণযুক্ত তোমাতে কি সামর্থ্য আছে ? অগ্নি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন এই চতুর্দ্দশ ভুবনে চরাচরাত্মক যাহা কিছু আছে তৎ সমস্তই আমি নিশ্চয়ই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারি ।৫॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি । তদুপপ্রেয়ায় ।
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্ । স তত এব নিববৃতে,
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুম্, যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥৬॥

অন্বয় ঃ—তস্মৈ (উক্ত প্রকার আত্মশ্লাঘা পরায়ণ অভিমানী অগ্নির গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহার সম্মুখে) তৃণং (একটি শুষ্ক তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিলেন) এতৎ দহ ইতি (এবং বলিলেন, 'এই তৃণটীকে দগ্ধ কর') তৎ (অগ্নি সেই তৃণ) উপ প্রেয়ায় (সমীপে গমন করিলেন) তৎ (কিন্তু সেই তৃণটীকে) সর্ব্বজবেন (সমস্ত বলদ্বারা) দগ্ধুং (দগ্ধ করিতে) ন শশাক (সমর্থ হইলেন না) সঃ (সেই জাতবেদা অগ্নি তৃণটীকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া নীরবে) ততঃ এব (সেই যক্ষের নিকট হইতে) নিববৃতে (দেবগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন) যদেতৎ যক্ষং ইতি (এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা) এতৎ বিজ্ঞাতুং (জানিতে) ন অশকম্ (সমর্থ হইলাম না) ॥৬॥

অনুবাদ ঃ—উক্ত প্রকারে আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ অভিমানী অগ্নির গর্ব্বচূর্ণ করিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহার সম্মুখে একটী শুষ্ক তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি সেই তৃণ সমীপে গমন করিয়া স্বীয় সমস্ত বল দ্বারাও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। সেই জাতবেদা অগ্নি তৃণটীকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া নীরবে সেই যক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তে তদজানন্তো দেবাঃ সান্তর্ভয়াঃ তদ্‌বিজিজ্ঞাসবঃ অগ্নিম্ অগ্রগামিনং জাতবেদসং সর্ব্বজ্ঞকল্পম্ অব্রুবন্ উক্তবন্তঃ—হে জাতবেদঃ এতৎ অস্মদ্‌গোচরস্থং যক্ষং বিজানীহি বিশেষতো বুধ্যস্ব, ত্বং নস্তেজস্বী, কিমেতৎ যক্ষমিতি। তথাস্তু ইতি তদ্ যক্ষম্ অভি অদ্রবৎ, তৎপ্রতিগতবান্

অগ্নিঃ। তঃ চ গতবন্তঃ পিপৃচ্ছিষুঃ তৎসমীপে অপ্রগল্‌ভত্বাৎ তুষ্ণীম্ভূতং তৎ যক্ষম্ অভ্যবদৎ অগ্নিং প্রত্যভাষত—কোঽসীতি। এবং ব্রহ্মণা পৃষ্টোঽগ্নিঃ অব্রবীৎ—অগ্নিঃ বৈ অগ্নির্নামাহং প্রসিদ্ধঃ, জাতবেদা ইতি চ, নামদ্বয়েন প্রসিদ্ধতয়া আত্মানং শ্লাঘয়ন্। ইত্যেবমুক্তবন্তং ব্রহ্ম অবোচৎ—তস্মিন্ এবং প্রসিদ্ধগুণনামবতি ত্বয়ি কিং বীর্য্যং সামর্থ্যম্ ইতি? সোঽব্রবীৎ—ইদং জগৎ সর্ব্বং দহেয়ং ভস্মীকুর্য্যাম্ যদিদং স্থাবরাদি পৃথিব্যাম্ ইতি। পৃথিব্যাম্ ইত্যুপলক্ষণার্থম্ ;—যতঃ অন্তরিক্ষস্থমপি দহ্যত এবাগ্নিনা। তস্মৈ এবমভিমানবতে ব্রহ্ম তৃণং নিদধৌ পুরোঽগ্নেঃ স্থাপিতবৎ। ব্রহ্মণা 'এতৎ তৃণমাত্রং মমাগ্রতোদহ-ন চেদসি দগ্ধুং-সমর্থঃ, মুঞ্চ দগ্ধৃত্বাভিমানং সর্ব্বত্র' ইত্যুক্তঃ তৎ তৃণমুপপ্রেয়ায় তৃণসমীপং গতবান্ সর্ব্বজবেন সর্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন, গত্বা তৎ ন শশাক নাশকৎ দগ্ধুম্। স জাতবেদাঃ তৃণং দগ্ধুমশক্তো ব্রীড়িতো হতপ্রতিজ্ঞঃ তত এব যক্ষাদেব তুষ্ণীং দেবান্ প্রতিনিববৃতে নিবৃত্তঃ প্রতিগতবান্ নৈতৎ যক্ষম্ অশকং শক্তবান্ অহং বিজ্ঞাতুং বিশেষতঃ—যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥১৭,৩।২০—৬॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—দেবগণ সেই আবির্ভূত যক্ষের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অন্তরে ভীত হইয়া সেই তত্ত্ব জানিবার অভিপ্রায়ে জাতবেদা সর্ব্বজ্ঞ-কল্প অগ্রগামী অগ্নিকে বলিলেন, হে জাতবেদ, তুমিই আমাদের মধ্যে তেজস্বী, সেইজন্য আমাদের দৃষ্টিগোচর ওই যক্ষটী কি তাহা সবিশেষ বুঝিয়া আইস। অগ্নি 'তাহাই হউক' বলিয়া সেই যক্ষের দিকে গমন করিলেন। অগ্নি যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে নির্ব্বাক্ অবস্থায় রহিলেন, তখন সেই যক্ষ অগ্নির পরিচয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?' ব্রহ্ম দ্বারা এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অগ্নি স্বীয় দুইটী নামের দ্বারা আত্মপ্রশংসা করিয়া বলিলেন "আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আমি জাতবেদা"। এইরূপ আত্মপ্রশংসাকারী অগ্নিকে ব্রহ্ম বলিলেন—"এইরূপ প্রসিদ্ধ

গুণ ও নামযুক্ত তোমার বীর্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য কিরূপ ?” অগ্নি উত্তর করিলেন—“পৃথিবীতে স্থাবরাদি যাহা কিছু আছে তাহা সব আমি দগ্ধ, ভস্মীভূত করিতে পারি।” পৃথিবী শব্দ দ্বারা অন্তরিক্ষও উপলক্ষিত হইতেছে, কেন না অগ্নি অন্তরিক্ষস্থ বস্তুসকলও দগ্ধ করেন। তাদৃশ অভিমানী অগ্নির সম্মুখে ব্রহ্ম একটী তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন “আমার সম্মুখস্থ এই তৃণটী দগ্ধ কর ; যদি তাহা না পার তবে আমি সব দগ্ধ করিতে পারি এই অভিমান ত্যাগ কর।” এইরূপে অভিহিত হইয়া অগ্নি সেই তৃণটীকে দগ্ধ করিবার জন্য যথাশক্তি অসীম উৎসাহের সহিত তাহার নিকট গিয়াও সেই তৃণটীকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। জাতবেদা অগ্নি তৃণটীকে দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত ও প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অপারগ হইয়া নীরবে যক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া (দেবগণকে) বলিলেন “এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি বিশেষ করিয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না।” ।৩—৬।

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥৭॥

অন্বয় :—অথ (অনন্তর) বায়ুম্ (বায়ুকে) অব্রুবন্ (দেবগণ বলিলেন) বায়ো (হে বায়ু) এতৎ যক্ষং কিং (এই যক্ষ কি বস্তু) ইতি এতৎ বিজানীহি (তাহা অবগত হও)। তথেতি (তথাস্তু) ॥৭॥

অনুবাদ :—অগ্নির বাক্য শ্রবণানন্তর দেবগণ সর্ব্বজগতের জীবনীশক্তি রূপ বায়ুকে বলিলেন—হে বায়ো এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা তুমি অবগত হও। বায়ু বলিলেন—তথাস্তু ॥৭॥

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবী-ন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥৮॥

অন্বয় :—তৎ (সেই যক্ষকে) অভ্যদ্রবৎ (লক্ষ্য করিয়া বায়ু যক্ষের সমীপে দ্রুত গমন করিলেন) তম্ অভ্যবদৎ (যক্ষ বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) কঃ অসি ইতি (তুমি কে ?) অহম্ (আমি) বা (সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ) বায়ুঃ (বায়ু) অস্মি (হই) মাতরিশ্বা বা অহম্ অস্মি (আকাশে বিচরণশীল আমি বিশ্ববিখ্যাত মাতরিশ্বা) ইতি (এই কথা বায়ু যক্ষকে) অব্রবীৎ (বলিলেন) ॥৮॥

অনুবাদ :—বায়ু যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। যক্ষ বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমি কে ? বায়ু যক্ষকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আমি সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বায়ু, আকাশে বিচরণশীল আমি বিশ্ববিখ্যাত মাতরিশ্বা ॥৮॥

তস্মিং স্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ম্ যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৯॥

অন্বয় :—তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যং ইতি (ঐ প্রকার গুণবিশিষ্ট তোমাতে কি প্রকার সামর্থ্য আছে ?) পৃথিব্যাং (চতুর্দ্দশ ভুবনে) যদিদং (যাহা কিছু এই স্থাবর জঙ্গম আছে) সর্ব্বং অপি ইদং (সেই সমস্তই) আদদীয়ম্ (আমি গ্রহণ করিতে পারি) ইতি (এই কথা বায়ু যক্ষকে বলিলেন) ॥৯॥

অনুবাদ :—যক্ষ বায়ুকে বলিলেন ঐরূপ গুণবিশিষ্ট তোমাতে কি প্রকার সামর্থ্য আছে ? বায়ু যক্ষকে বলিলেন—চতুর্দ্দশ ভুবনে যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম আছে সেই সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি ॥৯॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায়।
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক

আদাতুম্ । স তত এব নিববৃতে । নৈতদশকম্ বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥১০॥

অন্বয় ঃ—তস্মৈ (যক্ষ বায়ুর অগ্রে) তৃণং (একটি শুষ্ক তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিয়া বলিলেন) এতৎ (ইহাকে) আদৎস্ব (গ্রহণ কর) তৎ উপপ্রেয়ায় (বায়ু সেই তৃণসমীপে গমন করিলেন) সর্ব্বজবেন (স্বীয় সমস্ত শক্তি দ্বারা) তৎ (সেই তৃণকে) আদাতুং (গ্রহণ করিতে) ন শশাক (সমর্থ হইলেন না) সঃ ততঃ এব নিববৃতে (বায়ু লজ্জিত হইয়া নীরবে যক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন) এতৎ যক্ষং যৎ এতৎ বিজ্ঞাতুং ন অশকম্ (এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না) ॥১০॥

অনুবাদ ঃ—যক্ষ বায়ুর অগ্রে একটি শুষ্ক তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন—ইহাকে গ্রহণ কর। বায়ু সেই তৃণ সমীপে গমন করিয়া স্বীয় সমস্ত শক্তি দ্বারা সেই তৃণকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বায়ু লজ্জিত হইয়া নীরবে যক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথবায়ুমিতি। অথ অনন্তরং বায়ুমব্রুবন্ হে বায়ো এতদ্বিজানীহি ইত্যাদিসমানার্থং পূর্ব্বেণ। বাণাৎ-গমনাৎ গন্ধনাদ্বা বায়ুঃ। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তীতি মাতরিশ্বা। ইদং সর্ব্বমপি আদদীয় গৃহ্নীয়াম্। যদিদং পৃথিব্যামিত্যাদি সমানমেব ॥২১,৭॥২২,৮॥২৩,৯॥২৪,১০॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—অনন্তর দেবগণ বায়ুকে বলিলেন, হে বায়ো ! তুমি এই যক্ষকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া আগমন কর ; ইত্যাদি। অবশিষ্ট

সমস্তই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের সমান অর্থবোধক। "বা" ধাতুর অর্থ হইতেছে "গমন" কিংবা "গন্ধগ্রহণ"। পবন গমন এবং গন্ধগ্রহণ করে বলিয়া পবন "বায়ু" নামে অভিহিত এবং অন্তরিক্ষে বিচরণ হেতু "মাতরিশ্বা" এই নামে কথিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তদ্ সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি ইত্যাদি। অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বের ন্যায় ॥৭।৮।৯।১০॥

অথেন্দ্রমব্রুবন্, মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে ॥১১॥

অন্বয় :—অথ (বিগতগর্ব্ব বায়ুর বচন শ্রবণানন্তর) ইন্দ্রং (স্বর্গের অধিপতি বজ্রধারী ইন্দ্রকে কিংবা আদিত্যকে) অব্রুবন্ (দেবগণ বলিলেন) মঘবন্ (হে পূজ্য ইন্দ্র) এতৎ যক্ষং কিং (এই যক্ষ কে) এতৎ ইতি বিজানীহি (তাহা অবগত হও) তথেতি (তথাস্তু) তৎ (সেই যক্ষকে) অভ্যদ্রবৎ (লক্ষ্য করিয়া দ্রুত গমন করিয়াছিলেন) তস্মাৎ (ইন্দ্রের নিকট হইতে) তিরোদধে (যক্ষ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের 'আমি ইন্দ্র' এইরূপ ইন্দ্রত্বের অভিমান নিরাকরণ করিবার জন্য ইন্দ্রের সহিত সম্ভাষণ মাত্রও না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন) ॥১১॥

অনুবাদ :—বিগত-গর্ব্ব বায়ুর বচন শ্রবণানন্তর দেবগণ বজ্রধারী, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রকে বলিলেন—হে পূজ্য ইন্দ্র, এই যক্ষ কে তাহা অবগত হও। ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া সেই যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তৎসমীপে দ্রুত গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের "আমি ইন্দ্র" এইরূপ ইন্দ্রত্বের অভিমান নিরাকরণ করিবার জন্য সমীপাগত ইন্দ্রের সহিত সম্ভাষণমাত্রও না করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন ॥১১॥

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীম্ ।
তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥১২॥

অন্বয় :—সঃ (সেই ইন্দ্র বিগতাভিমান হইয়া) তস্মিন্ এব আকাশে (যে স্থানে যক্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে স্থান হইতে তিরোহিত হইয়াছিলেন সেই আকাশপ্রদেশে অবস্থান করিয়া যক্ষের স্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিজিজ্ঞাসু ইন্দ্রের যক্ষের প্রতি ঐকান্তিকী পরমাভক্তি অবগত হইয়া উমারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা ইন্দ্রের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন) বহুশোভমানাং (বহুবিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিতা) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূতা) হৈমবতীং (হিমালয়ের তনয়া কিংবা সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিতা) উমাং (দুর্গারূপে আবির্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যা রূপিনী উমার সমীপে) আজগাম (ইন্দ্র আগমন করিলেন) তাং (এবং তাঁহাকে) হ উবাচ (জিজ্ঞাসা করিলেন) এতদ্ যক্ষম্ কিমিতি (এই যক্ষ কে ?) ॥১২॥

অনুবাদ :—ইন্দ্র বিগতাভিমান হইয়া যে স্থানে যক্ষ প্রাদুর্ভূত এবং তিরোহিত হইয়াছিলেন সেই আকাশপ্রদেশে অবস্থান করিয়া যক্ষের স্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিজিজ্ঞাসু ইন্দ্রের যক্ষের প্রতি ঐকান্তিকী পরমাভক্তি অবগত হইয়া উমারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা ইন্দ্রের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইন্দ্র বহুবিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিতা স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূতা হিমালয় তনয়া কিংবা সুবর্ণালঙ্কারে মণ্ডিতা দুর্গারূপে আবির্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমার সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যক্ষ কে ? ॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথেন্দ্রমিতি। অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্ এতদবিজানীহি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরোমঘবন্ বলবত্ত্বাৎ, তথেতি তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ আত্মসমীপং গতাৎ তদ্‌ব্রহ্ম তিরোদধে তিরোভূতম্, ইন্দ্রস্য ইন্দ্রত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্য ইতি অতঃ সংবাদমাত্রমপি নাদাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রায়। তদ্ যক্ষং যস্মিন্ আকাশে আকাশপ্রদেশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতম্, ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ, স ইন্দ্রঃ তস্মিন্ এব আকাশে তস্থৌ, কিংতদ্ যক্ষমিতিধ্যায়ন্, ন নিববৃতেঽগ্যাদিবৎ,তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা। স ইন্দ্রঃ তাম্ উমাং বহু শোভমানাং সর্ব্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমাং বিদ্যাম্, তদা বহুশোভমানামিতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি। হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃত্বা তামুপজগাম। ইন্দ্রঃ তাং হ উমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ—ব্রূহি কিমেতদ্দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষমিতি ॥২৫।১১॥—২৬।১২॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবৎ পাদকৃতৌ
কেনোপনিষৎ পদভাষ্যে তৃতীয়খণ্ডঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন 'হে মঘবন্! এই যক্ষটী কি বস্তু, উহা জানিয়া আইস' ইত্যাদি ; অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বের ন্যায়। ইন্দ্র অর্থ পরমেশ্বর, বলবত্তা হেতু মঘবন্ শব্দে অভিহিত। ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া সেই যক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যক্ষরূপে আবির্ভূত সেই ব্রহ্ম, ইন্দ্রকে স্বীয় সমীপাগত অবলোকন করিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বরূপ

অভিমান সম্যক্‌রূপে বিদূরিত করা উচিত, ইহা ভাবিয়া ইন্দ্রের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত না করিয়া সমীপবর্ত্তী ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই যক্ষ যে আকাশ প্রদেশে আপনাকে প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্র যে আকাশ প্রদেশে ব্রহ্মের তিরোধান-কালে অবস্থিত ছিলেন সেই আকাশ প্রদেশেই ইন্দ্র "এই যক্ষটী কোন্ বস্তু" ইহা ধ্যান করিতে করিতে অবস্থিত রহিলেন, অগ্নি আদির ন্যায় সেই স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের ভক্তি জানিতে পারিয়া, উমারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। নিখিল রমণীয় পদার্থের মধ্যে বিদ্যা হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভা-সম্পন্না, সেইহেতু "বহুশোভমানা" এই বিশেষণটী উমারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। "হৈমবতী" অর্থ হইতেছে স্বর্ণালঙ্কার-বিশিষ্টার ন্যায় অতিশয় শোভমানা ; অথবা হিমালয়ের কন্যা হৈমবতী বা দুর্গাই উমা-শব্দ-বাচ্য। এই ভগবতী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্তা, সুতরাং উমা সর্ব্ববিষয় জানিতে সমর্থা—ইহা মনে করিয়া সেই ইন্দ্র উমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র সেই উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যে যক্ষ নিজেকে প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন সেই যক্ষ কে ? ইহা আমাকে বল ॥১১॥১২॥

ইতি কেনোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

কেনোপনিষৎ

অথ চতুর্থ খণ্ডঃ

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।
ততো হৈব বিদাংচকার ব্রহ্মেতি ॥১॥

অন্বয় :—সা (ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা) উবাচ (বলিলেন) ব্রহ্ম হ ইতি (তোমাদের সমীপে যিনি প্রাদুর্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম, বৃহৎ অর্থাৎ দেশকালবস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নিত্য চিন্মাত্র স্বরূপ) ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে (এই ব্রহ্মনিমিত্ত অসুরদিগের উপর বিজয়লাভে) এতৎ মহীয়ধ্বং ইতি (তোমরা এইরূপ মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ) ততঃ হ এব (সেই উমা বাক্য হইতেই) বিদাংচকার (ইন্দ্র জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে জানিতে সমর্থ হন নাই যে) ব্রহ্ম ইতি (ঐ যক্ষই ব্রহ্ম) ॥১॥

অনুবাদ :—ইন্দ্রকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা বলিলেন 'তোমাদের সমীপে যিনি প্রাদুর্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম,—বৃহৎ অর্থাৎ দেশকালবস্তু-পরিচ্ছেদরহিত, নিত্য, চিন্মাত্রস্বরূপ। এই ব্রহ্মনিমিত্তই অসুরদিগের উপর তোমাদের বিজয়লাভ হইয়াছে; সুতরাং 'আমরা অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ-হেতু আমরা পূজিত হইতেছি', এইরূপ মিথ্যাভিমান পরিত্যাগ কর। সেই উমাবাক্য হইতেই ইন্দ্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ যক্ষই ব্রহ্ম; কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে উহা জানিতে সমর্থ হন নাই ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। হ কিল ব্রহ্মণঃ বৈ ঈশ্বরস্যৈব বিজয়ে ঈশ্বরেণৈব জিতা অসুরাঃ, যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্। তস্যৈব বিজয়ে

যূয়ং মহীয়ধ্বং মহিমানং প্রাপ্নুথ। এতদিতি ক্রিয়া বিশেষণার্থম্। মিথ্যাভিমানস্তু যুষ্মাকময়ম্ 'অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।' ততঃ তস্মাৎ উমাবাক্যাৎ হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ইন্দ্রঃ অবধারণাৎ ততো হৈবেতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ॥২৭।১॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সেই উমা বলিলেন—ঐ যক্ষ হইতেছেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরেরই বিজয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তোমরা কেবল নিমিত্তমাত্র। তাঁহারই বিজয়ে তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ। 'এতৎ' এই শব্দটী ক্রিয়ার বিশেষণ, ইহার অর্থ হইতেছে এইরূপে। 'আমাদেরই এই বিজয়, আমাদেরই এই মহিমা' এইরূপে যে তোমাদের অভিমান-প্রকাশ, উহা তোমাদের মিথ্যা অভিমান। উমার উক্তপ্রকার বাক্য হইতে ইন্দ্র নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ যক্ষই ব্রহ্ম। 'ততো হ এব' এই পদগুলি দ্বারা যে নিশ্চয় সূচিত হইতেছে সেই নিঃসংশয়রূপে অবধারণ স্বতন্ত্ররূপে হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্র স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা যক্ষই যে ব্রহ্ম উহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারেন নাই ; উমাবাক্য হইতেই উহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছিলেন।১।

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্
যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ,
তে হি এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুঃ তে হি এনৎ
প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥২॥

অন্বয়—যৎ (যেহেতু) তে এতে দেবাঃ (সেই এই দেবগণ) অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ (অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র) হি এনৎ (এই ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং (অতিশয় সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে) পস্পর্শুঃ (স্পর্শ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) এবং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি (এবং প্রথমে

ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) অন্যান্ দেবান্ (অপর দেবগণকে) অতিতরাং ইব (অতিক্রম করিয়া জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য্যাদিতে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন) ॥২॥

অনুবাদ :—যে হেতু সেই এই দেবগণ অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র এই ব্রহ্মকে অতিশয় সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রথমে ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহারা অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যাদিতে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যস্মাৎ অগ্নিবায্বিন্দ্রা এতে দেবা ব্রহ্মণঃ সংবাদ-দর্শনাদিনা সামীপ্য-মুপগতাঃ, তস্মাৎ ঐশ্বর্য্যগুণৈঃ অতিতরামিব শক্তিগুণাদি মহাভাগ্যৈঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেরত ইব এতে দেবাঃ। ইব-শব্দোঽনর্থকোঽবধারণার্থো বা। যৎ অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ তে হি দেবা যস্মাৎ এনৎ ব্রহ্ম নেদিষ্টম্ অন্তিকতমং প্রিয়তমং পস্পর্শুঃ স্পৃষ্টবন্তো যথোক্তৈঃ ব্রহ্মণঃ সংবাদাদিপ্রকারৈঃ ; তে হি যস্মাচ্চ হেতোঃ এনৎ ব্রহ্ম প্রথম—প্রথমাঃ প্রধানাঃ সন্ত ইত্যেতদ্ বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চক্রুরিত্যে তদ্ ব্রহ্মেতি ॥২৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ :—যেহেতু অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র, দর্শন এবং কথোপ-কথনাদি দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ঐশ্বর্য্যগুণে অর্থাৎ শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি মহাভাগ্যবশতঃ তাঁহারা অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়া-ছিলেন। 'ইব' এই শব্দটী অনর্থক অথবা নিশ্চয়ার্থক। যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত দর্শন এবং কথোপকথনাদি দ্বারা ব্রহ্মকে অত্যন্ত নিকটতমরূপে, অত্যন্ত প্রিয়তমরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু

তাঁহারা প্রথম অর্থাৎ প্রধান হইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ যক্ষই ব্রহ্ম, সেই হেতু তাঁহারা দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ॥২॥

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্। স হি
এনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স
হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥৩॥

অন্বয় :—হি (যেহেতু) সঃ (ইন্দ্র) এনৎ (ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং (অত্যন্ত সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে) পস্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছিলেন) সঃ হি (এবং যে হেতু তিনি) এনৎ (যক্ষকে) প্রথমঃ (অগ্নি এবং বায়ুর পূর্ব্বে উমা বাক্য হইতে প্রথমেই) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (জানিতে পারিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেই হেতু) ইন্দ্রঃ অতিতরাং ইব অন্যান্ দেবান্ (ইন্দ্র অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন) ॥৩॥

অনুবাদ :—যেহেতু ইন্দ্র ব্রহ্মকে অত্যন্ত সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যেহেতু তিনি যক্ষকে অগ্নি এবং বায়ুর পূর্ব্বে উমা বাক্য হইতে প্রথমেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু ইন্দ্র অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাৎ অগ্নিবায়ূ অপি ইন্দ্রবাক্যাদেব বিদাঞ্চক্রতুঃ, ইন্দ্রেণ হি উমা-বাক্যাৎ প্রথমং শ্রুতং ব্রহ্মেতি, অতঃ তস্মাদ্বৈ ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেতে ইব অন্যান্ দেবান্। স হ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, যস্মাৎ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি উক্তার্থং বাক্যম্ ॥২৯॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইন্দ্রই প্রথমে উমাবাক্য হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত যক্ষ ব্রহ্ম, যেহেতু ইন্দ্রই ব্রহ্মকে অতি সন্নিহিতরূপে স্পর্শ

করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি প্রথমেই এই যক্ষই ব্রহ্ম ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন এবং যেহেতু অগ্নি ও বায়ু উভয়েই ইন্দ্র বাক্য হইতে ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছিলেন ; সেই হেতু ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ॥৩॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ
ইতীন্ ন্যমীমিষদ্ আ ইত্যধিদৈবতম্ ॥৪॥

অন্বয় :—তস্য (ইন্দ্র যাঁহাকে নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে) এষঃ (এই) আদেশঃ (উপদেশ) যৎ এতৎ (যা এই) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের) ব্যদ্যুতৎ (প্রকাশ স্ফুরণ) আ (সদৃশ) ইতি ইৎ (এবং) ন্যমীমিষৎ (চক্ষু নিমেষ করিয়াছিল অর্থাৎ চক্ষুর নিমেষ) আ (সদৃশ) ইতি অধিদৈবতম্ (এই হইতেছে দেববিষয়ক দর্শন কিংবা বিদ্যুতের সহিত ব্রহ্মের প্রকাশের এবং চক্ষুর নিমিষের সহিত ব্রহ্মের তিরোভাবের উপমাপ্রদর্শন, দেবতাবিষয়ক ব্রহ্মের উপমান দর্শন) ॥৪॥

অনুবাদ :—ইন্দ্র যাঁহাকে ভক্তিপূত হৃদয়ে নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন সেই ব্রহ্মসম্বন্ধে এই উপমা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। ব্রহ্মের প্রকাশ বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায়। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল অত্যুজ্জ্বল আলোকে প্রকাশিত করে সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা বিবেক বৈরাগ্যবান্, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকের অজ্ঞানরাশি বিদূরিত করিয়া দিলে, চিন্মাত্র জ্যোতিঃ ব্রহ্মাত্মস্বরূপের অপ্রতিবদ্ধভাবে অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে একবার অনুভূত হইলে আর কখনও উহা অজ্ঞানের দ্বারা পুনরায় আবৃত হয় না, উহা স্বপ্রকাশ বলিয়া সকৃৎ-বিভাত। পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকিলে ব্রহ্মানুভূতি সহসা হইলেও উহা পুনরায়

চক্ষুর নিমেষের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। অগ্নি ও বায়ুর পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মাভিমান ছিল বলিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইয়াও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিলেন। ইন্দ্রের অহঙ্কার অভিমান ছিল বলিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইয়াও তিরোহিত হইয়াছিলেন। পরে ইন্দ্র অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার নির্ম্মল চিত্তাকাশে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হওয়ায় ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছিল। ইহাই হইতেছে দেবসম্বন্ধীয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় উপদেশ। দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, বিচার, তর্ক, পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়ন, বেদের অধ্যাপনা, মেধা, স্বীয় ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে স্বীয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ আপনা আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকে ॥৪॥

অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র বা সূর্য্য হইতেছেন বৈদিক সাধনার স্তরবিশেষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে এই অগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপ আত্মতত্ত্বোপ-লব্ধির সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীতেও অগ্নি বা মহাকালী, বায়ু বা মহালক্ষ্মী এবং সূর্য্য বা মহাসরস্বতীরূপে এই বৈদিক সাধনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধনার প্রথম স্তর হইতেছে অগ্নি বা বৈশ্বানর বা বিরাট্ বা বিষ্ণুর অপরোক্ষানুভূতি, সাধনার দ্বিতীয় স্তরে বায়ু বা সূত্রাত্মা হিরণ্য-গর্ভের সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি। সাধনার তৃতীয় স্তরে সূর্য্য বা নিরাবরণ মায়োপাধিক, পূর্ণাহংতা, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরপদলাভ। তৎপরে অহংতা-বিলয়ে স্বরূপস্থিতি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ এষঃ আদেশঃ উপমোপদেশঃ। নিরুপমস্য ব্রহ্মণো যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোঽয় মাদেশ ইত্যুচ্যতে। কিং

তৎ ? যদেতৎ প্রসিদ্ধং লোকে বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতনং কৃতবদিতি, এতদনুপপন্নম্ ইতি বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিতি কল্প্যতে। আ ইত্যুপমার্থে। বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিবেত্যর্থঃ।

"যথা সকৃদ্ বিদ্যুতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরে চ দর্শনাৎ। বিদ্যুদিব হি সকৃদাত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতং ব্রহ্ম দেবেভ্যঃ। অথবা বিদ্যুতঃ 'তেজঃ' ইত্যধ্যাহার্য্যম্। ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতিতবৎ, আ ইব। বিদ্যুতস্তেজঃ সকৃৎ বিদ্যোতিতবদিব ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতি শব্দ আদেশপ্রতি-নির্দ্দেশার্থঃ—ইত্যয়মাদেশ ইতি। ইচ্ছব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। অয়ং চাপরস্তস্যা-দেশঃ। কোঽসৌ ? ন্যমীমিষৎ। যথা চক্ষুঃ ন্যমীমিষৎ নিমেষং কৃতবৎ। স্বার্থে ণিচ্। উপমার্থ এব আকারঃ। চক্ষুষো বিষয়ং প্রতি প্রকাশ-তিরোভাব ইব চেত্যর্থঃ। ইতি অধিদৈবতম্—দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণ উপমান দর্শনম্ ॥৩০॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই আদেশ অর্থাৎ উপমা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। যে উপমা দ্বারা উপমা-রহিত ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই উপদেশকে 'আদেশ' বলে। সাদৃশ্য-মূলক সেই আদেশ কি প্রকার ? জগতে প্রসিদ্ধ বিদ্যুতের প্রকাশ যেরূপ, ব্রহ্মও সেইরূপ ; ব্রহ্ম বিদ্যুৎপ্রকাশতুল্য এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নয়, সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন ঐরূপ বাক্য কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে। 'আ' এই শব্দটি উপমা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবগণের নিকট ব্রহ্মের প্রকাশ বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় ইহাই হইতেছে শ্রুতির অভিপ্রায়। "ব্রহ্ম সকৃৎ-প্রকাশ বিদ্যুতের ন্যায়" অন্যশ্রুতির এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের প্রকাশ একবার বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় ইহা প্রতিপাদিত হয়। ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় একবারমাত্র নিজেকে প্রদর্শন করিয়া দেবগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অথবা 'বিদ্যুতঃ' এই শব্দের পর 'তেজঃ' শব্দটি যোগ করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে বিদ্যুতের তেজ যেরূপ

একবার প্রকাশ পাইয়া তিরোহিত হইয়া যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ একবার-মাত্র দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটি আদেশ পুনরায় নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাই সেই আদেশ। 'ইৎ' শব্দের অর্থ সমুচ্চয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই আর একটি আদেশ। সেই আদেশটী কি? সেই আদেশটী—ব্রহ্ম চক্ষুর নিমেষের ন্যায়। চক্ষু যেরূপ নিমেষ করে। স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'আ' শব্দটী উপমার্থ। রূপাদি বিষয়ের প্রতি চক্ষুর যেরূপ উন্মেষ ও নিমেষ, প্রকাশ ও তিরোভাব, দেবগণ সমীপে ব্রহ্মের প্রকাশও তদ্রূপ। দেবতা বিষয়ে ব্রহ্মের এই উপমাদর্শন হইতেছে অধিদৈবত আদেশ ॥৪॥

অথ অধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনঃ অনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥৫॥

অন্বয় :—অথ (অধিদৈব উপদেশের অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (প্রতি প্রাণিদেহে ব্রহ্ম যে প্রত্যগাত্মারূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে উপলব্ধি করিবার উপদেশই হইতেছে অধ্যাত্ম উপদেশ) যৎ (যেহেতু) এতৎ (এই আত্মা বা 'আমি' এই জ্ঞানের লক্ষ্যরূপে উপদিষ্ট, দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের প্রকাশক, বাক্য মনের অগোচর, সর্ব্বদা অপরোক্ষ, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, প্রত্যক্ আত্মা ব্রহ্মকে) মনঃ (সমাহিত মন) গচ্ছতি ইব (যেন বিষয় করিতেছে, প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ মন জড় বলিয়া মনের বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তি সমূহও জড়। জড়ের পরিণাম সম্ভব হয় তখনই যখন উহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত হয়। সেইজন্য চৈতন্যাভাসবিশিষ্ট মন ও মনোবৃত্তি সমূহে আভাস দ্বারা উপলক্ষিত বিম্ব চৈতন্য বা প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মকে মন যেন বিষয় করে অর্থাৎ জানে; কিন্তু জানি জানি করিয়াও মন ব্রহ্মকে ঘট পটাদির ন্যায় জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারে না; সেই জন্য 'ইব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।) অনেন (এই সমাহিত মন দ্বারা) এতৎ

(চৈতন্য স্বরূপ আত্মারূপে অবস্থিত ব্রহ্মকে) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তর, পুনঃ পুনঃ) উপস্মরতি ('অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে অতি নিকটতম-ভাবে সাধক মনন করিয়া থাকে) সংকল্পঃ (আমি ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিব এইরূপ দৃঢ়সংকল্পের সহিত নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ মনন করিতে হইবে) ॥৫॥

অনুবাদ :—অধিদৈব উপদেশের অনন্তর ব্রহ্ম যে প্রতি প্রাণিদেহে প্রত্যগাত্মারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন সেই ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করিবার উপদেশই হইতেছে অধ্যাত্ম উপদেশ। যেহেতু সেই পরোক্ষ ব্রহ্ম সর্ব্বদা অহং প্রত্যয়ের লক্ষ্যরূপে দেহমধ্যে বিদ্যমান, সেইজন্য মন এই আত্মা বা 'আমি'র লক্ষ্য,অন্তঃকরণাদির প্রকাশক, বাক্য মনের অগোচর, সর্ব্বদা অপরোক্ষ, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ প্রত্যগাত্মা .ব্রহ্মকে যেন বিষয় করিতেছে, প্রাপ্ত হইতেছে। মন জড় বলিয়া মনের বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিসমূহও জড়। জড়ের পরিণাম সম্ভব হয় তখনই যখন উহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত হয়। সেইজন্য চৈতন্যাভাসবিশিষ্ট মন ও মনোবৃত্তি সমূহে আভাস দ্বারা উপলক্ষিত বিশ্বচৈতন্য বা প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মকে মন যেন বিষয় করে অর্থাৎ জানে ; কিন্তু জানি জানি করিয়াও, ছুই ছুই করিয়াও মন ব্রহ্মকে ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারে না কিংবা স্পর্শও করিতে পারে না। সাধক সমাহিত মন দ্বারা আত্মারূপে অবস্থিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে অতি নিকটতমভাবে মনন করেন। আমি ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিব এইরূপ দৃঢ় সংকল্পের সহিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ক্ষুদ্র নহি, দেশকাল বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আমি নহি, আমি দেহত্রয় কিংবা উহাদের ধর্ম্মবান্ নহি, 'আমি ব্রহ্ম,' আমি দেহত্রয়ের প্রকাশক চৈতন্যমাত্রস্বরূপ এইরূপে নিরন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করা যায়। ইহাই হইতেছে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম উপদেশ ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ অনন্তরম্ অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয় আদেশ উচ্যতে, যদেতৎ গচ্ছতীব চ মনঃ এতদ্ ব্রহ্ম ঢৌকত ইব বিষয়ীকরোতীব। যচ্চ অনেন মনসা এতদ্ ব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ,অভীক্ষ্ণং ভৃশং, সংকল্পশ্চ মনসো ব্রহ্মবিষয়ঃ, মন উপাধিকত্বাদ্ধি মনসঃ সঙ্কল্প-স্মৃত্যাদি-প্রত্যয়ৈঃ অভিব্যজ্যতে ব্রহ্ম বিষয়ীক্রিয়মাণমিব। অতঃ স এষ ব্রহ্মণোঽধ্যাত্মমাদেশঃ। বিদ্যুন্নিমেষণবৎ অধিদৈবতং দ্রুতপ্রকাশনধর্ম্মি অধ্যাত্মং চ মনঃপ্রত্যয়-সমকালাভিব্যক্তিধর্ম্মি ইত্যেষ আদেশঃ। এবমাদিশ্যমানং হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদেশোপদেশঃ। নহি নিরুপাধি কমেব ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিভিঃ আকলয়িতুং শক্যম্ ॥৩১॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যগাত্মবিষয়ে আদেশ বা উপদেশ উক্ত হইতেছে - মন ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিবার জন্য যেন যাইতেছে (চেষ্টা করিতেছে), যেন ব্রহ্মে ঢুকিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার মত করিতেছে, এই মনের দ্বারাই সাধক ব্রহ্মকে অত্যন্ত সান্নকটে অবস্থিত মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন। ব্রহ্মকে আয়ত্তী-করণোদ্দেশ্যে মনের সঙ্কল্প অর্থাৎ মনরূপ (ব্রহ্মের) উপাধি ও মনের সংকল্প ও স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা আয়ত্তীভূতের মত হইয়া ব্রহ্ম অভিব্যক্ত অর্থাৎ অভিজ্ঞাতবৎ হন। ইহাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে অধ্যাত্ম উপদেশ বা আদেশ। অধিদৈবৎ সম্বন্ধে (আদেশ) বলা হইয়াছে যে বিদ্যুৎ ও নিমেষের ন্যায় আত্মার প্রকাশ দ্রুত ও ক্ষণিক ; আর অধ্যাত্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে মানসপ্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির সমকালেই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; ইহাই উভয় আদেশের মধ্যে প্রভেদ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই যে আদেশ দুইটি উপদিষ্ট হইল তদনুসারে ব্রহ্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও অল্পবুদ্ধি মানবেরও বুদ্ধিগম্য হইতে পারেন ; ইহাই উক্ত উপদেশদ্বয়ের উদ্দেশ্য। নতুবা নিরুপাধিক

ব্রহ্মকে অল্পবুদ্ধি লোকেরা কিছুতেই বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিত না ।৫।

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ ।
স য এতদেবং বেদ,
অভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতাণি সংবাঞ্ছন্তি ॥৬॥

অন্বয় :—তৎ (সেই স্বপ্রকাশ, ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদির স্ব স্ব ব্যাপারের নিমিত্তীভূত, চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম) হ (নিশ্চয়ই) তদ্‌বনং নাম. (তদ্‌বন নামা । "বনসংভক্তৌ" । 'বন্' ধাতু মানে কায়মনোবাক্যে ভক্তি করা, সেবা করা, প্রার্থনা করা, ইচ্ছা করা, ভালবাসা ; সুতরাং তদ্বনং মানে তস্য বনং তদ্বনং, তস্য প্রাণিজাতস্য বনং বননীয়ং, সম্ভজনীয়ং, অত্যন্ত-প্রিয়তমত্বেন অভিলষিতং অর্থাৎ প্রাণিসমূহের কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভজনীয়, প্রিয়তমরূপে ঈপ্সিত, পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, স্বীয় দেহ হইতে ব্রহ্ম প্রিয়তম ; সেই হেতু ব্রহ্মের নাম তদ্বনং অর্থাৎ সাধকের পরম প্রেমাস্পদ) তদ্বনং ইতি উপাসিতব্যং (পরম প্রেমাস্পদরূপে ব্রহ্মকে অভেদে উপাসনা করিতে হইবে । উপাসনার সময় ক্রমাগত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়িণী চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকিবে, ব্রহ্মাতিরিক্তি বিজাতীয় প্রত্যয়শূন্য হইয়া, অন্তরে বাহিরে, অধঃ ঊর্দ্ধে, সতত সর্ব্বত্র এক, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ পরিপূর্ণ স্বভাব, স্বপ্রকাশ চৈতন্যই শুধু প্রকাশমান রহিয়াছেন এইরূপে নিরন্তর মনন করিতে করিতে মন্তা ও মনন বিস্মৃত হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে তুষ্ণীংভাবে অবস্থান করিবে) সঃ যঃ (উক্ত লক্ষণসম্পন্ন যে কোন উপাসক) এতৎ (পরম প্রেমাস্পদ ব্রহ্মকে) এবং (স্বীয় আত্মরূপে) বেদ (সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেন) সর্ব্বাণি ভূতানি (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই) এনং (এই ব্রহ্মবেত্তাকে) অভিসংবাঞ্ছন্তি (প্রার্থনা করেন, কারণ তিনি নিখিল জগতের আত্মভূত হইয়াছেন) ॥৬॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদির স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির নিমিত্তীভূত, সেই স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই তদ্‌বন নামা। 'বনসংভক্তৌ' বন্‌ধাতু মানে কায়মনোবাক্যে ভক্তি করা, সেবা করা, প্রার্থনা করা, ভালবাসা। তদ্বনং—তস্য বনং, তদ্বনং। তস্য প্রাণিজাতস্য, বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ং, অত্যন্তপ্রিয়তমত্বেন অভিলষিতং। প্রাণিগণের কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভজনীয়, প্রিয়তমরূপে ঈপ্সিত, পুত্র হইতে বিত্ত হইতে স্বীয় দেহ হইতে ব্রহ্ম প্রিয়তম; সেই হেতু ব্রহ্মের নাম হইতেছে তদ্বনং অর্থাৎ সাধকের পরম প্রেমাস্পদরূপে ব্রহ্মকে অভেদে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার সময় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-বিষয়িণী চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ নিরন্তর চলিতে থাকিবে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্য হইয়া অন্তরে বাহিরে, অধঃ ঊর্দ্ধে, সর্ব্বত্র এক, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ পরিপূর্ণ-স্বভাব, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ কেবল ব্রহ্মই প্রকাশমান রহিয়াছেন, এইরূপে নিরন্তর মনন করিতে করিতে অবশেষে মন্তা ও মনন বিস্মৃত হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে তুষ্ণীংভাবে অবস্থান করিবে। উক্ত লক্ষণসম্পন্ন যে কোন উপাসক পরম প্রেমাস্পদ ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ-ভাবে উপলব্ধি করেন। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই তাহাদের আত্মস্বরূপ এই ব্রহ্মবিদ্‌কে প্রার্থনা করেন ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম; তস্য বনং তদ্বনং, তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম—প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্বনমিতি যতঃ তস্মাৎ "তদ্বনম্" ইত্যনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়মিতি। অনেন নাম্না উপাসকস্য ফলমাহ—স যঃ কশ্চিৎ এতদ্ যথোক্তং ব্রহ্ম এবং যথোক্তগুণং বেদ উপাস্তে; অভি হ এনম্ উপাসকং সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসংবাঞ্ছন্তি হ প্রার্থয়ন্ত এব, যথা ব্রহ্ম ॥৩২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ :—অপিচ সেই ব্রহ্ম "তদ্বন" নামে প্রসিদ্ধ। তাহার বন 'তদ্বন' 'তাহার' অর্থাৎ প্রাণিগণের 'বন' অর্থাৎ ভজনীয়। ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ সুতরাং সকলেরই সেব্য (সম্ভজনীয়)। সুতরাং ব্রহ্মকে 'তদ্বন' এই প্রসিদ্ধ গুণব্যঞ্জক নামে উপাসনা ও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই নামে উপাসনা করার ফল কথিত হইতেছে। যদি কোন উপাসক এইরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা করে এবং তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়, তাহা হইলে, লোকসমূহ ব্রহ্মের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করে তাহার নিকটও সেইরূপ প্রার্থনা করে॥৬॥

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, উক্তা ত উপনিষৎ,
ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥৭॥

অন্বয় :—ভো (হে গুরো) উপনিষদং (ব্রহ্মবিদ্যা) ব্রূহি (উপদেশ করুন) ইতি (এইরূপে শিষ্যকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া গুরু বলিলেন) উক্তা ('শ্রোত্রের শ্রোত্র' এইরূপে উপদিষ্টা) উপনিষদং (ব্রহ্মবিদ্যা) তে (তোমাকে) ব্রাহ্মীং (পরব্রহ্ম বিষয়িণী) উপনিষদং (ব্রহ্মবিদ্যা) তে (তোমাকে) অব্রূম বাব ইতি (নিশ্চয়ই উপদেশ করিয়াছি)॥৭॥

অনুবাদ—আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্য পুনরায় গুরুকে বলিলেন—হে গুরো,ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। শিষ্য কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া গুরু বলিলেন—তোমাকে ত 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। পরব্রহ্মবিষয়িণী ব্রহ্মবিদ্যা আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে উপদেশ করিয়াছি॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমনুশিষ্টঃ শিষ্য আচার্য্যমুবাচ—উপনিষদং রহস্যং যচ্চিন্ত্যম্, ভো ভগবন্ ব্রূহীতি, এবমুক্তবতি শিষ্যে আহ আচার্য্যঃ,—উক্তা অভিহিতা তে তব উপনিষৎ। কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ, ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইয়ং

ব্রাহ্মী তাং, পরমাত্মবিষয়ত্বাৎ অতীত বিজ্ঞানস্থ। বাব এব, তে উপনিষদম্ অব্রূম ইতি উক্তামেব পরমাত্ম-বিষয়ামুপনিষদম্ অব্রূম ইত্যবধারয়তি উত্তরার্থম্। পরমাত্মবিষয়ামুপনিষদং শ্রুতমূত উপনিষদং ভো ব্রূহীতি পৃচ্ছতঃ শিষ্যস্থ কোঽভিপ্রায়ঃ? যদি তাবৎ শ্রুতস্থার্থস্থ প্রশ্নঃকৃতঃ, ততঃ পিষ্টপেষণবৎ পুনরুক্তোঽনর্থকঃ প্রশ্নঃ স্থাৎ। অথ সাবশেষোক্তো-পনিষৎ স্থাৎ। ততস্তস্থাঃ ফলবচনেন উপসংহারো ন যুক্তঃ—"প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদমৃতা ভবন্তি" ইতি। তস্মাদুক্তোপনিষচ্ছেষবিষয়োঽপি প্রশ্নোঽনুপপন্ন এব অনবশেষিতত্বাৎ। কস্তর্হি অভিপ্রায়ঃ প্রষ্টুরিতি? উচ্যতে,—কিং পূর্ব্বোক্তোপনিষচ্ছেষতয়া তৎসহকারিসাধনান্তরাপেক্ষা? অথ নিরপেক্ষৈব? সাপেক্ষা চেৎ; অপেক্ষিতবিষয়ামুপনিষদঃ ব্রূহি। অথ নিরপেক্ষা চেৎ; অবধারয় পিপ্পলাদবৎ—"নাতঃ পরমস্তীতি" এবমভিপ্রায়ঃ। এতদুপপন্নমাচার্য্যস্থ অবধারণবচনম্ "উক্তা ত উপনিষৎ" ইতি।

নন্থ নাবধারণমিদং যতোঽন্যদ্বক্তব্যমিত্যাহ—"তস্যৈ তপো দমঃ" ইত্যাদি। সত্যং বক্তব্যমুচ্যত আচার্য্যেণ, নতু উক্তোপনিষচ্ছেষতয়, তৎসহকারিসাধনান্তরাভিপ্রায়েণ বা। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায়াভি-প্রায়েণ, বেদৈস্তদঙ্গৈশ্চ সহ পাঠেন সমীকরণাৎ তপঃপ্রভৃতীনাম্। ন হি বেদানাং শিক্ষাদ্যঙ্গানাং চ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাশেষত্বম্, তৎসহকারি সাধনত্বং বা। সহপঠিতানামপি যথাযোগং বিভজ্য বিনিয়োগঃ স্যাদিতি চেৎ; যথা সূক্ত-বাকানুমন্ত্রণমন্ত্রাণাং যথাদৈবতং বিভাগঃ, তথা তপোদমকর্ম্মসত্যাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যা-শেষত্বং, তৎসহকারি-সাধনত্বং বেতি কল্প্যতে। বেদানাং তদঙ্গানাং চার্থপ্রকাশকত্বেন কর্ম্মাত্মজ্ঞানো-পায়ত্বম্, ইত্যেবং হ্যয়ং বিভাগো যুজ্যতে অর্থ-সম্বন্ধোপপত্তিসামর্থ্যাদিতি চেৎ? ন, অযুক্তেঃ;—ন হ্যয়ং বিভাগো ঘটনাং প্রাঞ্চতি; ন হি সর্ব্বক্রিয়া-কারক-ফলভেদ-বুদ্ধিতিরস্কারিণ্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ শেষাপেক্ষা,

সহকারিসাধনসম্বন্ধো বা যুজ্যতে; সর্ব্ব-বিষয়-ব্যাবৃত্ত প্রত্যগাত্ম-বিষয়-নিষ্ঠত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াস্তৎ ফলস্য চ নিঃশ্রেয়সস্য; "মোক্ষমিচ্ছন্ সদা কর্ম্ম ত্যজেদেব সসাধনম্। ত্যজতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্" ইতি। তস্মাৎ কর্ম্মণাং সহকারিত্বং, কর্ম্মশেষাপেক্ষা বা ন জ্ঞানস্য উপপদ্যতে। ততোঽসদেব সূক্তবাক্যানুমন্ত্রণবদ্ যথাযোগং বিভাগ ইতি। তস্মাৎ অবধারণার্থ তৈব প্রশ্ন-প্রতিবচনস্য উপপদ্যতে। এতাবত্যেবেয়ম্ উপনিষদুক্তা অন্যনিরপেক্ষা অমৃতত্বায় ॥৩৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ :—এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া শিষ্য আচার্য্যকে বলিলেন —"হে ভগবন্, মননের যোগ্য যে উপনিষৎ বা রহস্যবিদ্যা তৎসম্বন্ধে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।" শিষ্যকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আচার্য্য শিষ্যকে বলিলেন—'তোমাকে ত আমি উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছি।" সেই উপনিষৎ কি তাহাই বলিতেছেন—'ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষৎ তোমাকে ত বলিয়াছি, কারণ পূর্ব্বে যে রহস্যবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে উহা পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞান।' "বাব ত উপনিষদম্ অব্রুম্" আমি তোমাকে নিশ্চয়ই উপনিষৎ বা রহস্যবিদ্যা উপদেশ করিয়াছি" আচার্য্যের এই সংশয়রহিত নিশ্চয়াত্মক বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে উপদিষ্ট বিদ্যাই পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞান, ইহাই আচার্য্যের উত্তরের অভিপ্রায়। যে শিষ্য পরমার্থবিষয়ক উপনিষদ শুনিয়াছেন তাহার আবার 'মহাশয় উপনিষদ উপদেশ করুন' এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি? যদি শ্রুত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় তাহা হইলে তাহার সেই পুনরুক্তি পিষ্টপেষণবৎ অনর্থক হয় মাত্র। আর যদি পূর্ব্বে উপদিষ্ট উপনিষদ্ অসম্পূর্ণভাবে বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে "ইহলোক হইতে প্রস্থানের পর তাঁহারা অমৃত হয়েন" এই বাক্য দ্বারা উপনিষদ্ শ্রবণের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া ইতিপূর্ব্বে উপসংহার করা উচিত হয় নাই। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের অবশেষ অর্থাৎ বাকী যাহা কিছু আছে

সে বিষয়ে প্রশ্নও যুক্তিযুক্ত হয় না, কেন না উক্ত উপনিষদ্‌বিষয়ে বলিবার পর যে বলিবার আর কিছু অবশিষ্ট আছে এইরূপ অপেক্ষা অকারণ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় কি? বলা যাইতেছে—পূর্ব্বে যে উপনিষদ্ উক্ত হইয়াছে তাহাতে কি সহকারী অপর কোনও সাধনের অপেক্ষা আছে, না তাহা নাই? যদি থাকে তবে সেই সহকারী সাধন সহ উপনিষদ্ বলুন। যদি সাধনের অপেক্ষা না থাকে তাহা হইলে পিপ্পলাদ মুনি যেমন বলিয়াছিলেন "ইহার পর আর কিছুই নাই" এইরূপ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করুন। শিষ্যের এইরূপ অভিপ্রায় অনুমান করিলে আচার্য্য যে বলিলেন 'তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে' এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত হয়।

ভাল, এই বাক্যটী ত নিশ্চয়াত্মক শেষ কথা নহে? কেন না 'তস্যৈ তপোদম' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পরবর্ত্তী মন্ত্রে বিষয়ান্তরের অবতারণা করা হইতেছে। ইহা সত্য বটে, আচার্য্যের দ্বারা অপরাপর বক্তব্য বিষয় উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা উপনিষদের অনুক্ত অবশিষ্ট বিষয়-কথনের বা উপনিষদের সহকারী সাধনান্তরনিরূপণের জন্য নহে; পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিবার উপায় নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বেদ ও বেদাঙ্গ পঠনের সহিতই তপঃ প্রভৃতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলা হইয়াছে। বেদ, শিক্ষাদি বেদাঙ্গ-সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বা সহকারী নহে। যদিও তপঃপ্রভৃতি সাধন নিচয় বেদ ও বেদাঙ্গাদির সহিত একত্রে পঠিত হয় তাহা হইলে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া ত ঐ সকলের প্রয়োগ হইতে পারে? যেমন সূক্তবাক্য, অনুমন্ত্র ও মন্ত্র—এসকল একত্র পঠিত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে সেগুলির প্রয়োগ বিভিন্ন, সেইরূপ তপঃ, দম, কর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি সাধনসমূহ বেদের সহিত একত্র পঠিত হইলেও সেগুলিকে যথাযোগ্যভাবে ব্রহ্মসাধনের অঙ্গ বা সহকারী বলা যাইতে পারে। বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ অর্থপ্রকাশকরূপে

কর্ম্ম এবং আত্মজ্ঞানের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ তপোদমাদি-সাধন-সমূহেরও আত্মজ্ঞানলাভে উপযোগিতা আছে বলিতে হয়; অতএব উহাদের বিভিন্ন পদার্থের সহিত সম্বন্ধহেতু পৃথক পৃথক বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ হয়। না, এরূপ বিভাগ যুক্তিহীন, কেননা এইরূপ বিভাগ বক্তব্য বিষয়ের অনুকূল নহে, তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মবিদ্যা যখন সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া, কারক, ফলভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত করে তখন তাহার কোনওরূপ অঙ্গ বা সহকারীর সহিত সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত হয় না। সর্ব্ববিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত প্রতিদেহস্থিত আত্মার জ্ঞানেই ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল—নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষও তদ্রূপ। "মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্ম ও তাহার সাধন সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে এবং ত্যাগ করিলেই ত্যাগী স্বীয় পরম পদ বা পরমাত্মভাব জানিতে পারিবে," এই উক্তিই এবিষয়ে প্রমাণ। এই কারণে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বা সহকারীরূপে কর্ম্মের উপযোগিতা সিদ্ধ হয় না, এবং এই জন্যই এবিষয়ে সূক্তবাক্ ও অনুমন্ত্রণের মত যথাযোগ্য বিভাগ-কল্পনা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব শিষ্যের প্রশ্ন ও গুরুর উত্তরে উক্তরূপ স্থিরসিদ্ধান্তই সমীচীন হয়। এ পর্য্যন্ত উপনিষদ্ যাহা বলা হইল তাহাই মুক্তির উপায়স্বরূপ। সাধনান্তরের উপর ইহা নির্ভর করে না।৭।

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ
সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয় :—তস্যৈ (সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায় হইতেছে) তপঃ (দেহেন্দ্রিয়মনঃসংযম) দমঃ (বিষয়ভোগে উপরতি) কর্ম (বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা (ব্রহ্মবিদ্যার চরণ-স্বরূপ) বেদাঃ (চারিবেদ) সর্ব্বাঙ্গানি (ব্রহ্মবিদ্যার শিরঃ আদি অঙ্গসমূহ) সত্যং (শরীর বাক্য ও মনোগত কুটিলতার অভাব, সত্য আচরণ) আয়তনম (আশ্রয় অর্থাৎ নিবাসস্থান) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ—শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান সত্ত্বেও, শিষ্যের মুখ হইতে পুনরায় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া গুরু বুঝিতে পারিলেন যে শিষ্যের চিত্ত এখনও নির্ম্মল হয় নাই। বিশুদ্ধ চিত্তেই ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। সেই জন্য গুরু এক্ষণে শিষ্যচিত্তের মলিনতা দূর করিবার জন্য চিত্তশুদ্ধির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায় হইতেছে গুরু ও আচার্য্যের সেবা, সৎসঙ্গ, ব্রহ্মচর্য্যাদি কায়িক তপস্যা, মধুর হিতকারী সত্যবচনাদি বাচিক তপস্যা ; সর্ব্বদা সগুণ কিংবা নির্গুণ পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারা আত্মসংযমাদি মানসিক তপস্যা ; বিষয় ভোগে অনাসক্তি, বেদবিহিত কর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান। শ্রুতি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ," 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"। ঐকান্তিক ভক্তিপূত হৃদয়ে ঈশ্বরের, গুরু এবং আচার্য্যের উপাসনা যিনি করেন, সেই মহাত্মার চিত্তে আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হয়। একাগ্রচিত্তে নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের ধ্যান ও গুরুসেবাদ্বারা পাপসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন নির্মল চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, যদি না শিষ্য গুরুর উপদেশ অনুশীলন করিয়া বাক্য মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ করিয়া শুদ্ধ চিত্ত হন। নিরন্তর দীর্ঘকাল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুসেবা ও ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় না হইলে, চিত্তে কিছুতেই ব্রহ্মবিদ্যার অভিব্যক্তি হয় না ; বেদ বেদান্তদর্শনশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান হয় মাত্র, কিন্তু পরমার্থবস্তুর উপলব্ধি হয় না। সেই জন্য গুরু এক্ষণে শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন যে, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিষয়োপরতি, নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার চরণ বা প্রতিষ্ঠা, চারিবেদ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার শির আদি অঙ্গসমূহ এবং সত্যানুশীলন হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার নিবাসস্থান ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যামিমাং ব্রাহ্মীমুপনিষদং তবাগ্রেঽব্রূমেতি, তস্যৈ তস্যা উক্তায়া উপনিষদঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি তপ-আদীনি। তপঃ কায়েন্দ্রিয়-মনসাং সমাধানম্। দম উপশমঃ। কর্ম্ম—অগ্নিহোত্রাদি। এতৈর্হি সংস্কৃতস্য সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্টা। দৃষ্টাহ্যমৃদিতকল্মষস্যোক্তেঽপি ব্রহ্মণি অপ্রতিপত্তিঃ বিপরীত-প্রতিপত্তিশ্চ, যথেন্দ্রবিরোচনপ্রভৃতীনাম্। তস্মাদিহ বা অতীতেষু বা বহুষু জন্মান্তরেষু তপ আদিভিঃ কৃতসত্ত্বশুদ্ধেঃ জ্ঞানং সমুৎপদ্যতে যথাশ্রুতম্, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইতি চ স্মৃতেঃ। ইতিশব্দ উপলক্ষণত্বপ্রদর্শনার্থঃ। ইতি এবমাদ্যন্যদপি জ্ঞানোৎপত্তেরুপকারকম্—"অমানিত্বমদম্ভিত্বম্" ইত্যাদ্যুপদর্শিতং ভবতি। প্রতিষ্ঠা, পাদৌ পাদা-বিবাস্যাঃ; তেষু হি সৎসু প্রতিতিষ্ঠতি ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্ত্ততে পদ্ভ্যামিব পুরুষঃ। বেদাশ্চত্বারঃ; সর্ব্বাণি চাঙ্গানি শিক্ষাদীনি ষট্; কর্ম্মজ্ঞান-প্রকাশত্বাৎ বেদানাং, তদ্রক্ষণার্থত্বাদঙ্গানাং প্রতিষ্ঠাত্বম্। অথবা, প্রতিষ্ঠা-শব্দস্য পাদরূপকল্পনার্থত্বাৎ বেদাস্ত ইতরাণি সর্ব্বাঙ্গানি শির আদীনি। অস্মিন্ পক্ষে শিক্ষাদীনাং বেদগ্রহণেনৈব গ্রহণং কৃতং প্রত্যেতব্যম্। অঙ্গিনি হি গৃহীতেঽঙ্গানি গৃহীতান্যেব ভবন্তি, তদায়ত্তত্বাদঙ্গানাম্। সত্যম্ আয়তনং যত্র তিষ্ঠত্যুপনিষৎ, তদায়তনম্। সত্যমিতি অমায়িতাঽকৌটিল্যং বাঙ্মনঃকায়ানাম্। তেষু হ্যাশ্রয়তি বিদ্যা যেঽমায়াবিনঃ সাধবঃ, নাসুর-প্রকৃতিষু মায়াবিষু; 'ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সত্যমায়তনমিতি কল্প্যতে। তপ আদিষ্বেব প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রাপ্তস্য সত্যস্য পুনরায়তনত্বেন গ্রহণং সাধনাতিশয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্। "অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যতে" ॥ ইতি স্মৃতেঃ ॥৩৪॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচার্য্য শিষ্যকে বলিলেন, 'তোমাকে যে এই

ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষৎ বা রহস্যবিদ্যা উপদেশ করিয়াছি সেই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তির উপায় হইতেছে তপঃ প্রভৃতি। 'তপঃ' অর্থ শরীর ইন্দ্রিয় এবং মনের একাগ্রতা। 'দম' অর্থ হইতেছে উপশম অর্থাৎ বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা। 'কর্ম্ম' অর্থ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি। এই সব সাধন দ্বারা সংস্কৃত ব্যক্তির চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং তখন সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে, যে ব্যক্তির চিত্তগত পাপ, মনের মলিনতা বিদূরিত হয় নাই সেই মলিনচিত্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলেও তাহার ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রান্তজ্ঞান এবং বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে, যেমন ইন্দ্র, বিরোচন প্রভৃতির হইয়াছিল। সুতরাং এইজন্মে কিংবা অতীত বহু জন্মান্তরে তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিরই শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন "যে ব্যক্তির চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তি এবং সেইরূপ যাহার স্বীয় গুরুতেও পরাভক্তি থাকে সেই মহাত্মার সমীপেই শ্রুতি-কথিত তত্ত্বসমূহ প্রতিভাত হয়।" স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে 'পুরুষের পাপকর্মের ক্ষয় হইলে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়'। এই মন্ত্রের 'ইতি' শব্দটী উপলক্ষণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তপঃ দম প্রভৃতির ন্যায় অপরাপর সাধনও জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হইয়া থাকে; এইরূপে অমানিত্ব; অদম্ভিত্ব প্রভৃতিও যে, জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক তাহাও প্রদর্শিত হইল। প্রতিষ্ঠা অর্থে পাদ। মানুষ যেমন পদের দ্বারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ তপস্যাদি থাকিলেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত বা প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ তপস্যাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মবিদ্যার পাদস্বরূপ। বেদ চারিটি এবং শিক্ষাদি বেদাঙ্গ ছয়টী। বেদ কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রকাশক এবং সেই বেদসমূহ রক্ষণের জন্যই বেদাঙ্গাদির প্রতিষ্ঠা। অথবা প্রতিষ্ঠা শব্দদ্বারা যখন পাদ কল্পিত হইয়াছে তখন বেদাঙ্গগুলিকে মস্তক ও অন্যান্য অঙ্গসমূহ কল্পনা করিতে হইবে। এই হিসাবে বেদ শব্দের দ্বারা শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের গ্রহণ করিতে হইবে।

বুঝিতে হইবে কেননা অঙ্গসমূহকে লইয়াই যখন অঙ্গী তখন অঙ্গীকে গ্রহণ করিলে তদীয় অঙ্গগুলিরও গ্রহণ হইল বুঝিতে হইবে। উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যার আয়তন (আলয়) বা আশ্রয় হইতেছে সত্য। সত্য অর্থ অমায়িতা বা কায়মনওবাক্যের অকৌটিল্য বা আর্জ্জব বুঝায়। যাহারা মায়ারহিত সাধু, ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করে, অসুরপ্রকৃতি মায়ামুগ্ধদিগকে আশ্রয় করে না। শ্রুতি বলেন—যাহাদিগের মধ্যে কুটিলতা, অসত্য ও মায়া না থাকে তাহাদের মধ্যেই বিদ্যার প্রকাশ হয়। এই জন্যই সত্যকে ব্রহ্মবিদ্যার আয়তন বলিয়া কল্পনা করা হয়। তপস্যাদিকে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বলাতে 'সত্য'ও যে তাহার আয়তন তাহাও বুঝায় সত্য, কিন্তু তাহা (সত্য) ব্রহ্মের আয়তন ইহা বিশেষ করিয়া বলার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য যত প্রকার সাধনা আছে সত্যই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহা বুঝাইবার জন্য। অন্য কোনও সাধনই ইহার তুল্য নহে। স্মৃতি বলেন :—সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সত্য যদি এক তুলাদণ্ডে ধরা যায় তাহা হইলে সহস্র অশ্বমেধের অপেক্ষা সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়।৮।

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানম্ অনন্তে
স্বর্গেলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৯॥

অন্বয় :—যঃ বৈ (যে মুমুক্ষু সাধক নিশ্চয়রূপে) এতাং (কেনোপনিষদে উপদিষ্ট এই ব্রহ্মবিদ্যাকে) এবং (এইরূপে অর্থাৎ প্রথমে বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদির অনুশীলন, নিষ্কামভাবে গুরুসেবা, ঈশ্বরোপাসনা, শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানাদির সহিত) বেদ (জানেন) পাপ্মানং (সেই ব্যক্তি অবিদ্যা-কাম-কর্ম-বাসনারূপ সংসার বীজ) অপহত্য (সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া, সম্যক্‌রূপে ধৌত করিয়া বিদূরিত করিয়া) অনন্তে (দেশকাল-বস্তুপরিচ্ছেদশূন্য অসীম) জ্যেয়ে (সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ) স্বর্গে

লোকে (নিরতিশয় সুখস্বরূপ পরব্রহ্মে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠালাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন, সংসারে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হন না) ॥৯॥

অনুবাদঃ—যে মুমুক্ষু সাধক নিশ্চয়রূপে কেনোপনিষদে উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যাকে এইরূপে জানেন অর্থাৎ প্রথমে বিবেকবৈরাগ্য শমদমাদির অনুশীলন, নিষ্কামভাবে গুরুসেবা, এবং শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানাদির দ্বারা স্বয়ং বিবেকবৈরাগ্যশমদমাদি-গুণ-সম্পন্ন হন, তৎপরে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া মনন করিলে তাঁহার বিশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা অপ্রতিবদ্ধভাবে অভিব্যক্ত হয়। তখন সেই ব্রহ্মবিদ্ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-বাসনারূপ সংসারবীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া সম্যক্‌রূপে ধৌত করিয়া, বিদূরিত করিয়া দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্য অসীম, সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, নিরতিশয়সুখস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন, পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। দ্বিরুক্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফল সম্বন্ধে সংশয়-রাহিত্য অথবা গ্রন্থপরিসমাপ্তির পরিচায়ক ॥৯॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

যো বৈ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং "কেনেষিতম্" ইত্যাদিনা যথোক্তাম্ এবং মহাভাগাং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদিনা স্তুতাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বেদ, "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইত্যুক্তমপি ব্রহ্মবিদ্যাফলম্ অন্তে নিগময়তি— অপহত্য পপ্মানম্ অবিদ্যাকামকর্ম্ম লক্ষণং সংসারবীজং বিধূয় অনন্তে অপর্য্যন্তে, স্বর্গে লোকে সুখাত্মকে ব্রহ্মণীত্যেতৎ। অনন্তে ইতি বিশেষণাৎ ন ত্রিবিষ্টপে। অনন্ত শব্দ ঔপচারিকোঽপি স্যাৎ ইত্যত আহ,—জ্যেয়

ইতি। জ্যেয়ে জ্যায়সি সর্ব্বমহত্তরে স্বাত্মনি মুখ্যে এব প্রতিতিষ্ঠতি; ন পুনঃ সংসারমাপদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ :—"কেনেষিতং" ইত্যাদি বাক্যে কথিত এবং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্তুত বা প্রশংসিত সর্ব্ববিদ্যার মূল এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যাকে যিনি জানেন, তিনি পাপময়, অবিদ্যাকামকর্ম্ম লক্ষণযুক্ত সংসারবীজকে সম্পূর্ণরূপে ধৌত বা বিদূরিত করিয়া অনন্ত সুখাত্মক বা সর্ব্বসুখের আধার ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েন অর্থাৎ আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না। 'অমৃতত্বং হি বিন্দতে' বলিয়া 'কেন' শ্রুতিতেই পূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ ফলের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে "স্বর্গেলোকে প্রতিতিষ্ঠতি" বাক্য দ্বারা তাহারাই নিগমন করা হইতেছে। (ন্যায় শাস্ত্রে প্রথমে যে বাক্যদ্বারা প্রতিজ্ঞা করা হয় সেই বাক্য তর্কদ্বারা প্রমাণিত হইলে শেষে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া নিগমন করা হয়—প্রথমটীকে বলে প্রতিজ্ঞা, শেষেরটিকে বলে নিগমন, দুইটিই এক বা একার্থ) স্বর্গশব্দে সুরলোক বা স্বর্লোক বুঝায়, কিন্তু অনন্ত কথাটী তাহার বিশেষণ থাকায় অনন্ত স্বর্গ অর্থ ব্রহ্মই বুঝাইতেছে। যদি কেবল স্বর্গ থাকিত তবে সুরলোক বুঝাইত; সুরলোক অনন্ত নহে সসীম। যদি অনন্ত শব্দকেও আপেক্ষিক অনন্ত এই অর্থে ধরা হয় এই আশঙ্কায় 'জ্যেয়ে' অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই বিশেষনটী। দেওয়া হইয়াছে যাহাতে এই শব্দগুলি দ্বারা ব্রহ্ম বুঝাইতে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ না থাকে ।৯।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবৎ পাদকৃতৌ
কেনোপনিষৎ-পদভাষ্যে-চতুর্থঃ খণ্ডঃ

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত কেনোপনিষদের পদভাষ্য সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ।

সমাপ্তেয়ং কেনোপনিষৎ।

কেনোপনিষৎ সমাপ্ত হইল।

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রং অথো বলং ইন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি, সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং, মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণং অস্তু, অনিরাকরণং মে অস্তু, তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥